প্রথম অধ্যায়

আকাইদ ও নৈতিক জীবন

অধ্যায়ের গুরবত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংৰেপে জেনে রাখি

❖ **ইসলাম :** ইসলাম আরবি শব্দ। আভিধানিক অর্থ হলো– আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা, শান্তির পথে চলা ইত্যাদি। ব্যবহারিক অর্থে আলরাহ তায়ালা ও রাসুল (স)–এর আনুগত্য করাকে ইসলাম বলে।

❖ **ইমান :** ইমান শব্দটি আমনুন মূল ধাতু থেকে নির্গত। যার অর্থ : বিশ্বাস করা, আস্থা স্থাপন, স্বীকৃতি দেওয়া, নির্ভর করা, মেনে নেওয়া ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, শরিয়তের যাবতীয় বিধিবিধান অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং তদনুযায়ী আমল করাকে ইমান বলে।

❖ **তাওহিদ :** তাওহিদ শব্দের অর্থ একত্ববাদ। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় আলরাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার করে নেওয়াকে তাওহিদ বলে। তাওহিদের মূল কথা হলো– আলরাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে অদ্বিতীয়।

❖ **আলরাহ তায়ালার পরিচয় :** আলরাহ তায়ালা এ বিশ্বজগতের অধিপতি ও মালিক। তিনি একক ও অদ্বিতীয় সত্তা। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি অনন্য ও অতুলনীয়।

❖ **কুফর :** কুফর শব্দের আভিধানিক অর্থ অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, ঢেকে রাখা, গোপন করা, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, অবাধ্য হওয়া ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় আলরাহ তায়ালার মনোনীত দীন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটির প্রতি অবিশ্বাস করাকে কুফর বলা হয়। যে ব্যক্তি কুফরে লিপ্ত হয় তাকে বলা হয় কাফির।

❖ **শিরক :** শিরক শব্দের অর্থ অংশীদার সাব্যস্ত করা, একাধিক স্রষ্টা বা উপাস্যে বিশ্বাস করা। ইসলামি পরিভাষায় মহান আলরাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলা হয়। যে ব্যক্তি শিরক করে তাকে বলা হয় মুশরিক।

❖ **নিফাক :** নিফাক শব্দের আভিধানিক অর্থ ভণ্ডামি, কপটতা, দ্বিমুখীভাব, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা ইত্যাদি। এর ব্যবহারিক অর্থ হলো অন্তরে একরকম ভাব রেখে বাইরে এর বিপরীত অবস্থা প্রকাশ করা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, অন্তরে কুফর ও অবাধ্যতা গোপন করে মুখে ইসলামকে স্বীকার করার নাম হলো নিফাক। যে এরূ প কাজ করে তাকে বলা হয় মুনাফিক।

❖ **রিসালাত :** রিসালাত শব্দের আভিধানিক অর্থ বার্তা, চিঠি পৌঁছানো, পয়গাম, সংবাদ বা কোনো ভালো কাজের দায়িত্ব বহন করা। ইসলামি পরিভাষায়, মহান আলরাহ তায়ালার পবিত্র বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বকে রিসালাত বলা হয়। যিনি এ দায়িত্ব পালন করেন তাঁকে বলা হয় রাসুল।

❖ **আসমানি কিতাব :** কিতাব শব্দের অর্থ লিপিবদ্ধ বা লিখিত বস্তু। এর প্রতিশব্দ হলো গ্রন্থ, পুস্তক, বই ইত্যাদি। আসমানি কিতাব হলো এমন গ্রন্থ যা আলরাহ তায়ালা থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আলরাহ তায়ালা ১০৪ খানা আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন। এর মধ্যে ৪ খানা বড় ১০০ খানা ছোট।

❖ **আখিরাত :** আখিরাত অর্থ পরকাল। মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলা হয়। মানবজীবনের দুটি পর্যায় রয়েছে। ইহকাল ও পরকাল। ইহকাল হলো দুনিয়ার জীবন। আর মৃত্যুর পরে মানুষের যে নতুন জীবন শুরব হয় তার নাম পরকাল বা আখিরাত। আখিরাত জীবনের কয়েকটি স্তর রয়েছে। যেমন : মৃত্যু, কবর, কিয়ামত, হাশর, মিযান, সিরাত, শাফাআত, জান্নাত, জাহান্নাম প্রভৃতি।

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. ইসলামের মূল বিষয়গুলোর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসকে কী বলা হয়?
● ইমান ⓑ ইসলাম ⓒ ইহসান ⓓ ইনসাফ

২. 'আলহিকমাতু' শব্দের অর্থ কী?
ⓐ উপদেশ ● প্রজ্ঞা ⓒ জ্যোতি ⓓ অনুগ্রহ

৩. মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তরে অবস্থান করবে, কারণ তারা–
i. সমাজে চিহ্নিত মানুষ ii. অন্তরে কুফর লুকিয়ে রাখে
iii. কাফিরদের চেয়েও বেশি ৰতিকর
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓐ i ও ii ⓑ i ও iii ● ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
পৃথিবী সৃষ্টির শুরব থেকে এ পর্যন্ত সূর্যের উদয় ও অস্ত যাওয়ার পদ্ধতি একই নিয়মে চলে আসছে। এ অবস্থা দেখে সুলতান সাহেব মনে করেন, পৃথিবী আর ধ্বংস হবে না।

৪. সুলতান সাহেব আখিরাতের কোন বিষয়টিকে অস্বীকার করেন?
ⓐ কবর ⓑ হাশর ● কিয়ামত ⓓ মিযান

৫. সুলতান সাহেবের ধারণার ফলে, তাকে বলা যায়–
● কাফির ⓑ মুশরিক ⓒ ফাসিক ⓓ মুনাফিক

■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ নিফাক ও কুফর

ফরিদ ও সেলিম সহপাঠী। তারা উভয়ে আগামীকাল ৯.০০ ঘটিকায় বিদ্যালয়ে আসবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। পরদিন সেলিম নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকলেও ফরিদ বিদ্যালয়ে যথাসময়ে আসেনি। বেলা ১১.০০ ঘটিকায় তার সাথে দেখা হলে সে বলে আমি তো তোমার সাথে ঠাট্টা করেছি। এরপর দুইজন মিলে ক্যান্টিনে গিয়ে খেতে বসল। খাওয়ার পর তারা দেখল জনৈক ব্যক্তি কিছু তরল নেশাজাতীয় দ্রব্য

পান করছে। ফরিদ ঐ ব্যক্তিকে নিষেধ করতে চাইলে সেলিম তাকে বিরত রেখে বলল, 'এতে দোষের কিছু নেই।'

ক. ইসলামের মৌলিক ইবাদতগুলো অস্বীকার করাকে কী বলে?
খ. আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য কেন?
গ. ফরিদের আচরণে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. সেলিমের বক্তব্য ইসলামের দৃষ্টিতে বিশেৱষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের মৌলিক ইবাদতগুলো অস্বীকার করাকে কুফর বলে।

খ আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করা ইমানের সাতটি মৌলিক বিষয়ের মধ্যে অন্যতম। আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া মুমিন ও মুত্তাকি হওয়া যায় না। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে দায়িত্বশীল ও সৎকর্মশীল এবং ইহজীবনের আমল সম্বন্ধে সতর্ক করে তোলে। তাই আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য।

গ ফরিদের আচরণে নিফাকি প্রকাশ পেয়েছে। কারণ ফরিদ তার সহপাঠী সেলিমকে কথা দিয়ে কথা রাখেনি। অর্থাৎ সে ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। আর ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকের লৰণ। মহানবি (স) বলেছেন, মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি : যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে আর যখন তার নিকট কোনো কিছু আমানত রাখা হয় তার খিয়ানত করে। উদ্দীপকে আমরা দেখি, দুই বন্ধু ফরিদ ও সেলিম একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যালয়ে একত্রিত হতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকলেও ফরিদ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে। সুতরাং, আলোচনার দ্বারা একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ফরিদের আচরণে নিফাকি প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ সেলিমের বক্তব্য কুফরের শামিল।

মানুষ নানাভাবে কাফির বা অবিশ্বাসী হতে পারে। তন্মধ্যে হারামকে হালাল মনে করাও কুফরি। মদ, জুয়া, সুদ, ঘুষ ইত্যাদিকে আলৱাহ হারাম করেছেন। যদি কেউ এ কাজগুলোকে হালাল মনে করে তবে নিঃসন্দেহে সে কাফির হয়ে যাবে। মহান আলৱাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "হে মুমিনগণ, মদ, জুয়া, মূর্তি ও ভাগ্য নির্ণয় করা এসব নোংরা ও অপবিত্র শয়তানের কাজ ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুতরাং তোমরা এসব (অপকর্ম) থেকে বেঁচে থাক। আশা করা যায়, তোমরা সফলতা লাভে সৰম হবে।" আর মহানবি (স) বলেছেন, "প্রত্যেক নেশাজাতীয় দ্রব্য হারাম।" উদ্দীপকের সেলিম হারামকে হালাল বা বৈধ মনে করে বলে, 'এতে দোষের কিছু নেই'। তার এ বক্তব্য ইসলামের দৃষ্টিতে বিশেৱষণ করলে প্রমাণিত হয় যে, সে এ কাজে সহযোগিতা করেছে। যার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। তার উচিত হালালকে হালাল হিসেবে গ্রহণ ও হারামকে হারাম হিসেবে বর্জন করা। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, সেলিমের বক্তব্য ইসলামের দৃষ্টিতে কুফরির অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন– ২ নিফাক ও আখিরাতে বিশ্বাস

প্রেৰাপট–১

আদ্যৰর সু নামক প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মকর্তার পেশাগত প্রশিৰণ, এমনকি ডিপেৱামা সনদ নেই। তারপরও তাঁরা চিকিৎসক ও সেবিকা সেজে স্পর্শকাতর পরীৰা চালাচ্ছেন ও লোকজনকে টিকা দিচ্ছেন। এই সুযোগে তাঁরা হাজার হাজার টাকা কামিয়ে নিচ্ছেন। (সংৰেপিত : প্রথম আলো, ০৫ জুলাই ২০১২)

প্রেৰাপট–২

অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার এভাবে বাড়তে থাকলে খুব শীঘ্রই মানবজাতি জীবাণুর বিরবদ্ধে প্রাণরৰার যুদ্ধে পরাস্ত হবে। গৃহপালিত পশুপাখিকে রোগমুক্ত রেখে কম সময়ে অধিক উৎপাদনের লৰ্যে অ্যান্টিবায়োটিকের অবাধ ব্যবহার হয়ে আসছে। পোলট্রিতে উৎপাদন বাড়াতে অর্থাৎ পোলট্রির দৈহিক বৃদ্ধির জন্য অনেক খামারি গ্রোথ প্রোমোটার হিসেবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে। অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগকৃত ডিমে প্রায় ৩০০ মাইক্রোগ্রাম কোলেস্টেরল পাওয়া যায়, যা হৃদরোগীর জন্য খুবই ৰতিকর। [যুগান্তর ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১২ সংৰেপিত]

ক. আলৱাহর নিকট একমাত্র জীবন ব্যবস্থা কী?
খ. 'তাওহিদের স্বরূ প' ব্যাখ্যা কর।
গ. ১ নম্বর প্রেৰাপটে কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ২ নম্বর প্রেৰাপটে যে বিষয়টি ফুটে ওঠে, তা 'সৎকর্মশীল হতে ও নৈতিক জীবন গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা'র আলোকে বিশেৱষণ কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আলৱাহর নিকট একমাত্র জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম।

খ আলৱাহ তায়ালাকেই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা ও ইবাদতের যোগ্য এক ও অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে বিশ্বাসের নামই তাওহিদ। পবিত্র কুরআনের সূরা ইখলাসে আলৱাহ তায়ালা স্বয়ং তাওহিদের স্বরূ প ব্যাখ্যা করে বলেছেন–'বলুন' হে নবি (স), তিনি আলৱাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, কারো মুখাপেৰী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। তাঁর সমকৰও কেউ নেই।'

গ ১ নম্বর প্রেৰাপটে নিফাক প্রকাশ পেয়েছে। আমরা জানি, নিফাক অর্থ ভণ্ডামি, কপটতা, দ্বিমুখীভাব, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা ইত্যাদি। অন্তরে বিরোধিতা গোপন রেখে বাইরে আনুগত্য প্রদর্শন করাই নিফাক। নিফাক একটি মারাত্মক পাপ। এটি মানুষের চরিত্র ও নৈতিকতা ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে মানুষ মিথ্যাচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। মুনাফিকরা পার্থিব লোভ–লালসা ও স্বার্থরৰায় মানুষের অকল্যাণ করতেও পিছপা হয় না। যেমনটি আমরা দেখি উদ্দীপকের ১ নম্বর প্রেৰাপটে। পেশাগত প্রশিৰণ ও সনদপত্র না থাকা সত্ত্বেও কিছু অসাধু ব্যক্তি চিকিৎসক ও সেবিকা সেজে স্পর্শকাতর পরীৰা চালাচ্ছেন ও লোকজনকে টিকা দিচ্ছেন, যা ভণ্ডামি বা কপটতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা তাদের পরিচয় গোপন রেখে লোকজনের কাছে মিথ্যা বলছেন। মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে এ ধরনের আচরণ নিফাকের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, উদ্দীপকের ১নম্বর প্রেৰাপটে উলিৱখিত ডাক্তার ও নার্সদের কর্মকাণ্ডে নিফাকি প্রকাশ পেয়েছে, যা প্রতারণার শামিল।

ঘ ২ নম্বর প্রেৰাপটে যে বিষয়টি ফুটে ওঠেছে তা সৎকর্ম ও নৈতিকতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। উদ্দীপকে দেখা যায়, পোলট্রিতে উৎপাদন বাড়াতে অর্থাৎ পোলট্রির দৈহিক বৃদ্ধির জন্য আমাদের দেশের অনেক খামারি গ্রোথ প্রোমোটার হিসেবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করছেন, যা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ৰতিকর। প্রকৃতপৰে আখিরাতে জবাবদিহির অনুভূতি না থাকায় এ ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটছে। এটি মানবতাবিরোধী জঘন্য কাজ। আখিরাতে বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তির পৰে এমন অন্যায় কাজ করা সম্ভব নয়। কেননা আখিরাতে বিশ্বাস

মানুষকে জীবন পরিচালনায় নীতি ও আদর্শের অনুসরণ করতে বাধ্য করে। যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করে সে প্রত্যহ তার প্রতিটি কাজের হিসাব নিজেই নিয়ে থাকে। এভাবে দৈনন্দিন আত্মসমালোচনার মাধ্যমে মানুষ তার ভুলত্রৰটি শুধরিয়ে নিয়ে সচ্চরিত্রবান হিসেবে গড়ে ওঠে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, ২নং প্রেৰাপটে যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা মূলত আখিরাতে অবিশ্বাসের কারণেই ঘটছে। আখিরাতে বিশ্বাস থাকলে কোনোক্রমেই খামারিরা মানুষের জন্য ৰতিকর এ ধরনের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতো না।

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ আসমানি কিতাবে বিশ্বাসের গুরৰত্ব সংৰেপে লেখ।

উত্তর : আসমানি কিতাবসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করা ইমানের অন্যতম গুরৰত্বপূর্ণ বিষয়। আসমানি কিতাবসমূহে বিশ্বাস স্থাপন না করলে ইমানের মূল বিশ্বাসই নড়বড়ে হয়ে যায়। কেননা আসমানি কিতাবের মাধ্যমেই আমরা আলৱাহ তায়ালা, নবি–রাসুল, ফেরেশতা, জান্নাত, জাহান্নাম, কিয়ামত, হাশর, মিযান, সিরাত ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারি। যদি কেউ আসমানি কিতাবসমূহ ও তাতে বর্ণিত বিষয়সমূহে অবিশ্বাস করে তবে স্বভাবতই সে ইমানের অন্য বিষয়গুলোও অস্বীকার করে। সুতরাং ইমানের পরিপূর্ণতার জন্য আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ 'প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে'–বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : আলোচ্য বাক্যটি পবিত্র কুরআনের সূরা আলে–ইমরানের ১৮৫ নং আয়াত। এ আয়াতে আলৱাহ তায়ালা সকল প্রাণীর জন্য একটি শাশ্বত ও অনিবার্য বিষয় তুলে ধরেছেন। দুনিয়ার কোনো প্রাণীই মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবে না। ছোট–বড়, ধনী–দরিদ্র, সুস্থ–অসুস্থ, শাসক–শাসিত কেউই মৃত্যুকে এড়াতে পারবে না। যত বড় ৰমতাধারীই হোক আর যত সুরৰিত স্থানে বসবাস করৰক সবার নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যু হবেই। আলৱাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন–

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ

অর্থ : তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও। (সূরা আন–নিসা : ৭৮)

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ সংৰেপে আলৱাহর পরিচয় তুলে ধর।

উত্তর : আলৱাহ তায়ালা এ বিশ্বজগতের অধিপতি ও মালিক। তিনি একক ও অদ্বিতীয় সত্তা। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি অনন্য ও অতুলনীয়, তিনি অনাদি অনন্ত। তিনি চিরস্থায়ী ও চিরবিরাজমান। তাঁর কোনো শুরুও নেই, শেষও নেই। তিনি পানাহার, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্লান্তি সবকিছু থেকে মুক্ত। আলৱাহ তায়ালা সকল গুণের আধার। তিনি সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা। আলৱাহর অসংখ্য গুণবাচক নামের মধ্যে কতিপয় হলো– রাহিম (পরম করুণাময়), জাব্বার (প্রবল), গাফফার (অতি ৰমাশীল), বাসির (সর্বদ্রষ্টা), সামিউ (সর্বশ্রোতা), আলিউ (মহান), হাফিয (মহারৰক) ইত্যাদি।

আলৱাহ তায়ালা তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে এক ও অতুলনীয়। ইবাদতের যোগ্য সত্তা একমাত্র তিনিই।

■ বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ নৈতিক জীবনে আসমানি কিতাবের ভূমিকা বিষয়ক একটি নাতিদীর্ঘ রচনা লেখ।

উত্তর : পথহারা ও পথভ্রষ্ট মানুষের হিদায়াতের জন্য আলৱাহ তায়ালা নবি–রাসুলগণের মাধ্যমে যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তাই আসমানি কিতাব। আসমানি কিতাব হলো আলৱাহ তায়ালার বাণী ও বিধি–নিষেধের সমন্বিত গ্রন্থ। মানবজীবনকে নৈতিক ও আদর্শিক পথে পরিচালনা করতে আসমানি কিতাব অত্যন্ত গুরৰত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আলৱাহ তায়ালা আসমানি কিতাবসমূহে বহু নবি–রাসুল ও তাঁদের অনুসারী পুণ্যবান ও মুমিনদের সফলতার কাহিনীও তুলে ধরেছেন। তাঁদের সফলতা ও সম্মানের মূল চাবিকাঠি হিসেবে নৈতিকতার গুরৰত্ব বুঝতে পারেন। ফলে মানুষ নৈতিকজীবন গঠনে উৎসাহিত হয়। মহাগ্রন্থ আল–কুরআন আমাদের অনৈতিক ও অন্যায় কার্যাবলি থেকে বিরত থাকতে এবং সৎ ও মানবিক জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত করে। আল–কুরআনসহ সকল আসমানি কিতাবে মানুষকে নীতি–নৈতিকতার আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসব গ্রন্থে উন্নত আদর্শ ও সদ্‌গুণাবলির নানা বিষয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। পাশাপাশি যেসব কাজ ও অভ্যাসের দ্বারা নৈতিক জীবনাচরণ লজ্জিত হয় সে সম্পর্কে সতর্ক ও নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। আসমানি কিতাব অনুসরণে জীবন পরিচালনা করলে মানবজীবন নীতি–নৈতিকতামণ্ডিত সুন্দর ও শান্তিময় হয়। সুতরাং বলা যায়, নৈতিক জীবন গঠনে আসমানি কিতাবের ভূমিকা অপরিসীম।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **আশ–শিফা (اَلشِّفَاءُ) শব্দের অর্থ কী?** [স. বো. '১৬]
ক উপদেশ ● নিরাময় গ অনুগ্রহ ঘ সম্মানিত

২. **মুনাফিক চিরকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। কারণ–** [স. বো. '১৬]
● তাওহিদে অবিশ্বাসী ক গায়ে পড়ে ঝগড়াকারী
গ মিথ্যাবাদী ঘ খিয়ানতকারী

৩. **কাদের পুরস্কার অফুরন্ত?** [স. বো. '১৬]
● সৎকর্মশীল ক চরিত্রবান গ জ্ঞানী ঘ বুদ্ধিমান

৪. **পৃথিবীর সকল প্রকার জুলুমের মধ্যে সবচেয়ে বড় কোনটি?** [স. বো. '১৬]
● শিরক ক নিফাক গ কুফর ঘ ফিসক

৫. **আখিরাতের জীবনের প্রথম স্তর হলো–** [স. বো. '১৬]
ক হাশর ● কবর গ কিয়ামত ঘ মৃত্যু

৬. **"নিশ্চয়ই আলৱাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা"–পবিত্র কুরআনের এ আয়াতখানা কোন সূরার অন্তর্গত?** [স. বো. '১৫]
ক সূরা আল–বাকারাহ ● সূরা আলে ইমরান
গ সূরা আন–নিসা ঘ সূরা আল–মায়িদা

৭. কোন সূরায় মহান আল্লাহর একত্ববাদের বর্ণনা রয়েছে? [স. বো. '১৫]
ক সূরা আদ–দুহা খ সূরা আত্–তীন
গ সূরা আল–মাউন ● সূরা আল–ইখলাস

৮. শরীফ সাহেব পবিত্র কুরআনের বাণী নিয়ে উপহাস করেন। তার এ কর্মকাণ্ড কীসের অন্তর্ভুক্ত? [স. বো. '১৫]
● কুফর খ ফিসক গ নিফাক ঘ শিরক

৯. পবিত্র কুরআনে কয়টি সূরা আছে? [স. বো. '১৫]
ক ১১২ খ ১১৩ ● ১১৪ ঘ ১১৫

১০. 'আল–মাজিদ' শব্দের অর্থ কী? [স. বো. '১৫]
ক নিরাময় খ সদুপদেশ ● সম্মানিত ঘ উপদেশ

১১. 'মুনকার ও নাকির ফেরেশতাদ্বয় কবরে কাদেরকে তিনটি প্রশ্ন করবেন? [স. বো. '১৫]
● সকল মানুষ খ ইমানদারগণ গ মুত্তাকিগণ ঘ পাপীগণ

১২. ইসলাম মানবজাতির জন্য আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ– [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
ক রহমত খ বরকত ● নিয়ামত ঘ অনুগ্রহ

১৩. রমিজ মিয়া মদ পান করাকে হালাল মনে করেন। তার এ কাজ কীসের অন্তর্ভুক্ত? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
ক শিরক খ কবিরা গুনাহ ● কুফর ঘ ফাসেকি

১৪. ইসলামি আইনকানুন ও বিধিবিধানকে একত্রে কী বলা হয়? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
ক দীন খ হিদায়াত ● শরিয়ত ঘ আহকাম

১৫. ইমান শব্দটি কোন মূল ধাতু থেকে নির্গত? [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক আমানাতুন ● আমনুন গ আমরবন ঘ আরাফুন

১৬. মানুষের মধ্যে অকৃতজ্ঞতার জন্ম দেয়– [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক শিরক খ নিফাক ● কুফর ঘ গিবত

১৭. সুষ্ঠু জীবন পরিচালনার জন্য বিকল্প নেই কোনটির? [গভ. ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক ইমানের খ পরকালের গ ইবাদতের ● ইসলামের

১৮. ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ঠাট্টা–বিদ্রূপ করা কীসের অন্তর্ভুক্ত? [মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা]
ক নিফাক খ কিযব গ যুলুম ● কুফর

১৯. জাহান্নামে চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে– [ময়মনসিংহ জিলা স্কুল]
● অস্বীকারকারী খ পাপী
গ বেনামাযি ঘ অত্যাচারী

২০. সিরাত অর্থ– [ময়মনসিংহ জিলা স্কুল]
ক সুপারিশ খ কষ্টদায়ক ● পদ্ধতি ঘ কানুন

২১. যেসব কারণে মানুষ জাহান্নামে যাবে তার মধ্যে একটি অন্যতম কারণ– [ময়মনসিংহ জিলা স্কুল]
ক নামায না পড়া খ দান খয়রাত না করা
গ দুনিয়ার জীবনকে অস্বীকার করা ● আখিরাতকে অস্বীকার করা

২২. ইমান ও ইসলামের মধ্যে কেমন সম্পর্ক বিদ্যমান? [খুলনা জিলা স্কুল]
ক ব্যাপক খ অবিচ্ছেদ্য
● ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য ঘ গভীরতম

২৩. 'খাতামুন' শব্দের অন্যতম অর্থ কী? [খুলনা জিলা স্কুল]
ক শেষ খ সমাপ্তি গ পরিসমাপ্তি ● সিলমোহর

২৪. সিরাত কোথায় স্থাপিত হবে? [খুলনা জিলা স্কুল]
● জাহান্নামের ওপর খ মিযানের ওপর
গ আখিরাতে ঘ উদ্যানে

২৫. আকাইদ কোন শব্দের বহুবচন? [বরিশাল জিলা স্কুল]
ক আকদ ● আকিদা গ অকুদ ঘ আকিফুন

২৬. "আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই রয়েছে পথ প্রদর্শক।"– এটি কোন সূরার অনুবাদ? [বরিশাল জিলা স্কুল]
ক সূরা নিসা খ সূরা মায়িদা ● সূরা রাদ ঘ সূরা হাশর

২৭. হযরত শিস (আ)–এর ওপর কয়টি সহিফা নাজিল হয়েছে? [বরিশাল জিলা স্কুল]
ক ১০ খ ৩০ গ ২০ ● ৫০

২৮. ইসলাম শব্দের অর্থ কী? [পাবনা জিলা স্কুল]
ক অনুগত করা ● আত্মসমর্পণ করা
গ শান্তির পথে চলা ঘ উপরে ওঠা

২৯. কখন থেকে আখিরাতের জীবন শুরু হয়? [পাবনা জিলা স্কুল]
ক জন্ম থেকে খ হাশরের ময়দান থেকে
● মৃত্যুর পর থেকে ঘ কবর থেকে

৩০. ইসলামের বিশ্বাসগত দিকের নাম হলো– [বগুড়া জিলা স্কুল]
ক কালিমা ● আকাইদ গ মুফাসসাল ঘ মুজমাল

৩১. ইসলাম কোন ধরনের জীবনব্যবস্থা? [বগুড়া জিলা স্কুল]
ক সংবিপ্ত খ আংশিক ● পূর্ণাঙ্গ ঘ কঠোর

৩২. আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নাম কতটি? [বগুড়া জিলা স্কুল]
ক ৯৮ ● ৯৯ গ ১০০ ঘ ১০১

৩৩. আকাইদ শব্দের অর্থ কী? [নওগাঁ জিলা স্কুল]
● বিশ্বাসমালা খ বিশ্বাস গ ইহসান ঘ ইমান

৩৪. ইসলামের কয়টি দিক রয়েছে? [দিনাজপুর জিলা স্কুল]
ক ১ ● ২ গ ৩ ঘ ৪

৩৫. আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা–এর আরবি প্রতিশব্দ– [পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর]
● আল ইসলাম খ আল ইমান
গ আল সুন্নাহ ঘ আল আলামীন

৩৬. কবরে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে? [সেন্ট জোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা]
ক ইমান, আমল ও আকিদাহ ● রব, দীন, ও রাসুল
গ রব, দীন ও আমল ঘ ইমান, রব ও রাসুল

৩৭. 'আমিই শেষ নবি। আমার পর কোনো নবি নেই।' এটি কোন কিতাবে আছে? [বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]
ক বুখারি ● মুসলিম গ তিরমিযি ঘ আবু দাউদ

৩৮. হতাশা কীসের পরিণতি? [বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]
● কুফরের খ মিথ্যার গ শিরকের ঘ পাপের

৩৯. কোন বিশ্বাসের অভাবে মানুষ হতাশ হয়ে পড়ে? [বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক আকাইদ ● তাকদির গ তাওহিদ ঘ রিসালাত

৪০. মানুষকে সৎকর্মশীল ও নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে– [বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● ইমান খ তাওহিদ গ আখিরাত ঘ নামায

৪১. কিয়ামতের দিন শাফাআত করবে– [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
ক সাধারণ মানুষ খ মনীষী
● কুরআন ও সাওম ঘ যাকাত ও সাদকা

৪২. 'তিনি বিচার দিবসের মালিক' কথাটি কোন সূরার? [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
ক বাকারা ● ফাতিহা গ ইয়াছিন ঘ হাজ্জ

৪৩. তাওহিদ শব্দের অর্থ কী? [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হেলেনাবাদ, রাজশাহী]
ক আনুগত্য খ আত্মসমর্পণ ● একত্ববাদ ঘ বিশ্বাস

৪৪. সামি মানুষের কল্যাণে কাজ করে কিন্তু আখিরাতে বিশ্বাস করে না। সামির বিশ্বাস ইসলামের দৃষ্টিতে– [ব্লু–বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

● কুফর ⓑ শিরক ⓒ নিফাক ⓓ বিদআত

৪৫. কোন দুইটি বিষয়ের সমন্বয়ে আমাদের জীবনকে সার্বিকভাবে গড়ে তুলতে হয়? [ব্লু–বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

ⓐ ইমান ও আমানত ● ইমান ও ইসলাম

ⓒ ইমান ও তাকওয়া ⓓ ইমান ও আহদ

৪৬. দুলাল বলল, আসমানে যে ফেরেশতারা আছেন, তাঁরা আলরাহর আত্মীয়, তার এ উক্তিটি কীসের শামিল? [ব্লু–বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

ⓐ বিদআত ⓑ কুফর ● শিরক ⓓ ছগিরা গুনাহ

৪৭. আখিরাতের জীবন শুরু হয়– [চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

ⓐ কবর থেকে ⓑ কিয়ামত থেকে ● মৃত্যু থেকে ⓓ বারযাখ থেকে

৪৮. ইসলামের সকল শিক্ষা কীসের উপর প্রতিষ্ঠিত? [নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]

ⓐ ইমানের ⓑ ইখলাসের ● তাওহিদের ⓓ তাকওয়ার

৪৯. প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।'– এটি কোন সূরার আয়াত? [নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]

ⓐ সূরা আল–বাকারা ⓑ সূরা আশ–শুরা

● সূরা আলে–ইমরান ⓓ সূরা আত–তাওবা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫০. কুফর বর্জনীয়। কারণ এর মাধ্যমে– [স. বো. '১৬]

i. অনৈতিকতার প্রসার ঘটে

ii. সাময়িক শাস্তি পাওয়া যায়

iii. হতাশার প্রসার ঘটে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ও ii ● i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

৫১. ফাহাদ সাহেবের ধারণা নবুয়তের ধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। ফাহাদ সাহেবের এরূ প ধারণা কোন বিশ্বাসের বিপরীত? [স. বো. '১৫]

i. ইমান ও ইসলামের

ii. খতমে নবুয়তে

iii. ইমান ও রিসালাতের

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ⓑ ii ● i ও ii ⓓ i, ii ও iii

৫২. ইমানের মৌলিক বিষয়গুলো বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে– [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

i. আল–কুরআনে

ii. হাদিসে

iii. ইজমা ও কিয়াসে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

৫৩. জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে– [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

i. সীমালঙ্ঘন করা ii. নফল ইবাদত করা

iii. পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ও ii ● i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

৫৪. জান্নাতের নামসমূহ– [বরিশাল জিলা স্কুল]

i. দারুস সালাম ও সাকার ii. দারুল মাকাম ও দারুল খুলদ

iii. দারুল কারার ও দারুন নাঈম

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ও ii ⓑ i ও iii ● ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

৫৫. প্রত্যেক মুসলমানকে খতমে নবুয়তে বিশ্বাস করতে হবে। কারণ এটি– [সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা]

i. আলরাহর ঘোষণা

ii. মহানবি (স)–এর ঘোষণা

iii. ইমানের অঙ্গ

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫৬. তাওহিদে বিশ্বাসের ফলে যেভাবে উদার দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয়– [ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

i. পৃথিবীর সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা একজন, কাজেই সবাই সবাইকে সমমর্যাদা সম্পন্ন মনে করে

ii. মানুষ যে কোনো সৃষ্টিকে উপাসনার হাত থেকে রক্ষা পায়

iii. মানুষের মধ্যে আত্মমর্যাদা ও আত্মসচেতনতা জেগে ওঠে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫৭. তাকদির শব্দের অর্থ – [পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

i. ভাগ্য ii. নিয়তি

iii. নির্ধারিত পরিমাণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ⓑ ii ⓒ iii ● i, ii ও iii

৫৮. জান্নাতে স্থান পেতে হলে প্রয়োজন– [সেন্ট জোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা]

i. সালাত আদায় করা ii. ধার দেওয়া

iii. কুপ্রবৃত্তি দমন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ⓑ ii ● i ও iii ⓓ ii ও iii

৫৯. আকাইদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে– [ভোলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

i. নবি–রাসুলে বিশ্বাস

ii. পরকাল ও তাকদিরে বিশ্বাস

iii. জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাস

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬০. আলরাহর রহমতে মৃত্যুর ফলে জনাব আসাদ– [ভোলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

i. কবরে সঠিক উত্তরে সমর্থ হবেন

ii. শান্তিময় জীবন লাভ করবেন

iii. ইসলামের জীবন অনুসরণ করবেন

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

৬১. তাওহিদের শিক্ষায় উজ্জীবিত হলে মানুষ মুক্তি পায়– [চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

i. সৃষ্টির দাসত্ব থেকে

ii. পাপাচার থেকে

iii. অসৎকর্ম থেকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের ছকচিত্রটির আলোকে ৬২ ও ৬৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও : [স. বো. '১৬]

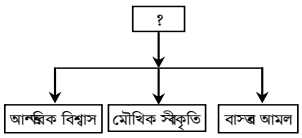

৬২. "?" চিহ্নিত স্থানে কী বসবে?

ক সালাত খ সাওম গ যাকাত ● ইমান

৬৩. ছকচিত্রের মূলবিষয়ের সাথে ইসলামের সম্পর্ক হলো–

i. গাছের মূল ও শাখা–প্রশাখার ন্যায়

ii. দা–এর সাথে কুমড়ার সম্পর্কের মতো

iii. একে অপরের পরিপূরক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii ● i ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৪ ও ৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আওকাত সাহেব মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) কে নিয়ে ঠাট্টা–বিদ্রূপ করেন এবং তাঁর সমালোচনা করেন। [স. বো. '১৫]

৬৪. এরূপ কাজ কার কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?

● কাফির খ যালিম গ মুরতাদ ঘ মুশরিক

৬৫. এমতাবস্থায় আওকাত সাহেবের করণীয়–

i. পুনরায় ইমান আনা

ii. খাঁটি মনে তাওবা করা

iii. অনুশোচনায় দগ্ধ হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৬ ও ৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শিকড়ের সাথে গাছের পত্রপলরবের যেমন সম্পর্ক, ইমানের সাথে ইসলামের তেমন সম্পর্ক। কিন্তু ফাহিম তার পাঠ্যবই থেকে এ বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারেনি। [বগুড়া জিলা স্কুল]

৬৬. ফাহিম বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে হলে–

i. ইমান ও ইসলামের সংজ্ঞা জানতে হবে

ii কোনো বিজ্ঞ আলেমদের কাছে যেতে হবে

iii. নবি–রাসুলের জীবন চরিত পড়তে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬৭. অনুচ্ছেদের আলোকে নিচের যে উদাহরণটি যথার্থ হবে তা হলো–

ক মেঘের সাথে বৃষ্টি ● প্রদীপের সাথে আলো

গ খেতের সাথে মাঠের ঘ কলমের সাথে কালির

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৮ ও ৬৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) সকল নিষ্ঠাবান মুসলিমের মতো আদনান বিশ্বাস করে যে, মুহাম্মদ (স)–এর পরে আর কোনো নবি আসবেন না এবং তার জীবনের পরম আশা জান্নাত লাভ করা। [সাতৰীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

৬৮. আদনান কীসের ওপর বিশ্বাস রাখে?

ক নবুয়ত খ রিসালাত

● খতমে নবুয়ত ঘ নবুয়ত ও রিসালাত

৬৯. পরম আশা পূরণের জন্য অতি সংক্ষিপ্তভাবে আদনান–

i. আল্লাহর সামনে হাজির হবার ভয় রাখবে

ii. কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখবে

iii. দান–সাদকা করবে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭০ ও ৭১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আমেনা মায়ের কথা উপেৰা করে মাজারে গেল এবং নিজের ভবিষ্যৎ কামনায় পীর বাবার দোয়া ভিৰা চাইল। [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হেলেনাবাদ, রাজশাহী]

৭০. আমেনার মাজারে যাওয়া–

i. পাপের কাজ

ii. মায়ের অবাধ্যতা

iii. শিরকের বহিঃপ্রকাশ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৭১. আমেনার পীর বাবার নিকট দোয়া ভিৰা চাওয়া–

ক কুফরি খ নিফাকি ● শিরকি ঘ জঘন্য

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭২ ও ৭৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আদু ভাই সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও পরকালের জবাবদিহিতায় বিশ্বাস করে না। [নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]

৭২. আদু ভাইয়ের মানসিকতা ইসলামের দৃষ্টিতে কিরূপ?

ক শিরক খ ফিসক ● কুফর ঘ নিফাক

৭৩. আদু ভাইয়ের চিন্তা–চেতনায় প্রকাশ পেয়েছে সে–

i. অবাধ্য ii. হতাশ

iii. অকৃতজ্ঞ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ পাঠ-১ : ইসলাম ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ২

At a Glance

- আলরাহ ও রাসুল (স)–এর আনুগত্য করাকে বলে– ইসলাম।
- আলরাহর আদেশ–নিষেধ, বিধিবিধানের সমষ্টি হলো– শরিয়ত।
- শরিয়তের সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ রূপ হলো– ইসলাম।
- মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল কাজকর্মের যথাযথ দিকনির্দেশনা বিদ্যমান– ইসলামে।
- সর্বজনীন ধর্ম হলো– ইসলাম।
- ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা হলো– ইসলাম শিৰা।
- আলরাহ তায়ালার ইবাদত ও আনুগত্য শিখতে পারি– ইসলাম শিৰার মাধ্যমে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭৪. ইসলাম কার আনুগত্যের কথা বলে? (অনুধাবন)

ক কুরআনের খ হাদিসের ● আলরাহর ঘ পিতামাতার

৭৫. বিনাদ্বিধায় আলরাহর আদেশ–নিষেধ মেনে চলাকে কী বলে? (জ্ঞান)

ক ইমান খ ইবাদত ● ইসলাম ঘ তাসাউফ

৭৬. জনাব ফাহাদ বিনাদ্বিধায় মহান আলরাহর যাবতীয় আদেশ–নিষেধ মেনে নিয়ে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন; তাই তাকে বলা হবে– (প্রয়োগ)

ক মুমিন ● মুসলিম গ মুত্তাকি ঘ মুজাহিদ

৭৭. কালিমার পর কীসের স্থান? (জ্ঞান)

ক সাওম ● সালাত গ ইমান ঘ আমল

৭৮. কোনটি ইসলামের রুকন নয়? (জ্ঞান)

ক সাওম খ সালাত ● জিহাদ ঘ যাকাত

৭৯. আলৱাহ তায়ালা বিধিবিধান প্রেরণ করেছেন কেন? (অনুধাবন)
ক রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য খ সমাজ পরিচালনার জন্য
গ হুকুমাত প্রতিষ্ঠার জন্য ● মানবজাতির হিদায়াতের জন্য

৮০. মহান আলৱাহ কীৰূ পে যুগে যুগে আদেশ–নিষেধ প্রেরণ করেছেন? (জ্ঞান)
ক আৰকানৰূ পে খ আইনৰূ পে
● শৰিয়তৰূ পে ঘ আহকামৰূ পে

৮১. জনাব সোহেল সাহেব ইসলামি দিকনির্দেশনা মোতাবেক তার ব্যবসায় পরিচালনা করেন। এর ফলে তার ব্যবসায় কীৰূ প হবে? (উচ্চতর দৰতা)
ক প্রতিযোগিতাময় ● সমৃদ্ধশালী
গ বাজারমূল্য অনুযায়ী ঘ উন্নতি লাভ

৮২. শরিয়তের সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গৰূ প কী? (জ্ঞান)
ক আকাইদ খ ইমান
● ইসলাম ঘ আখলাক

৮৩. ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হবার কারণ কী? (অনুধাবন)
ক কেবল সঠিক ধর্মাচারের বর্ণনা রয়েছে
খ এখানে আছে অমুসলিমদের দমননীতি
গ এটি সর্বশেষ ধর্ম বলে
● এতে রয়েছে জীবনের সকল দিকের আলোচনা

৮৪. ইসলামের বিধায়ক কে? (জ্ঞান)
● আলৱাহ তায়ালা খ রাসুল (স)
গ সকল মানুষ ঘ নবি–রাসুলগণ

৮৫. আলৱাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা কোনটি? (জ্ঞান)
ক ইমান খ দীন ● ইসলাম ঘ ইনসাফ

৮৬. ইসলাম কী? (জ্ঞান)
● জীবনবিধান খ চলার পথ গ সঠিক পথ ঘ সহজ পথ

৮৭. জনাব ইরমান একজন নওমুসলিম। এজন্য তিনি মহান আলৱাহর কী লাভ করবেন? (প্রয়োগ)
● বিশেষ নিয়ামত খ অশেষ করুণা
গ সীমাহীন রহমত ঘ বিশেষ বরকত

৮৮. জনাব বারেক সাহেব ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছেন। এর ফলে তিনি কীসে প্রবেশ করেছেন? (উচ্চতর দৰতা)
ক অসম্পূর্ণ জীবনবিধানে খ অপরিশীলিত জীবনবিধানে
● পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানে ঘ মার্কসীয় জীবনবিধানে

৮৯. কোন ধর্মে সব সমস্যার সমাধান আছে? (জ্ঞান)
ক দীন ● ইসলাম গ ইমান ঘ আকাইদ

৯০. টমাস একজন হতাশাগ্রস্ত মানুষ। সম্প্রতি তিনি ইসলামধর্মে প্রবেশ করেছেন। এর ফলে তিনি খুঁজে পাবেন– (উচ্চতর দৰতা)
ক সকল রোগের ওষুধ খ সকল হারানো সম্মান
● সকল সমস্যার সমাধান ঘ সকল সুযোগ–সুবিধা

৯১. "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম।" আয়াতটি থেকে কী প্রমাণিত হয়? (উচ্চতর দৰতা)
● ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা খ মহানবি (স) সর্বশ্রেষ্ঠ নবি
গ দীন আলৱাহর মনোনীত ঘ ইসলামে সংযোজন–বিয়োজন বাতিল

৯২. ইসলাম ধর্মে কী রয়েছে? (জ্ঞান)
● পূর্ণাঙ্গতা খ আংশিকতা গ সংকীর্ণতা ঘ অস্পষ্টতা

৯৩. আকাইদের বিষয়গুলোর ওপর বিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষ কী করে? (উচ্চতর দৰতা)
ক ইসলামের শিৰা লাভ করে খ ইসলামে প্রবেশ করে
গ ভাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে ● দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করে

৯৪. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা কীসে রয়েছে? (জ্ঞান)
ক আকিদায় ● ইসলামে গ ইমানে ঘ সহিফায়

৯৫. সিলমুন শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক অশান্তি ● শান্তি গ অন্যায় ঘ রহমত

৯৬. ইসলাম কীসের পথে পরিচালিত করে? (অনুধাবন)
ক পরিবর্তনের পথে ● শান্তির পথে
গ অগ্রগতির পথে ঘ পরকালের পথে

৯৭. জনাব নাদিম ইসলামের বিধিবিধানগুলো যথাযথভাবে মেনে চলেন। এর ফলে তিনি কী লাভ করবেন? (উচ্চতর দৰতা)
ক ধনসম্পদ খ সম্মান ● শান্তি ঘ দীর্ঘায়ু

৯৮. জনাব সফিক ইসলামের বিধিবিধানগুলো যথাযথভাবে পালন করে নিজেকে একজন খাঁটি মুসলিমৰূ পে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এর ফলে তিনি লাভ করবেন– (উচ্চতর দৰতা)
● শান্তি খ সম্মান গ সম্পদ ঘ দীর্ঘায়ু

৯৯. ইসলাম ধর্ম– (জ্ঞান)
● সর্বজনীন খ শৌখিন গ বিলাসিতার ঘ আধুনিক

১০০. অধিকাংশ ধর্মের নামকরণ করা হয় কী অনুসারে? (অনুধাবন)
ক আচার–আচরণ অনুযায়ী
খ ধর্মীয় নেতাদের নামানুসারে
● প্রবর্তক, প্রচারক ও অনুসারী কিংবা জাতির নামানুসারে
ঘ বিশেষ ব্যক্তির নামানুসারে

১০১. ইসলাম ধর্মের অন্যতম বৈশষ্ট্য কোনটি? (উচ্চতর দৰতা)
ক সমীবদ্ধতা খ কেন্দ্রীয় প্রবণতা
গ আঞ্চলিকতা ● সর্বজনীনতা

১০২. ইসলাম ধর্মকে কারো নামে নামকরণ করা হয়নি কেন? (অনুধাবন)
ক শান্তির ধর্ম হওয়ায় খ সর্বশেষ ধর্ম হওয়ায়
● সর্বজনীন ধর্ম হওয়ায় ঘ সহনশীলতার ধর্ম হওয়ায়

১০৩. জিহাদ ইসলাম অনুযায়ী তার জীবন পরিচালনা করতে চায়। এৰেত্রে প্রথমে তার কী করতে হবে? (প্রয়োগ)
● ইসলামি জ্ঞান অর্জন করতে হবে
খ পার্থিব লোভলালসা বর্জন করতে হবে
গ কোনো বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হবে
ঘ শিৰকের সেবা করতে হবে

১০৪. মান্নান আলৱাহ ও রাসুলের আনুগত্যের মাধ্যমে শান্তির পথে জীবন পরিচালনা করতে চায়। এজন্য তাকে কীসের জ্ঞান অর্জন করতে হবে? (প্রয়োগ)
ক ইমানের ● ইসলামের গ আমলের ঘ ইহসানের

১০৫. জনাব জামিম অনেক দিন থেকে ইসলাম শিৰা অধ্যয়ন করছেন। এর ফলে তিনি শিখতে পারবেন মহান আলৱাহর– (উচ্চতর দৰতা)
ক কর্তৃত্ব খ ৰমতা
গ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ● ইবাদত

১০৬. জনাব ইমরান একজন উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনকারী। এ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনার জন্য তার প্রয়োজন– (প্রয়োগ)
● ইসলামি শিৰা গ্রহণ খ ইলম গ্রহণ
গ সিদক গ্রহণ ঘ আদল গ্রহণ

১০৭. জামান ইসলাম তথা শরিয়তের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করেছে। এজন্য তার চারিত্রিকতায় সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, ৰমা প্রভৃতি গুণাবলি পরিলৰিত হচ্ছে। এৰেত্রে সে কী লাভ করবে? (উচ্চতর দৰতা)
ক সমাজে প্রশংসা অর্জন করবে
খ পার্থিব উন্নতি লাভ করবে
● দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করবে

ঘ আখিরাতে সফল হবে

১০৮. জনাব ফয়সালের ইসলাম সম্পর্কে জানার গভীর আগ্রহ। তাই তিনি ইসলাম শিৰা অধ্যয়ন করেন এবং মেনে চলেন। এর ফলে তিনি লাভ করবেন– (উচ্চতর দৰতা)

ক দীর্ঘায়ু খ সম্মান গ সম্পদ ● জান্নাত

১০৯. দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও সফলতার দিকনির্দেশনা দেয় কোনটি? (অনুধাবন)

ক পৌরনীতি শিৰা খ আখিরাত ভাবনা
গ রিসালাত ● ইসলাম

১১০. কীভাবে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও সফলতা লাভের দিকনির্দেশনা অর্জন করতে পারি? (অনুধাবন)

ক সালাত আদায়ের মাধ্যমে খ আলৱাহর যিকিরের মাধ্যমে
● ইসলাম শিৰার মাধ্যমে ঘ হজব্রত পালনের মাধ্যমে

১১১. জনাব মিজান সাহেব শান্তি ও সমৃদ্ধিময় জীবন পরিচালনা করতে চান। এর ফলে তাকে কী ধরনের শিৰা গ্রহণ করতে হবে? (প্রয়োগ)

ক সাম্যবাদের শিৰা ● ইসলামি শিৰা
গ পুঁজিবাদী শিৰা ঘ আধুনিক শিৰা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১২. জনি মুসলিম হতে চায়। তাকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে– (প্রয়োগ)

i. আলৱাহ তায়ালার প্রতি
ii. নবি–রাসুলের প্রতি
iii. পরকালের প্রতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১৩. ইসলাম যুগোপযোগী হওয়ার কারণ– (উচ্চতর দৰতা)

i. একত্ববাদের আনুগত্য তৈরি করা
ii. সুবিচার ভিত্তিক সামগ্রিক জীবনাচার কাঠামো তৈরি
iii. ইসলাম গতিশীল সমাজ গঠন ও সংৱৰণ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১৪. ইসলামি জীবন ব্যবস্থার দিক হচ্ছে– (অনুধাবন)

i. বিশ্বাসগত ii. আচরণগত
iii. প্রযুক্তিগত

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৫. ইসলাম অর্থ– (অনুধাবন)

i. ইবাদত করা ii. আনুগত্য করা
iii. আত্মসমর্পণ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৬. ইসলাম শিৰার মাধ্যমে আমরা– (অনুধাবন)

i. আলৱাহর ইবাদত শিখতে পারি ii. আলৱাহর আনুগত্য শিখতে পারি
iii. উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে পারি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১৭. ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলা হয়। কারণ– (অনুধাবন)

i. ইসলাম শান্তির পথে পরিচালনা করে
ii. ইসলাম মানলে ধনী হওয়া যায়
iii. ইসলাম মানলে উভয় জীবন শান্তিময় হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৮. আশিক ইসলামের মূল বিষয়গুলোতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখে এবং ইসলাম অনুসারে জীবন পরিচালনা করে। এজন্য তাকে বলা হবে– (প্রয়োগ)

i. মুমিন ii. মুসলিম
iii. মুফতি

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৯. জনাব আনোয়ার ইসলামি বিধিবিধান মেনে চলেন। এর ফলে তিনি লাভ করবেন– (উচ্চতর দৰতা)

i. দুনিয়াতে শান্তি ii. প্রচুর ধনসম্পদ
iii. আখিরাতে শান্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২০ ও ১২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব মামুন ছোট বেলা থেকে বিদেশে পড়ালেখা করেছেন। তার পরিবারের সদস্যরাও পাশ্চাত্য ধারায় চলতে অভ্যস্ত। সম্প্রতি তিনি ও তার পরিবার ডা. জাকির নায়েকের কিছু বক্তৃতা শুনে ইসলাম সম্পর্কে জানতে বিশেষ আগ্রহী হলেন।

১২০. এমতাবস্থায় জনাব মামুনের করণীয় কী হবে? (প্রয়োগ)

ক ইমান শিৰার খ আকাইদ শিৰার
● ইসলাম শিৰার ঘ বিজ্ঞান শিৰার

১২১. এর ফলে জনাব মামুন শিখতে পারবেন মহান আলৱাহর– (উচ্চতর দৰতা)

i. ইবাদত
ii. আনুগত্য
iii. পরিচয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২২ ও ১২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব রিফাত অসৎ সঙ্গীদের পালৱায় পড়ে চরম অনাচার ও পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। সমাজের কেউ তাকে পছন্দ করে না। আবিদ সাহেব বললেন, তুমি পুরোপুরি ইসলামকে অনুসরণ কর।

১২২. ইসলামকে অনুসরণ করতে হলে জনাব রিফাতকে কীসের শিৰা অর্জন করতে হবে? (প্রয়োগ)

ক নৈতিক শিৰা খ শিষ্টাচার শিৰা
● ইসলাম শিৰা ঘ উদারতা শিৰা

১২৩. এর মাধ্যমে জনাব রিফাত বর্জন করতে পারবেন– (উচ্চতর দৰতা)

i. লোভ–হিংসা ও মিথ্যাচার
ii. অহংকার ও পরনিন্দা
iii. সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২৪ ও ১২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব সুলায়মান আলৱাহ তায়ালার প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন। তিনি ইসলামের বিধিবিধান মেনে চলেন।

১২৪. জনাব সুলায়মানকে কী বলা হয়? (প্রয়োগ)

ক মুত্তাকি খ মুহসিন গ মুজাহিদ ● মুসলিম

১২৫. এরূ প বিশ্বাস ও কর্মের ফলে তিনি লাভ করবেন– (উচ্চতর দৰতা)

i. দুনিয়াতে শান্তি
ii. আখিরাতে শান্তি
iii. প্রচুর ধনসম্পদ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-২ : ইমান ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৪

At a Glance

- শরিয়তের বিধিবিধান অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি এবং তদনুযায়ী আমল করাকে বলে– ইমান।
- ইমানের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীকে বলে– মুমিন।
- ইমান ও ইসলাম দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ– পরিভাষা।
- অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান– ইমান ও ইসলামের মধ্যে।
- যে দুটি বিষয়ের একটিকে ছাড়া অন্যটি কল্পনা করা যায় না তা হলো– ইমান ও ইসলাম।
- ইমান যদি গাছের শিকড় হয় তাহলে শাখা–প্রশাখা হলো– ইসলাম।
- ইমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস।
- আল্লাহর মনোনীত বান্দা ছিলেন– নবি–রাসুলগণ।
- আখিরাতের জীবন– চিরস্থায়ী।
- মানুষের তাকদিরের নিয়ন্ত্রক– আল্লাহতায়ালা।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২৬. কয়টি কাজের সমষ্টির নাম ইমান? (অনুধাবন)
ⓚ দুই ● তিন ⓖ চার ⓘ পাঁচ

১২৭. আল্লাহ, ফেরেশতা, রাসুল, আখিরাত ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বাস করাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ⓚ ইসলাম ⓚ তাকওয়া ● ইমান ⓘ ইহসান

১২৮. কোনটি ইসলাম ধর্মের প্রথম স্তম্ভ? (জ্ঞান)
ⓚ যাকাত ⓚ সাওম ● ইমান ⓘ সালাত

১২৯. ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি কোথায় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে? (অনুধাবন)
ⓚ ইসলামের ইতিহাসে ⓚ কুরআন ও কিয়াসে
ⓖ বিদায় হজের ভাষণে ● কুরআন ও হাদিসে

১৩০. নাজিম সাহেব আল্লাহ, রাসুল, ফেরেশতা ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। এজন্য তাকে কী বলা হবে? (প্রয়োগ)
● মুমিন ⓚ মুসলিম ⓖ মুত্তাকি ⓘ মুহসিন

১৩১. ইমানের সাথে কার ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান? (জ্ঞান)
ⓚ মুমিনের ⓚ ইমামের ⓖ আলিমের ● ইসলামের

১৩২. ইমান ও ইসলামের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কেন? (অনুধাবন)
● এদের একটি ব্যতীত অন্যটি কল্পনা করা যায় না
ⓚ ইমান অন্তরের বিষয় হওয়ায়
ⓖ ইসলাম বাহ্যিক নিদর্শন হওয়ায়
ⓘ ইমান গ্রহণ করতে হয় বলে

১৩৩. ইমান মানুষের মধ্যে কেমন প্রভাব সৃষ্টি করে? (অনুধাবন)
ⓚ মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলে
ⓚ মানুষকে মানব কল্যাণে উৎসাহিত করে
ⓖ মানুষকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে
● মানুষকে আল্লাহ ও রাসুল (স)–এর প্রতি বিশ্বাসী করে

১৩৪. ইমানের বহিঃপ্রকাশ কোনটি? (জ্ঞান)
ⓚ ইহসান ⓚ ইনসাফ ⓖ সালাত ● ইসলাম

১৩৫. সালাত, যাকাত, হজ ইত্যাদি হচ্ছে ইসলামের– (অনুধাবন)
ⓚ আত্মিক দিক ● বাহ্যিক দিক
ⓖ আংশিক দিক ⓘ আভ্যন্তরিন দিক

১৩৬. সালাত, যাকাত, হজ ইত্যাদি বিষয় পালন করাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ⓚ ইমান ● ইসলাম ⓖ ইহসান ⓘ তাকওয়া

১৩৭. জনাব আরমান ইমানের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, কিন্তু সালাত, যাকাত, হজ ইত্যাদি বাহ্যিক বিষয়গুলো পালন থেকে বিরত থাকেন। মূলত তিনি কী বর্জন করেছেন? (প্রয়োগ)
ⓚ তাকওয়া ● ইসলাম ⓖ আকিদা ⓘ ইহসান

১৩৮. ইমান ও ইসলামের নিয়মনীতি স্বীয় জীবনে বাস্তবায়ন করে কোথায় সফল হওয়া যাবে? (অনুধাবন)
ⓚ ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ● দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে
ⓖ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ⓘ ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক জীবনে

১৩৯. শফির দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে চায়। এজন্য তাকে পরিপূর্ণভাবে স্বীয় জীবনে কোনটি বাস্তবায়ন করতে হবে? (প্রয়োগ)
ⓚ আকাইদ ও আখলাক ● ইমান ও ইসলাম
ⓖ ইমান ও আখলাক ⓘ ইমান ও আদল

১৪০. কোন দুইটি বিষয়ের সমন্বয়ে আমাদের জীবনকে সার্বিকভাবে গড়ে তুলতে হয়? (প্রয়োগ)
ⓚ ইমান ও আমানত ● ইমান ও ইসলাম
ⓖ ইমান ও তাকাওয়া ⓘ ইমান ও আহদ

১৪১. জনাব জাহিন ইহকাল ও পরকালে সফলতা লাভ করতে চান। এজন্য তাকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে– (প্রয়োগ)
ⓚ ইমান ও তাকওয়া ⓚ ইসলাম ও আদল
ⓖ ইমান ও আখলাক ● ইমান ও ইসলাম

১৪২. ইমানের মৌলিক বিষয় কয়টি? (জ্ঞান)
ⓚ ৫ ⓚ ৬ ● ৭ ⓘ ৮

১৪৩. ইমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় কোনটি? (জ্ঞান)
ⓚ মুহাম্মদ (স)–এর প্রতি বিশ্বাস ● আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস
ⓖ আল–কুরআনের প্রতি বিশ্বাস ⓘ আখিরাতে বিশ্বাস

১৪৪. ফেরেশতাগণ কীসের তৈরি? (জ্ঞান)
ⓚ আগুনের ⓚ মাটির ● নুরের ⓘ বাতাসের

১৪৫. ফেরেশতাদের প্রতি আমাদের ইমান আনতে হবে কেন? (অনুধাবন)
● এটি ইমানের অঙ্গ বলে
ⓚ ফেরেশতাগণ অত্যন্ত সম্মানিত বলে
ⓖ ফেরেশতারা নুরের তৈরি বলে
ⓘ তাঁরা সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকেন বলে

১৪৬. জনাব হাকিম আল্লাহর কিতাবে বিশ্বাস করেছেন অতঃপর পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি কী জানতে পারবেন? (প্রয়োগ)
● সকল বিধিবিধান ⓚ সকল রাষ্ট্রের ইতিহাস
ⓖ হাশরের নির্দিষ্ট সময় ⓘ কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময়

১৪৭. আসমানি কিতাব কতখানা? (জ্ঞান)
ⓚ ১০০ ● ১০৪ ⓖ ১০৫ ⓘ ১১০

১৪৮. আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে নবি–রাসুল প্রেরণ করেছেন কেন? (অনুধাবন)
ⓚ আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য
● মানবজাতির হিদায়াতের জন্য
ⓖ আল্লাহর ইবাদত করার জন্য
ⓘ আল্লাহর মহিমা প্রকাশের জন্য

১৪৯. আওয়াম সাহেব ইমান ও ইসলাম উভয়টিকেই পরিপূর্ণভাবে স্বীয় জীবনে বাস্তবায়ন করেন এবং সৎকাজ করে থাকেন। এর ফলে তিনি কী লাভ করবেন? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ জাহান্নাম ● জান্নাত ⓖ ধনসম্পদ ⓘ খ্যাতি

১৫০. জুয়েলের ধারণা দুনিয়ার জীবনই শেষ, আখিরাত বলে কিছু নেই। আর এজন্য সে বিভিন্ন অসৎকাজে লিপ্ত থাকে। তার স্থান কোথায় হবে? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক জান্নাতে ● জাহান্নামে গ কবরে ঘ আরাফে

১৫১. কোনটি ইসলামের ব্যবহারিক দিকের উদাহরণ নয়? (অনুধাবন)

ক ওয়াদা পালন খ ন্যায়বিচার
গ সালাত আদায় ● তাকদিরে বিশ্বাস

১৫২. মানুষ তার ভাগ্য ফেরানোর জন্য চেষ্টা করবে এবং ফলাফলের জন্য কী করবে? (অনুধাবন)

ক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে ● আলল্লাহর ওপর নির্ভর করবে
গ নিজের ওপর আস্থা রাখবে ঘ আলল্লাহর নিকট দোয়া করবে

১৫৩. জহির কোনো কাজ করে সফল না হলেও হতাশ হয় না আবার সফল হলে খুশিতে আত্মহারা না হয়ে শুকরিয়া আদায় করে। তার ক্ষেত্রে শরিয়তের রায় কী? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক সে একজন ওলিয়ে কামেল
● সে একজন পূর্ণাঙ্গ মুমিন
গ সে একজন তকদিরে বিশ্বাসী ব্যক্তি
ঘ তার ব্যাপারে আলল্লাহই ভালো জানেন

১৫৪. মানুষ যদি চেষ্টা করে ভাগ্য ফেরাতে পারে তাহলে তার কী করা উচিত? (অনুধাবন)

ক চেষ্টা অব্যাহত রাখা খ আনন্দে আত্মহারা হওয়া
গ আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠা ● আলল্লাহর শোকর করা

১৫৫. মানবজীবন কয়ভাগে বিভক্ত? (জ্ঞান)

● দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ

১৫৬. মৃত্যুর পর আমাদেরকে জীবিত করবেন কে? (জ্ঞান)

ক নবি–রাসুল খ ফেরেশতা ● আলল্লাহ ঘ জিবরাইল

১৫৭. জনাব ফুয়াদ আখিরাতে বিশ্বাস করেন না। এজন্য তিনি কোনো সৎকর্মও করেন না। তার স্থান কোথায় হবে? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক কবরে খ হাশরে ● জাহান্নামে ঘ জান্নাতে

১৫৮. কুরআন, হাদিস দিয়ে প্রমাণ দেওয়ার পরও আকমল মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না। এক্ষেত্রে তাকে কী বলা যাবে? (প্রয়োগ)

● কাফির খ মুশরিক গ মুনাফিক ঘ মুজাবজাবিন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫৯. জনাব আফিফ তাকদিরে বিশ্বাস করেন না। তার এরূপ অবিশ্বাস ইসলামে বিবেচিত হবে– (প্রয়োগ)

i. কুফররূপে ii. অবিশ্বাসরূপে
iii. অংশীদাররূপে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬০. ইমান হলো– (অনুধাবন)

i. ইসলামের মূল বিষয়ে আন্তরিক বিশ্বাস
ii. ইসলামের মূল বিষয়ে মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া
iii. ইসলামের মূল বিষয়ে বিশ্বাস ও স্বীকৃতি অনুযায়ী আমল করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৬১. ইমান অর্থ– (অনুধাবন)

i. বিশ্বাস করা
ii. আনুগত্য করা
iii. স্বীকৃতি দেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬২. ইসলামি পরিভাষায় ইমান হলো– (অনুধাবন)

i. শরিয়তের বিধিবিধান অন্তরে বিশ্বাস করা
ii. মুখে স্বীকার করা এবং তদনুযায়ী আমল করা
iii. আলল্লাহ ও রাসুলের (স) আনুগত্য করা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৩. ইমান মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে– (অনুধাবন)

i. আলল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও অনুরাগ
ii. পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালোবাসা
iii. আলল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের বাসনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৬৪. আতাহার সাহেব ইমানের মৌলিক বিষয়গুলোতে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখেন এবং ইসলামের বিধিবিধান পালন করেন। এর ফলে তিনি লাভ করবেন– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. আলল্লাহর সন্তুষ্টি
ii. প্রচুর ধনসম্পদ
iii. পরকালীন মুক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৫. পূর্ণ মুমিন হওয়ার জন্য প্রয়োজন ইসলামের মূল বিষয়ের প্রতি– (অনুধাবন)

i. অন্তরে বিশ্বাস ii. মৌখিক স্বীকৃতি
iii. তদনুযায়ী আমল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৬৬ ও ১৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জুমআর খুতবায় মাওলানা জামাল হোসাইন বললেন, শরিয়তের যাবতীয় বিধিবিধান অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং তদনুযায়ী আমল করা আমাদের সকলের কর্তব্য।

১৬৬. মাওলানা জামাল হোসাইনের খুতবায় কোন বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে? (প্রয়োগ)

ক ইহসান ● ইমান গ ইসলাম ঘ দীন

১৬৭. মাওলানা জামাল হোসাইনের আলোচনা অনুযায়ী সবার উচিত– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. পরিপূর্ণভাবে ইমান আনা
ii. দুনিয়ায় ধনসম্পদ লাভ করা
iii. আমল করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-৩ : মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের গুরুত্ব ➡

At a Glance

বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৬

- যেসব বিষয় মানুষের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি হওয়ার যোগ্য তাই– মানবিক মূল্যবোধ।
- আশরাফুল মাখলুকাত হলো– মানুষ।
- মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে– ইমান।
- মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথে পরিচালনা করে– ইমান।
- সর্বদা মানবিকতা ও নৈতিকতার ধারক হয়– মুমিন ব্যক্তি।
- অন্যায়, অত্যাচার ও অনৈতিক কার্যকলাপ– ইমানের বিপরীত।
- কুফর, নিফাক, শিরক ইত্যাদি ইমানের– সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

- মানুষকে দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহির ব্যাপারে সতর্ক করে– ইমান।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৬৮. মানবিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
● মানুষের বৈশিষ্ট্য ⓚ মানুষের আচার
ⓖ মানুষের ব্যবসা ⓘ মানুষের জীবনযাপন

১৬৯. যেসব কর্মকাণ্ড, চিন্তা–চেতনা মানুষ ও মানব সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাকে কী বলা হয়? (অনুধাবন)
ⓚ রাজনৈতিক মূল্যবোধ ● মানবিক মূল্যবোধ
ⓖ সামাজিক মূল্যবোধ ⓘ অর্থনৈতিক মূল্যবোধ

১৭০. আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব কারা? (জ্ঞান)
● মানুষ ⓚ ফেরেশতা ⓖ জিন ⓘ নবি–রাসুল

১৭১. মানবিক মূল্যবোধ রক্ষা করা যায় কীভাবে? (অনুধাবন)
ⓚ মানুষের সাথে ভালো আচরণের মাধ্যমে
● উত্তম গুণাবলি ও আদর্শ অনুশীলনের মাধ্যমে
ⓖ পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের মাধ্যমে
ⓘ সামাজিক রীতিনীতি অনুসরণের মাধ্যমে

১৭২. জাফরান পৃথিবীর অন্য কোনো সৃষ্টির সামনে মাথা নত ও আত্মসমর্পণ করে না। এর প্রকৃত কারণ কী? (প্রয়োগ)
ⓚ সে ক্ষমতাশালী হওয়ায় কাউকে ভয় পায় না বলে
ⓚ তাকে সরকারিভাবে নিরাপত্তা দেওয়া হয় বলে
● সে কালিমায় বিশ্বাসী একজন মুমিন ব্যক্তি হওয়ায়
ⓘ এটা তার ব্যক্তিগত স্বভাব হওয়ায়

১৭৩. কালিমায়ে তায়্যিবায় বিশ্বাসী মানুষ যেকোনো সৃষ্টির সামনে– (অনুধাবন)
● মস্তক উন্নত রাখে ⓚ ইমান প্রকাশ করে
ⓖ সভ্যতা বজায় রাখে ⓘ শালীনতা বজায় রাখে

১৭৪. জনাব হান্নান একজন তাওহিদপন্থি মানুষ। তিনি কোনো সৃষ্টির সামনে মাথা নত করেন না। এর ফলাফল কী হবে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ তার ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাবে ● তার মর্যাদা সমুন্নত হবে
ⓖ তার অবস্থান দৃঢ় হবে ⓘ তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে

১৭৫. কুফর, নিফাক, শিরক ইত্যাদি কীসের পরিপন্থী? (জ্ঞান)
ⓚ তাকদিরের ⓚ আখিরাতের
● ইমানের ⓘ ইহসানের

১৭৬. আফিজ সর্বদা মিথ্যা কথা বলে, সুদ–ঘুষকে বৈধ মনে করে। তার এরূ প কর্মকাণ্ড কীসের পরিপন্থী? (প্রয়োগ)
ⓚ নিফাকের ⓚ কুফরের
ⓖ শিরকের ● ইমানের

১৭৭. মানুষকে নৈতিক মূল্যবোধে কী উদ্বুদ্ধ করে? (জ্ঞান)
ⓚ ইসলাম ● ইমান ⓖ দীন ⓘ তাওহিদ

১৭৮. মুমিন ব্যক্তির সব ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
● তার মনে জবাবদিহির ভয় থাকে
ⓚ সে মৃত্যুকে চরমভাবে ভয় করে
ⓖ তার সম্মান ও মর্যাদাহানির ভয় থাকে
ⓘ তার সামাজিক নেতৃত্ব হারানোর ভয় থাকে

১৭৯. মুমিন ব্যক্তি সব ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে কেন? (অনুধাবন)
ⓚ সমাজের লোকের নিকট জবাবদিহিতার ভয়ে
● আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার ভয়ে
ⓖ মানসম্মান ও মর্যাদাহানির ভয়ে
ⓘ রাষ্ট্রের আইন ও শাস্তির ভয়ে

১৮০. ইসলামের মৌলিক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনকারীকে কী বলে? (জ্ঞান)
ⓚ মুসলিম ⓚ মুসলিম
● মুমিন ⓘ মুহসিন

১৮১. কোন ব্যক্তি সর্বদাই মানবিকতা ও নৈতিকতার ধারক হয়? (অনুধাবন)
ⓚ মুত্তাকি ব্যক্তি ⓚ সুফি ব্যক্তি
ⓖ মুসলিম ব্যক্তি ● মুমিন ব্যক্তি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৮২. জনাব ইয়াসিন সাহেব নিয়মিত নামায পড়েন, রোযা রাখেন এবং যাকাত আদায় করেন। এর দ্বারা তিনি পালন করেছেন– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ইসলামের আচরণগত দিক
ii. ইসলামের প্রায়োগিক দিক
iii. ইসলামের বিশ্বাসগত দিক
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৮৩. জনাব হারুন একজন পরিপূর্ণ মুমিন। তার এ ইমান তাকে সতর্ক করবে– (প্রয়োগ)
i. দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে
ii. জবাবদিহির বিষয়ে
iii. সহমর্মিতার ব্যাপারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৮৪. জনাব ইউসুফ ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোতে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে মুমিন হয়ে উঠেছেন। এর ফলে তিনি– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. উত্তম আদর্শ অনুশীলন করবেন ii. আল্লাহর নির্দেশের অনুসারী হবেন
iii. অনৈতিকতা থেকে বিরত থাকবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৮৫. ইসলামি জীবন দর্শনের অপরিহার্য বিষয় হলো– (অনুধাবন)
i. আখিরাত ii. নবুয়ত
iii. রিসালাত
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৮৬. ইমান মানুষকে পরিচালনা করে– (অনুধাবন)
i. সত্য পথে ii. গণতন্ত্রের পথে
iii. সুন্দরের পথে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৮৭. উসমান একজন মুমিন ব্যক্তি। তাই ইমান তাকে সতর্ক করে– (প্রয়োগ)
i. দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে ii. রাস্তা পারাপারের ব্যাপারে
iii. জবাবদিহির ব্যাপারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৮৮ ও ১৮৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব আমিন অহংকারী। সকল ৰেত্রে তিনি নিজের মতামত চাপিয়ে দিতে চান। ফলে সর্বত্র অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। তার বড় ভাই বললেন, তুমি ইসলামকে পুরোপুরি অনুসরণ কর।

১৮৮. ইসলাম অনুসরণের কারণে জনাব আমিনের জীবন পরিচালিত হবে– (প্রয়োগ)

ক হাসি ও আনন্দে খ সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে
● সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে ঘ সচ্ছলভাবে

১৮৯. এর ফলে জনাব আমিন প্রশান্তি লাভ করবেন– (উচ্চতর দৰতা)

i. ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে
ii. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে
iii. অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৯০ ও ১৯১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রতন আলরাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে। সে মিথ্যা, প্রতারণা ও নানাবিধ অনৈতিক কাজে জড়িত। কোনো সমস্যায় পড়লে সে আলরাহর নিকট প্রার্থনা করে না।

১৯০. রতনের কর্মকাণ্ড কীসের পরিপন্থী? (প্রয়োগ)

ক কুফর খ নিফাক ● ইমান ঘ ইহসান

১৯১. এরূ প কর্মকাণ্ডের ফলে রতনের– (উচ্চতর দৰতা)

i. মানবিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হবে ii. পরকালে রয়েছে জাহান্নাম
iii. মর্যাদা সমুন্নত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-৪ : তাওহিদ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৮

At a Glance

- আলরাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার করে নেওয়াকে বলে– তাওহিদ।
- তাওহিদের মূল কথা হলো– আলরাহ এক।
- কোনো ব্যক্তি ইমান ও ইসলামে প্রবেশ করতে পারে না– তাওহিদ ব্যতীত।
- ইসলামের যাবতীয় শিৰা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠিত– তাওহিদের ওপর।
- সকল নবি–রাসুল দাওয়াত দিয়েছেন– তাওহিদের।
- মানুষকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ করে দেয়– তাওহিদ।
- মানুষকে আত্মসচেতন ও আত্মমর্যাদাবান করে– তাওহিদে বিশ্বাস।
- মানবসমাজে এক্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে– তাওহিদ।
- তাওহিদে বিশ্বাস ব্যতীত কেউ প্রবেশ করতে পারবে না– জান্নাতে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৯২. শরিয়তের পরিভাষায় তাওহিদ বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)

ক আলরাহ ও রাসুল (স)–এর প্রতি বিশ্বাস করা
● আলরাহকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার করা
গ আলরাহর নির্দেশ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা
ঘ ইসলামের বিধান মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা

১৯৩. প্রশংসা ও ইবাদতের একমাত্র মালিক কে? (জ্ঞান)

ক মহানবি (স) খ জিবরাইল (আ)
● আলরাহ তায়ালা ঘ ওলিগণ

১৯৪. 'লাইছা কামিসলিহি শাইয়্যুন'–এর অর্থ কী? (জ্ঞান)

ক তাওহিদ ইসলামের মূল খ ইসলাম আলরাহর মনোনীত দীন
গ আখিরাতের জীবন আসল জীবন ● কোনো কিছুই তার সদৃশ নয়

১৯৫. শরাফত স্যার ক্লাসে বলেন যে, এটিই ইমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয়। কোনটি? (প্রয়োগ)

ক রিসালাত খ তাকওয়া গ বারযাখ ● তাওহিদ

১৯৬. ইমানের সর্বপ্রধান বিষয় কী? (জ্ঞান)

ক ইসলামে বিশ্বাস খ আখিরাতে বিশ্বাস
● তাওহিদে বিশ্বাস ঘ রিসালাতে বিশ্বাস

১৯৭. ইসলামের সকল শিৰা কীসের ওপর প্রতিষ্ঠিত? (জ্ঞান)

ক ইমানের ● তাওহিদের গ রিসালাতের ঘ আখিরাতের

১৯৮. নবি–রাসুলগণের দীনের মৌলিক কাঠামো কী ছিল? (অনুধান)

ক রিসালাতের বার্তা খ আখিরাতের জীবন
● তাওহিদের প্রচার ঘ কবরের আযাব

১৯৯. নবি–রাসুলগণ আজীবন সংগ্রাম করেছিলেন কেন? (অনুধাবন)

ক রাষ্ট্রীয় ৰমতা দখল করার জন্য
● তাওহিদের শিৰা প্রতিষ্ঠা করার জন্য
গ দুনিয়ায় সুখ–শান্তি উপভোগ করার জন্য
ঘ সালাত প্রতিষ্ঠা করার জন্য

২০০. তাওহিদের শিৰা প্রতিষ্ঠার জন্য নবি–রাসুলগণ আজীবন কী করেছেন? (জ্ঞান)

ক গৃহ ত্যাগ করেছেন খ শিৰা দিয়েছেন
● সংগ্রাম করেছেন ঘ দেশে দেশে ঘুরেছেন

২০১. তাওহিদের শিৰা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কে অগ্নিকুণ্ডে নিৰিপ্ত হয়েছিলেন? (জ্ঞান)

ক হযরত মুহাম্মদ (স) ● হযরত ইবরাহিম (আ)
গ হযরত মুসা (আ) ঘ হযরত নূহ (আ)

২০২. হযরত ইবরাহিম (আ) অগ্নিকুণ্ডে নিৰিপ্ত হয়েছিলেন কেন? (অনুধাবন)

ক নমরূদের সাথে বিরোধিতার জন্য ● তাওহিদের শিৰা প্রতিষ্ঠার জন্য
গ রাষ্ট্রীয় বিধান অমান্যের জন্য ঘ অমার্জনীয় অপরাধ করার জন্য

২০৩. আমাদের প্রিয়নবি (স) মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করেন কেন? (অনুধাবন)

ক মদিনা শহর পছন্দনীয় ছিল এজন্য
● তাওহিদের শিৰা প্রতিষ্ঠা করার জন্য
গ কাফিরদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য
ঘ মক্কাবাসীদের উচিত শিৰা দেয়ার জন্য

২০৪. মহানবি (স) কোথায় হিজরত করেন? (জ্ঞান)

ক সিরিয়ায় খ ইরাকে ● মদিনায় ঘ মক্কায়

২০৫. মহানবি (স) তাঁর মক্কীজীবনে কীসের কথা বেশি প্রচার করেছেন? (উচ্চতর দৰতা)

ক তাওহিদ খ আখিরাত
গ রিসালাত ● তাওহিদ ও আখিরাত

২০৬. একজন তাওহিদবাদী কার ওপর নির্ভরশীল হয়? (জ্ঞান)

ক রাসুল (স)–এর ● আলরাহর
গ পীর সাহেবের ঘ মানুষের

২০৭. কোন বিশ্বাসের কারণে মানুষ সত্যকে স্বীকার করে নেয়? (অনুধাবন)

● তাওহিদে বিশ্বাস খ পরকালে বিশ্বাস
গ ইমানে বিশ্বাস ঘ আখলাকে বিশ্বাস

২০৮. কোন বিশ্বাস মানুষের আত্মসচেতনতা ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলে? (অনুধাবন)

ক কিতাবে বিশ্বাস খ রিসালাতে বিশ্বাস
গ আখিরাতে বিশ্বাস ● তাওহিদে বিশ্বাস

২০৯. আওসাফ অত্যন্ত আত্মসচেতন ও আত্মমর্যাদাবান লোক। কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে আলরাহ ছাড়া সে কারো কাছে হাত পাতে না। তার এরূ প মনোভাবের কারণ কী? (প্রয়োগ)

ক দাম্ভিকতার বহিঃপ্রকাশ খ ব্যক্তিগত সৎস্বভাব
গ অধিক লজ্জাশীলতা ● তাওহিদে বিশ্বাস

২১০. আশরাফুল মাখলুকাত কারা? (জ্ঞান)

ক ফেরেশতা খ জিন ● মানুষ ঘ পশুপাখি

২১১. ইকরাম সাহেব তাওহিদে বিশ্বাসী ব্যক্তি। তার মধ্যে কীসের চেতনা জাগ্রত হয়? (প্রয়োগ)

ক অনৈক্যের ● ঐক্যের গ জাতীয়তার ঘ সর্বজনীনতার

২১২. তাওহিদে বিশ্বাসের ফলে মানুষের মধ্যে কিরূ প দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয়? (উচ্চতর দৰতা)

ক উত্তম খ নিরপেৰ গ মহৎ ● উদার

২১৩. জনাব আমির আলরাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী। তিনি আলরাহ ছাড়া কারও কাছে মাথানত করেন না। এর ফলে তিনি কী লাভ করবেন? (উচ্চতর দৰতা)

● পরকালীন সফলতা খ প্রচুর ধনসম্পদ

গ সামাজিক মর্যাদা ঘ মহানবি (স)–এর শাফাআত

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২১৪. জনাব বাতেন নিয়মিত ইবাদত করেন সেই সাথে আলরাহর একত্ববাদেও বিশ্বাস করেন। এতে প্রমাণিত হয় তিনি একজন– (উচ্চতর দৰতা)

i. কৃতজ্ঞ মানুষ ii. বিশ্বাসী মানুষ

iii. পরোপকারী মানুষ

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১৫. মালেক কক্সবাজারে গিয়ে সমুদ্রের অপার সৌন্দর্য দেখে মন্তব্য করেন যে, কী অপরূ প মহান আলরাহর সৃষ্টি। এটি কোন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে? (প্রয়োগ)

i. তাওহিদ ii. রিসালাত

iii. আখিরাত

নিচের কোনটি সঠিক?

● i খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১৬. জনাব লতিফ কখনই আলরাহ ছাড়া কারও কাছে মাথানত করেন না। এর ফলে তিনি পরিণত হবেন একজন– (উচ্চতর দৰতা)

i. সফল মানুষে ii. জ্ঞানী ব্যক্তিত্বে

iii. ধনী মানুষে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i খ ii গ iii ঘ i ও ii

২১৭. জনাব শওকত নিজেকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মনে করেন। এজন্য তার উন্নত হওয়া উচিত– (উচ্চতর দৰতা)

i. চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ii. শিৰা ও গবেষণা

iii. প্রচারণা ও কৌশল

নিচের কোনটি সঠিক?

● i খ ii গ iii ঘ i ও ii

২১৮. মহান আলরাহর করৰণা ও ৰমা প্রাপ্তির জন্য করা উচিত– (উচ্চতর দৰতা)

i. আলরাহর একত্ববাদের উপর দৃঢ় বিশ্বাস

ii. আলরাহর আদেশগুলো পালন করা

iii. আন্তরিকভাবে তওবা করে ইমানের বিপরীত কিছু না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২১৯. তাওহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য নবি–রাসুলগণ– (অনুধাবন)

i. প্রয়োজনে হিজরত করেছেন ii. দুঃখকষ্ট স্বীকার করেছেন

iii. বাদশাহী জীবনযাপন করেছেন

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২০. তাওহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য নবিগণ সহ্য করেছেন– (অনুধাবন)

i. নির্যাতন ii. তিরস্কার

iii. অনাচার

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২১. তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে– (অনুধাবন)

i. আত্মসচেতন করে ii. অসহিষ্ণু করে

iii. আত্মমর্যাদাবান করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২২. জনাব খায়ের আলরাহকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা ও ইবাদতের যোগ্য একমাত্র সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করেন। এর ফলে তিনি লাভ করেন– (উচ্চতর দৰতা)

i. মর্যাদা ii. ধনসম্পদ

iii. সফলতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২২৩ ও ২২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব ইরফান মহান আলরাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করেন। ফলে তিনি কখনো কোনো সৃষ্টির নিকট মাথানত করেন না।

২২৩. এরূ প বিশ্বাস জনাব ইরফানকে করে তুলবে– (প্রয়োগ)

i. আত্মমর্যাদাবান ii. সৎ ও চরিত্রবান

iii. ন্যায় ও নীতিবান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২২৪. এরূ প বিশ্বাসের ফলে জনাব ইরফানের জন্য উন্মুক্ত হবে– (উচ্চতর দৰতা)

i. মুক্তি ও সফলতার দ্বার

ii. সম্পদ ও সম্মানের দ্বার

iii. জান্নাত লাভের দ্বার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২২৫ ও ২২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব রায়হান আলরাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করেন। তিনি সকল প্রয়োজনে একমাত্র আলরাহর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি কখনো কোনো সৃষ্টির নিকট মাথানত করেন না।

২২৫. জনাব রায়হানের বিশ্বাস ও কর্মে কোনটির প্রতিফলন ঘটেছে? (প্রয়োগ)

ক রিসালাতের খ আখিরাতের গ তাকদিরের ● তাওহিদের

২২৬. এরূ প বিশ্বাস ও কর্মের ফলে জনাব রায়হান হবেন– (উচ্চতর দৰতা)

i. আত্মমর্যাদাবান ii. সচ্চরিত্রবান

iii. নীতিবান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ পাঠ-৫ : আল্লাহ তায়ালার পরিচয় ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৯

At a Glance

- বিশ্বজগতের অধিপতি ও মালিক– মহান আলরাহ তায়ালা।
- মহান আলরাহর তুলনাহীন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়– 'আলরাহ' শব্দের মধ্যে।
- পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই তুলনা নেই– 'আলরাহ' শব্দের।

- একবচন ও বহুবচন নেই– 'আলরাহ' শব্দের।
- যিনি কারো মুখাপেৰী নন, অথচ সব সৃষ্টি তার মুখাপেৰী, তিনি হলেন– মহান আলরাহ।
- স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্ত্বা হলেন– মহান আলরাহ।
- সর্বগুণে গুণান্বিত– মহান আলরাহ।
- রহমান, রহিম, জাব্বার প্রভৃতি গুণবাচক নাম– মহান আলরাহর।
- ইবাদতের একমাত্র যোগ্য সত্ত্বা– মহান আলরাহ।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২২৭. এ বিশ্বজগতের অধিপতি কে? (জ্ঞান)
ক ফেরেশতারা খ মহানবি (স)
গ হযরত আদম (আ) ● আলরাহ

২২৮. কে তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে একক ও অদ্বিতীয়? (জ্ঞান)
● আলরাহ খ মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)
গ হযরত ইবরাহিম (আ) ঘ হযরত আদম (আ)

২২৯. وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ আয়াতটির অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি
● তাঁর সমতুল্য কেউ নেই
গ তিনি জন্মগ্রহণ করেননি এবং জন্ম দেননি
ঘ সকলেই আলরাহর মুখাপেৰী

২৩০. জনাব কালাম আলরাহকে এক ও অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে মেনে একমাত্র তাঁরই উদ্দেশে ইবাদত করে থাকেন। তাঁর মধ্যে কোন বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটেছে? (প্রয়োগ)
ক ইসলাম ● তাওহিদ গ রিসালাত ঘ ইমান

২৩১. সকলেই কার মুখাপেৰী? (জ্ঞান)
ক মহানবি (স)–এর খ জিবরাইল (আ)–এর
● আলরাহর ঘ বাদশাহর

২৩২. 'তিনি কাউকে জন্ম দেননি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? (অনুধাবন)
● আলরাহর কোনো সন্তান নেই খ আলরাহর কোনো স্ত্রী নেই
গ আলরাহর কোনো পিতা নেই ঘ আলরাহর কোনো পরিবার নেই

২৩৩. 'তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি' বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
ক আলরাহর কোনো স্ত্রী নেই ● আলরাহর কোনো পিতা নেই
গ আলরাহর কোনো সন্তান নেই ঘ আলরাহর কোনো ভাই নেই

২৩৪. কার সমতুল্য কেউ নেই? (জ্ঞান)
ক পৃথিবীর ● মহান আলরাহর
গ ফেরেশতার ঘ মহানবি (স)–এর

২৩৫. 'আলরাহ অনাদি অনন্ত' বলতে কী বোঝায়? (উচ্চতর দৰতা)
ক তাঁর শুরৰ আছে, শেষ নেই খ তাঁর শেষ আছে, শুরৰ নেই
● তাঁর শুরৰ নেই, শেষও নেই ঘ তাঁর শুরৰ আছে, শেষও আছে

২৩৬. তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই গোপন এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। এখানে কার কথা বলা হয়েছে? (প্রয়োগ)
● মহান আলরাহ তায়ালার খ মহানবি (স)–এর
গ হযরত জিবরাইল (আ)–এর ঘ প্রত্যেক জাতির স্রষ্টার

২৩৭. সকল গুণের আধার কে? (জ্ঞান)
● আলরাহ খ হযরত মুহাম্মদ (স)
গ ফেরেশতা ঘ জিন

২৩৮. কার মধ্যে সকল গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান? (জ্ঞান)
● আলরাহর খ নবির গ ফেরেশতার ঘ মহামানবের

২৩৯. জাব্বার তার বন্ধুদের কাছে বলেন যে, পৃথিবী আপনা–আপনিতেই সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরনের কথার কারণে পরকালে জাব্বারের স্থান হবে কোথায়? (উচ্চতর দৰতা)
● জাহান্নামে খ জান্নাতে গ দারুস সালামে ঘ চির শান্তিতে

২৪০. বিশ্বজগতের পরিচালনার দিকে তাকালে আমরা কী দেখতে পাব? (প্রয়োগ)
● আলরাহর সৃষ্টি রহস্য খ আলরাহর সৌন্দর্য
গ আলরাহর মহানুভবতা ঘ আলরাহর একত্ববাদ

২৪১. সকল সৃষ্টিই রিযিকের জন্য কার মুখাপেৰী? (জ্ঞান)
ক কর্মের খ ভাগ্যের গ পরিশ্রমের ● আলরাহর

২৪২. সকল কিছুই মহান আলরাহর পরিচালনায় সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। একথা জাহিদ বিশ্বাস করলেও জয় বিশ্বাস করে না। এরূ প বিশ্বাসের ফলে জয়ের পরকালীন পরিণতি কী হবে? (উচ্চতর দৰতা)
ক জান্নাতুল ফিরদাউস খ আরাফ
● জাহান্নাম ঘ আলরাহর সন্তুষ্টি

২৪৩. সুন্দর ও পবিত্র নামসমূহ কার জন্য নির্ধারিত? (জ্ঞান)
● মহান আলরাহর খ মহানবি (স)–এর
গ হযরত আদম (আ)–এর ঘ ফেরেশতার

২৪৪. 'রহিম' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক ৰমাশীল ● পরম করুণাময় গ অত্যাচারী ঘ সুশোভিত

২৪৫. 'জাব্বার' শব্দের অর্থ কোনটি? (জ্ঞান)
ক পরাক্রমশালী খ নিষ্ঠুর গ ৰমাশীল ● প্রবল

২৪৬. 'গাফফার' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক সর্বদ্রষ্টা ● অতি ৰমাশীল গ মহারৰক ঘ শান্তিদাতা

২৪৭. 'বাসির' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক সর্বশ্রোতা ● সর্বদ্রষ্টা গ মহান ঘ মহারৰক

২৪৮. 'সামিউ' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক প্রবল ● সর্বশ্রোতা গ সর্বদ্রষ্টা ঘ অতি ৰমাশীল

২৪৯. 'আলিউ' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক সর্বশ্রোতা ● মহান গ মহারৰক ঘ সর্বদ্রষ্টা

২৫০. জনাব কবির হোসেন নিয়মিত সালাত আদায় করেন। পাশাপাশি জনৈক পীর সাহেবকে ইবাদতযোগ্য মনে করে তাকে সিজদা করেন। এর ফলে তার স্থান কোথায় হবে? (উচ্চতর দৰতা)
ক জান্নাত ● জাহান্নাম গ আরাফ ঘ বারযাখ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৫১. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ আয়াতটিতে মহান আলরাহ খণ্ডন করেছেন– (অনুধাবন)
i. নাস্তিকের ধারণা ii. অংশীদারের ধারণা
iii. কুফরের ধারণা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● ii গ iii ঘ i ও ii

২৫২. জনাব আরিফুল মহান আলরাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং এর দাবি অনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করেন। এর ফলে তিনি হবেন– (উচ্চতর দৰতা)
i. সুশিৰিত ii. সুশাসক
iii. সচ্চরিত্রবান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ● iii ঘ i ও ii

২৫৩. 'আলরাহ' শব্দের– (অনুধাবন)
i. কোনো হুবহু প্রতিশব্দ নেই ii. কোনো বহুবচন নেই
iii. পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ নেই

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫৪. আলরাহ তায়ালা মুক্ত– (অনুধাবন)

i. পানাহার থেকে

ii. নিন্দ্রা থেকে

iii. বংশবৃদ্ধি থেকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫৫. কোনো স্ত্রীলিঙ্গ নেই– (অনুধাবন)

i. আলরাহ শব্দের

ii. হামিম শব্দের

iii. হিযার শব্দের

নিচের কোনটি সঠিক?

● i খ ii গ iii ঘ i ও iii

২৫৬. আলরাহর পরিচালনায় সকল কিছুই পরিচালিত হচ্ছে– (অনুধাবন)

i. সুন্দরভাবে

ii. বিশৃঙ্খলভাবে

iii. সুশৃঙ্খলভাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫৭. আলরাহ তায়ালা তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে– (অনুধাবন)

i. একক

ii. সমতুল

iii. অদ্বিতীয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫৮. জনাব কাসেমের এক কর্মচারী তার ব্যবসায়িক ৰতি সাধন করলেও তাকে ৰমা করে দেন। তার মধ্যে আলরাহর যে গুণের প্রতিফলন ঘটেছে তা হলো– (প্রয়োগ)

i. রহিম ii. জব্বার

iii. গাফফার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii ● iii ঘ ii ও iii

২৫৯. জনাব আলী আলরাহ তায়ালাকে একক ও অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করেন। এর ফলে তিনি লাভ করবেন– (উচ্চতর দৰতা)

i. পরকালীন সফলতা

ii. ধনসম্পদ

iii. আলরাহর সন্তুষ্টি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৬০ ও ২৬১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব ইউসুফ আলরাহর পরিচয়, ৰমতা, পরকাল, মুমিনদের সফলতা ও এর কারণ, পাপাচারী রাজা ও জাতিসমূহের শোচনীয় পরিণতি ও এর কারণ ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক।

২৬০. এজন্য জনাব ইউসুফকে অধ্যয়ন করতে হবে– (প্রয়োগ)

i. আসমানি কিতাব

ii. পবিত্র কুরআন

iii. রাসুলগণের জীবনী

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬১. এসব কিছু জানার ফলে জনাব ইউসুফ– (উচ্চতর দৰতা)

i. অন্যায় থেকে বিরত থাকবেন

ii. সৎকাজে উৎসাহী হবেন

iii. দীর্ঘায়ু লাভে ব্রতী হবেন

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-৬ : কুফর ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১০

At a Glance

- কুফর শব্দের আভিধানিক অর্থ– অস্বীকার করা।
- আলরাহর মনোনীত দীন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটি অস্বীকার করাকে বলে– কুফর।
- ইমানের বিপরীত হলো– কুফর।
- যে কুফরে লিপ্ত হয় তাকে বলে– কাফির।
- হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল মনে করা– কুফর।
- ইচ্ছাকৃতভাবে কাফিরদের অনুকরণ করা– কুফর।
- ইসলামের কোনো গুরৰত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করা– কুফর।
- দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি ভোগ করবে– কাফির।
- মানুষের মধ্যে অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতার জন্ম দেয়– কুফর।
- দুনিয়ার জীবনই প্রধান– কাফিরের নিকট।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৬২. 'কুফর' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)

ক অংশীদারিত্ব খ বাদ দেওয়া ● অস্বীকার করা ঘ বিশ্বাস করা

২৬৩. কুফরের বিপরীত কী? (জ্ঞান)

ক তাওহিদ ● ইমান গ ইসলাম ঘ আহদ

২৬৪. কাফির অর্থ কী? (জ্ঞান)

ক ভণ্ডামি ● অবিশ্বাসী গ প্রতারক ঘ মিথ্যাবাদী

২৬৫. তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে কয়টি কারণে কুফর প্রমাণিত হয়? (উচ্চতর দৰতা)

ক ৩ খ ৪ গ ৬ ● ৮

২৬৬. আলরাহ তায়ালার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করাকে কী বলে? (জ্ঞান)

ক শিরক ● কুফর গ ফিসক ঘ কিযব

২৬৭. ইচ্ছাকৃতভাবে কাফিরদের অণুকরণ করা কী? (অনুধাবন)

ক শিরক ● কুফর গ নিফাক ঘ জুলুম

২৬৮. আলরাহ তায়ালার গুণাবলি অস্বীকার করা কী? (জ্ঞান)

ক শিরক ● কুফর গ নিফাক ঘ ফিসক

২৬৯. ইমানের মৌলিক সাতটি বিষয়ে অবিশ্বাস করা কী? (জ্ঞান)

● কুফর খ শিরক গ ফিসক ঘ নিফাক

২৭০. ইমাদ মহানবি (স) কে নবি বলে স্বীকার করে কিন্তু খ্রিষ্টানদের নবি হওয়ার কারণে ঈসা (আ)কে স্বীকার করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে সে একজন– (প্রয়োগ)

● কাফির খ মুশরিক গ ফাসিক ঘ মুনাফিক

২৭১. নাজমুল নবি–রাসুলগণকে নিষ্পাপ হিসেবে স্বীকার করেন না। তাঁর এরূ প ধারণা কীসের অন্তর্ভুক্ত? (প্রয়োগ)

● কুফরের খ শিরফের গ নিফাকের ঘ জুলুমের

২৭২. আফিক সালাত আদায় করেন, কিন্তু যাকাত দিতে অস্বীকার করেন। তার ধারণা যাকাত দিলে সম্পদ কমে যায়। আফিকের এরূ প ধারণাকে বলা হয়– (প্রয়োগ)

ক কিযব খ ফিসক গ নিফাক ● কুফর

২৭৩. কেউ সালাত অস্বীকার করলে কী হয়ে যায়? (অনুধাবন)

● কাফির ⓖ মুশরিক ⓖ মুনাফিক ⓖ ফাসিক

২৭৪. আহাদ সাহেব প্রচুর ধনসম্পদের মালিক। তিনি নিয়মিত সালাত আদায় ও সাওম পালন করলেও যাকাত দিতে অস্বীকার করেন। ইসলামের দৃষ্টিতে তিনি কী? (প্রয়োগ)

ⓚ মুনাফিক ● কাফির ⓖ মুসলিম ⓖ মুশরিক

২৭৫. জনাব আতহার ইসলামের বিধান পালন করলেও হজ করতে অস্বীকার করেন। তার এরূ প অস্বীকারের ফলে তিনি কী হিসেবে বিবেচিত হবেন? (উচ্চতর দৰতা)

● কাফির ⓖ অংশীবাদী ⓖ প্রতারক ⓖ পাপী

২৭৬. হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল মনে করা কী? (জ্ঞান)

ⓚ নিফাক ⓖ ফিসক ● কুফর ⓖ শিরক

২৭৭. জনাব উমর নিয়মিত সালাত আদায় করেন। আবার ঘুষকে হালাল মনে করেন। বাস্তবে নামাযি হলেও প্রকৃত অর্থে তাকে কী বলা যাবে? (প্রয়োগ)

ⓚ পাপাচারী ⓖ মিথ্যাবাদী ● কাফির ⓖ মুশরিক

২৭৮. জুবায়ের সাহেব একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি কাজের বিনিময়ে ঘুষ গ্রহণ এবং কবরের আযাব অস্বীকার করে থাকেন। তার এ কর্মকাণ্ডে কী প্রকাশ পেয়েছে? (প্রয়োগ)

ⓚ নিফাক ⓖ শিরক ● কুফর ⓖ ফিসক

২৭৯. জনাব সাইদুল সুদ ব্যবসায়ী। এটাকে তিনি বৈধ মনে করেন। জনাব সাইদুলের এরূ প বৈধ মনে করা কী? (প্রয়োগ)

● কুফর ⓖ শিরক ⓖ কিযব ⓖ ফিসক

২৮০. আলৱাহদ্রোহী হিসেবে গণ্য করা হয় কাকে? (জ্ঞান)

● কাফিরকে ⓖ মুশরিককে ⓖ মুনাফিককে ⓖ ফাসিককে

২৮১. কাফির ব্যক্তি নানারকম অসৎ ও অশৱীল কাজে জড়িয়ে পড়ে কেন? (অনুধাবন)

ⓚ সমাজে পাপাচার বৃদ্ধি করার জন্য

ⓖ সমাজে প্রভাব বিস্তার করার জন্য

ⓖ সমাজে সুনাম অর্জন করার জন্য

● ধনসম্পদ ও আরাম–আয়েশের লোভে

২৮২. কাফির ব্যক্তি যেকোনো ব্যর্থতায় চরম হতাশ হয়ে পড়ে কেন? (অনুধাবন)

ⓚ অশৱীল কাজে জড়িত থাকায় ● তাকদিরে বিশ্বাস না থাকায়

ⓖ শারীরিকভাবে দুর্বল থাকায় ⓖ মানসিক ভারসাম্য না থাকায়

২৮৩. কাফির ব্যক্তি নৈতিকতার গুরবত্ব উপলব্ধি করতে পারে না কেন? (অনুধাবন)

ⓚ নৈতিকতা সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকায়

● আখিরাত, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাস না থাকায়

ⓖ নানারকম অসৎ ও অশৱীল কাজে জড়িত থাকায়

ⓖ উপলব্ধি করার মতো কোনো মেধা না থাকায়

২৮৪. কাফিরদের পরিণামস্থল কোথায়? (জ্ঞান)

ⓚ জান্নাত ⓖ কবর ● জাহান্নাম ⓖ হাশর

২৮৫. জনাব মাহমুদ নিয়মিত মদপান করেন। এটাকে তিনি হালাল মনে করেন। এর ফলে তার কোথায় স্থান হবে? (উচ্চতর দৰতা)

ⓚ হাশরে ⓖ বারযাখে ⓖ আরাফে ● জাহান্নামে

২৮৬. জাহান্নামে চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে কে? (জ্ঞান)

● অস্বীকারকারী ⓖ পাপী ⓖ মিথ্যাবাদী ⓖ অত্যাচারী

২৮৭. "যারা কুফরি করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।" এটি কোন সুরার আয়াত? (প্রয়োগ)

● সূরা আল–বাকারা ⓖ সুরা আল–হাদিদ

ⓖ সূরা আল–ইখলাস ⓖ সূরা আল–আম্বিয়া

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৮৮. মি. রিয়াজ মুশরিকদের এক অনুষ্ঠানে গিয়ে কপালে তিলক পরেন। তার এরূ প ইচ্ছাকৃত তিলক পরা– (প্রয়োগ)

i. কুফর ii. শিরক iii. নিফাক

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ⓖ ii ⓖ iii ⓖ i ও ii

২৮৯. মফিজ এক আলোচনায় তার বন্ধুদের বলেন যে, আলৱাহ নেই। এর ফলে তিনি পরিগণিত হয়েছেন– (প্রয়োগ)

i. কাফির হিসেবে ii. ফাসিক হিসেবে

iii. অবিশ্বাসকারী হিসেবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৯০. মি. রাশেদ ইউরোপে বাস করেন। সেখানে ধর্মহীনতার প্রভাবে তিনি আলৱাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। এর ফলে তিনি জড়িয়ে পড়বেন– (উচ্চতর দৰতা)

i. অসৎকাজে ii. পাপাচারে

iii. অশৱীলতায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৯১. কাফিরের ৰেত্রে প্রযোজ্য হলো– (অনুধাবন)

i. ব্যর্থতা ও হতাশা

ii. জাহান্নামে অবস্থান

iii. দুনিয়ার ৰমতা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৯২. কাফিরের বৈশিষ্ট্য হলো– (অনুধাবন)

i. অকৃতজ্ঞ থাকে ii. দুনিয়ায় ধনী থাকে

iii. আলৱাহকে অস্বীকার করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৯৩. কাফিররা– (অনুধাবন)

i. আলৱাহকে অস্বীকার করে ii. আলৱাহর গুণাবলি অস্বীকার করে

iii. সালাত আদায় করে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৯৪. কুফর হচ্ছে– (অনুধাবন)

i. হালালকে হারাম মনে করা ii. হালালকে হালাল মনে করা

iii. হারামকে হালাল মনে করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৯৫. ইমরল ধনসম্পদ ও আরাম–আয়েশের লোভে বিভিন্ন অন্যায় ও অশৱীল কাজ করে থাকে। মদ, জুয়া, সুদ, ঘুষ ইত্যাদিকে সে বৈধ মনে করে। এ ধরনের বিশ্বাস ও কর্মের ফলে সে– (উচ্চতর দৰতা)

i. জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে ii. সামাজিক মর্যাদা লাভ করবে

iii. আলৱাহর অসন্তুষ্টি অর্জন করবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৯৬ ও ২৯৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জিহাদ এসএসসি পরীৰায় বৃত্তি না পেয়ে চরমভাবে হতাশ হয়ে পড়েছে। তাকে সালাত পড়ে ধৈর্যধারণ করতে বললে সে বলে এত পড়ালেখা করে বৃত্তি পেলাম না সালাত পড়ে লাভ কী?

২৯৬. জিহাদের আচরণে কী প্রকাশ পেয়েছে? (প্রয়োগ)

ক শিরক ● কুফর গ অবাধ্যতা ঘ অবিশ্বাস

২৯৭. জিহাদ বিশ্বাস করে না– (উচ্চতর দৰতা)

i. তাওহিদ ii. তাকদির

iii. সালাত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ● ii গ iiii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৯৮ ও ২৯৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

লিমন নিজে ইসলামের বিধিবিধান পালন করে না, বরং সে ইসলামের বিভিন্ন গুরবত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ঠাট্টা–বিদ্রূপ করে।

২৯৮. এরূপ আচরণের কারণে লিমন কী হিসেবে বিবেচিত হবে? (প্রয়োগ)

ক মুশরিক খ মুনাফিক ● কাফির ঘ ফাসিক

২৯৯. লিমনের এরূপ আচরণের পরিণতি হচ্ছে– (উচ্চতর দৰতা)

i. অনিবার্য ধ্বংস ii. আলৱাহর অসন্তুষ্টি

iii. জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ পাঠ-৭ : শিরক ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১২

At a Glance

- শিরক শব্দের অর্থ– অংশীদার সাব্যস্ত করা।
- কাউকে মহান আলৱাহর সমতুল্য মনে করা– শিরক।
- যে ব্যক্তি শিরক করে তাকে বলে– মুশরিক।
- আলৱাহর সাথে শিরক হতে পারে– চার ধরনের।
- ঈসা (আ) কে আলৱাহর পুত্র মনে করা– শিরক।
- আলৱাহ ব্যতীত কাউকে সিজদাহ করা– শিরক।
- পৃথিবীর সকল জুলুমের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো– শিরক।
- আলৱাহ তায়ালা মুশরিকদের প্রতি– অসন্তুষ্ট।
- মুশরিকদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে– পরকালে।
- ৰমার অযোগ্য অপরাধ– শিরক।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩০০. শিরক শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)

ক একত্রিত করা খ গোপন করা

● অংশীদার সাব্যস্ত করা ঘ অস্বীকার করা

৩০১. শিরক বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)

ক কাউকে আলৱাহর অনুগত মনে করা

খ কাউকে আলৱাহর অধীন মনে করা

● কাউকে আলৱাহর সমতুল্য মনে করা

ঘ কাউকে আলৱাহর মুখাপেৰী মনে করা

৩০২. যে ব্যক্তি শিরক করে তাকে কী বলা হয়? (অনুধাবন)

ক মুনাফিক ● মুশরিক গ কাফির ঘ ফাসিক

৩০৩. চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নৰত্র সবই নিজ নিজ কৰপথে ঘুরছে। এতে প্রমাণিত হয়– (উচ্চতর দৰতা)

ক প্রকৃতিতে অমোঘ শৃঙ্খলা নেই

খ এ সমুদয়ের সৃষ্টিকর্তা অন্য কেহ

● আলৱাহ এক ও অদ্বিতীয়

ঘ প্রকৃতির সবকিছু আলৱাহর নিয়ন্ত্রণাধীন নয়

৩০৪. কোনো কিছুই কার সদৃশ নয়? (জ্ঞান)

● আলৱাহর খ নবির

গ ফেরেশতার ঘ আসমানের

৩০৫. শিরক মারাত্মক অপরাধ, কারণ এটি– (উচ্চতর দৰতা)

ক আলৱাহকে অবিশ্বাস ও রিসালাত অমান্য করে

খ আলৱাহর একত্ববাদকে আংশিক অবিশ্বাস করে

● ইবাদতের ৰেত্রে অন্য কাউকে আলৱাহর সমতুল্য মনে করে

ঘ আলৱাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে

৩০৬. সবচেয়ে বড় গুনাহ কী? (অনুধাবন)

ক কুফর খ নিফাক গ মদ খাওয়া ● শিরক

৩০৭. আলৱাহ তায়ালার সাথে কয় ধরনের শিরক হতে পারে? (জ্ঞান)

ক দুই খ তিন ● চার ঘ পাঁচ

৩০৮. আলৱাহ তায়ালার পাশাপাশি অন্য কাউকে সৃষ্টিকর্তা বা রিযিকদাতা মনে করা কী? (জ্ঞান)

ক কুফর খ নিফাক গ ফিসক ● শিরক

৩০৯. বৃদ্ধ ধনু মিয়া বাজারে যাওয়ার সময় হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। মাটি থেকে উঠতে উঠতে বলে শরীরের শক্তিই আমাকে বাঁচিয়েছে। তার এরূপ কথায় কোনটি প্রকাশ পেয়েছে? (প্রয়োগ)

ক মনের কষ্ট খ কুফর ● শিরক ঘ সচেতনতা

৩১০. শরিফ মনে করে, এ বিশ্বজগৎ পরিচালনা করে থাকে ফেরেশতাগণ। তার এরূপ ধারণার কারণে তাকে কী বলা যায়? (প্রয়োগ)

ক কাফির ● মুশরিক গ মুনাফিক ঘ ফাসিক

৩১১. মোজাম্মেল সন্তান লাভের আশায় এক পীর বাবার পায়ে সিজদা করে এবং তার নামে পশু জবেহ করে। তার এ কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে কী? (প্রয়োগ)

● শিরক খ কুফর গ নিফাক ঘ ফিসক

৩১২. আলৱাহ ব্যতীত কারও নামে পশু যবেহ করা কী? (অনুধাবন)

ক কুফরি ● শিরক গ মুনাফিকি ঘ সাওয়াব

৩১৩. আলৱাহ শিরকের অপরাধ ৰমা করেন না কেন? (অনুধাবন)

ক শিরক অপরাধ বলে ● শিরক চরম জুলুম বলে

গ শিরক চরম অবিশ্বাস বলে ঘ শিরক চরম পাপ বলে।

৩১৪. 'নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম'–এটি কার বাণী? (জ্ঞান)

● আলৱাহ তায়ালার খ হযরত মুহাম্মদ (স)–এর

গ হযরত ইবরাহিম (আ)–এর ঘ হযরত আলি (রা)–এর

৩১৫. জনাব আহাদ শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। তার মধ্যে বিকাশ ঘটবে– (প্রয়োগ)

● অসৎ কার্যাবলির খ জুলুম ও মিথ্যার

গ অহিতকর কাজের ঘ অন্যায় ও অত্যাচারের

৩১৬. আলৱাহ পরকালে মূর্তিপূজারীদের শাস্তি দিবেন কেন? (অনুধাবন)

● তারা আলৱাহর সাথে শিরককারী খ তারা মুসলমান না হওয়ায়

গ তারা সালাত আদায় না করায় ঘ তারা পরকালে অবিশ্বাসী হওয়ায়

৩১৭. কাদের জন্য জান্নাত হারাম? (অনুধাবন)

ক যে সালাত আদায় করে না খ যে মিথ্যা কথা বলে

গ যে প্রতারণা করে ● যে আলৱাহর সাথে শিরক করে

৩১৮. জনাব আকিজ বটবৃৰের গোড়ায় সিজদাহ করেন। তার এরূপ কর্মকাণ্ডের পরিণতি কী? (উচ্চতর দৰতা)

ক সম্মানহানী খ আয়ুহ্রাস ● জাহান্নাম ঘ আরাফ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩১৯. মুশরিক ব্যক্তি মাথানত করে– (অনুধাবন)

i. জড় পদার্থের নিকট ii. দেব–দেবীর নিকট

iii. প্রতিমার নিকট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩২০. ইসলামি পরিভাষায় মহান আলৱাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তার সমকৰ মনে করাকে বলে– (অনুধাবন)

i. শিরক ii. নিফাক

iii. একাধিক উপাস্যে বিশ্বাস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩২১. আমরা শিরক করা থেকে বিরত থাকব। কারণ– (প্রয়োগ)

i. এটি ৰমার অযোগ্য অপরাধ ii. এটি জঘন্যতম পাপ কাজ

iii. এটি সর্বশ্রেষ্ঠ জুলুম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩২২. জনাব মিজান সাহেব ফেরেশতাদের জগৎ পরিচালনাকারী হিসেবে মনে করেন। এর ফলে পরকালে তার পরিণতি হবে– (উচ্চতর দৰতা)

i. জাহান্নাম ii. হাবিয়া

iii. হুতামাহ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩২৩. সোহেল সাহেব সর্বদা তার সাথে একটি তাবিজ রাখেন এবং বলেন এটি আমাকে সকল বিপদাপদ থেকে রৰা করবে। তার এরূ প বিশ্বাস– (প্রয়োগ)

i. অমার্জনীয় পাপ ii. জঘন্য অপরাধ

iii. চরম জুলুম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩২৪. ভুলক্রমে আলৱাহর সাথে শিরক করলে– (অনুধাবন)

i. পুনরায় ইমান আনতে হবে

ii. তাওবা করতে হবে

iii. এরূ প পাপ যেন আর না হয় শপথ করতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩২৫. শিরক সংঘটিত হয়– (অনুধাবন)

i. আলৱাহর গুণাবলিতে কাউকে শরিক করলে

ii. কাউকে আলৱাহর সমকৰ মনে করলে

iii. রাসুলের নবুয়তে অবিশ্বাস করলে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩২৬. মুশরিকের অনেক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো– (অনুধাবন)

i. সে মনে করে আলৱাহ অনেক

ii. আলৱাহর সমতুল্য আরও আছে

iii. আলৱাহ তায়ালা একক সত্তার অধিকারী

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩২৭. মশিউর পীরকে রিযিকদাতা মনে করে মাজারে সিজদা করে। এর মাধ্যমে সে শিরক করেছে– (প্রয়োগ)

i. আলৱাহর গুণাবলিতে

ii. আলৱাহর মূল সত্তায়

iii. আলৱাহর অস্তিত্বে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

৩২৮. জনাব কামরৱল পীরকে খুশি করার জন্য তার নামে পশু জবেহ করেন। তার এরূ প কাজের কুফল হচ্ছে– (উচ্চতর দৰতা)

i. আলৱাহর অসন্তুষ্টি

ii. ধনসম্পদ হ্রাস

iii. জান্নাত হারাম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩২৯ ও ৩৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব জাহান ইসলামের বিধানগুলো পালন করেন, সেই সাথে তিনি তার পীর সাহেবকেও ইবাদতযোগ্য মনে করে তাকে সিজদা করেন।

৩২৯. এরূ প বিশ্বাসের কারণে জনাব জাহান বহির্ভূত হবেন– (প্রয়োগ)

i. ইমান থেকে

ii. ইসলাম থেকে

iii. রিসালাত থেকে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩০. এর ফলে তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে– (উচ্চতর দৰতা)

i. মুক্তির পথ

ii. সফলতার দ্বার

iii. জাহান্নাম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii ● iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৩১ ও ৩৩২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব আরিফ মিরপুর মাজারে সেজদার জন্য যেতে চান। একথা জানতে পেরে সহকর্মী আঃ সাত্তার তাকে বাধা দেন।

৩৩১. আঃ সাত্তার জনাব আরিফকে বাধা দিয়ে কী করেছেন? (প্রয়োগ)

ক কুফর থেকে বাঁচিয়েছেন ● ইমানি দায়িত্ব পালন করেছেন

গ মাজারের মর্যাদা বুণ্ন করেছেন ঘ নিফাক থেকে বাঁচিয়েছেন

৩৩২. জনাব আরিফের এরূ প কর্ম– (উচ্চতর দৰতা)

i. তাওবার অযোগ্য

ii. মানবতার অবমাননা

iii. অমার্জনীয় অপরাধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৩৩ ও ৩৩৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আয়মন মায়ের কথা উপেৰা করে ভণ্ড পীরের দরবারে গেল এবং নিজের ভবিষ্যৎ কামনায় ভণ্ড পীর বাবাকে সিজদা করল।

৩৩৩. আয়মনের ভণ্ড পীর বাবার কাছে যাওয়া– (উচ্চতর দৰতা)

i. পাপের কাজ

ii. মায়ের অবাধ্যতার শামিল হওয়া

iii. শিরকের বহিঃপ্রকাশ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৩৪. আয়মনের ভণ্ড পীর বাবাকে সিজদা করা– (প্রয়োগ)

ক কুফর খ নিফাক ● শিরক ঘ গুনাহ

➲ পাঠ-৮ : নিফাক ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১৩

At a Glance

- ভণ্ডামি, কপটতা, দ্বিমুখীভাব, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা ইত্যাদি– নিফাকের আভিধানিক অর্থ।
- অন্তরে কুফর ও অবাধ্যতা গোপন করে মুখে ইসলাম স্বীকার করা– নিফাক।
- যে নিফাক করে তাকে বলে– মুনাফিক।
- অন্তরের দিক থেকে কাফির হলো– মুনাফিকরা।
- মুনাফিকের চিহ্ন– তিনটি।
- নিফাক একটি মারাত্মক– পাপ।
- মানুষের চরিত্র ও নৈতিকতা ধ্বংস করে দেয়– নিফাক।
- মুনাফিকরা নিঃসন্দেহে– মিথ্যাবাদী।
- ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য খুবই ৰতিকর– মুনাফিকরা।
- জাহান্নামের সর্বশেষ স্তরে থাকবে– মুনাফিক।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৩৫. নিফাক শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক অবিশ্বাস খ গোপন করা
● ভণ্ডামি ঘ আনুগত্য

৩৩৬. যে দ্বিমুখীভাব পোষণ করে তার ভেতরে কী রয়েছে? (জ্ঞান)
● নিফাক খ শিরক গ কুফর ঘ ফিসক

৩৩৭. মুনাফিকরা কাফির কেন? (অনুধাবন)
ক কাফিরদের বন্ধু বলে
খ কাফিরদের সহযোগী বলে
গ বাহ্যিক ভালো স্বভাবের বলে
● অন্তরে অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা লুকিয়ে রাখে বলে

৩৩৮. অন্তরে কুফর ও অবাধ্যতা গোপন করে মুখে ইসলামকে স্বীকার করার নাম কী? (জ্ঞান)
● নিফাক খ কুফর গ শিরক ঘ তাওহিদ

৩৩৯. কোনটি মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য নয়? (অনুধাবন)
● ইসলাম স্বীকার করে এবং মেনে চলে
খ আংশিক মানে
গ কিছু মানে কিছু মানে না
ঘ ইসলামবিদ্বেষী মনোভাব পোষণকারী

৩৪০. মুনাফিকরা অন্তরের দিক দিয়ে কাফির কেন? (অনুধাবন)
● ইসলামকে অস্বীকার করার কারণে
খ মুসলমানদের অবিশ্বাস করার কারণে
গ মুসলমানদের সাথে না মেশার কারণে
ঘ ইসলামকে স্বীকার করার কারণে

৩৪১. মাহফুজ বন্ধুদের সাথে সবসময় মিথ্যা কথা বলে। এরূ প কাজের জন্য তাকে কী বলা হবে? (প্রয়োগ)
ক কাফির ● মুনাফিক
গ ফাসিক ঘ মুশরিক

৩৪২. ওয়াদা ভঙ্গ করা কার আলামত? (জ্ঞান)
ক মুমিন খ মুশরিক ● মুনাফিক ঘ কাফির

৩৪৩. মুরাদ তার বন্ধু মুয়িদের কাছে কিছু টাকা আমানত রাখে। কিন্তু পরবর্তীতে টাকাগুলো ফেরত চাইলে মুয়িদ তা ফেরত দিতে অস্বীকার করে। মুয়িদের এরূ প আচরণে কী প্রকাশ পেয়েছে? (প্রয়োগ)
ক শিরক খ কুফর ● নিফাক ঘ ফিসক

৩৪৪. মুনাফিকের লৰণ কোনটি? (জ্ঞান)
ক সালাত না পড়া ● আমানতের খিয়ানত করা
গ মদ পান করা ঘ পিতামাতাকে কষ্ট দেওয়া

৩৪৫. কুরআন মজিদে মুনাফিকদের কী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে? (জ্ঞান)
ক ধোঁকাবাজ ● মিথ্যাবাদী গ অবিশ্বাসী ঘ নাফরমান

৩৪৬. জনাব খালেক একজন আদম ব্যবসায়ী। বিদেশে নেওয়ার নাম করে তিনি প্রচুর টাকা হাতিয়ে বিদেশে পালিয়ে গেছেন। তাঁর এরূ প কাজ ইসলামে– (প্রয়োগ)
ক শিরক ● হারাম গ কুফর ঘ জুলুম

৩৪৭. জনাব মাহিন একজন ব্যবসায়ী। তিনি সর্বদা ওজনে কম দেন এবং ভালো মালের সাথে খারাপ মাল মিশ্রিত করেন। এরূ প কাজের জন্য তাকে কী বলে অভিহিত করা যাবে? (প্রয়োগ)
ক জালিম খ কাফির ● মুনাফিক ঘ ফাসিক

৩৪৮. মানুষের অকল্যাণ করতে মুনাফিকরা পিছপা হয় না কেন? (অনুধাবন)
● স্বার্থ রৰায় খ মুক্তির আশায়
গ অন্তরে রোগ থাকায় ঘ ইসলামের শত্রব হওয়ায়

৩৪৯. কীসের মাধ্যমে মানবসমাজে বিবাদ ও বিভেদ সৃষ্টি হয়? (অনুধাবন)
ক কুফর খ শিরক গ ফিসক ● নিফাক

৩৫০. লোকেরা মুনাফিকদের বিশ্বাস করে না কেন?
ক তাদের ভেতরে ও বাইরে একই রকম হওয়ায়
● তাদের ভেতরে এক আর বাইরে অন্য রকম হওয়ায়
গ তারা সমাজের চোখে খারাপ হওয়ায়
ঘ তারা সমাজের নিচু শ্রেণির লোক হওয়ায়

৩৫১. মুনাফিকরা কাদের জন্য খুবই ৰতিকর? (অনুধাবন)
ক ইসলামের জন্য খ মুসলমানদের জন্য
● ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য ঘ নবি ও রাসুলগণের জন্য

৩৫২. ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য মুনাফিকরা খুবই ৰতিকর কেন? (অনুধাবন)
● তারা মুসলমানদের সাথে মিশে ইসলামের শত্রবদের সাহায্য করে
খ তারা মুসলমানদের সাথে মিশে মুসলমানদের সাহায্য করে
গ তারা মুসলমানদের সাথে ইসলামের দাওয়াতে অংশগ্রহণ করে
ঘ তারা মুসলমানদের সাথে শরিয়তের বিধান পালন করে।

৩৫৩. এরা ইসলাম ও মুসলমানদের গোপন কথা ও দুর্বলতা প্রকাশ করে দেয়। এরা কারা? (প্রয়োগ)
ক কাফির খ মুশরিক ● মুনাফিক ঘ ফাসিক

৩৫৪. মিনার তার বন্ধুদের সাথে সবসময় মিথ্যা বলে এবং কোনো ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে। এর ফলে তার স্থান কোথায় হবে? (উচ্চতর দৰতা)
ক জান্নাতে ● জাহান্নামে গ আরাফে ঘ বারযাখে

৩৫৫. দুর্গাপুর গ্রামের নসু মিয়া কথায় কথায় মিথ্যা বলে এবং সামান্য ব্যাপারেই মানুষকে গালি দেয়। নসু মিয়ার পরকালীন পরিণতি কী হবে? (উচ্চতর দৰতা)
ক আলৱাহ ৰমা করে দিবেন ● জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে থাকবে
গ সে কাফিরদের সাথী হবে ঘ সে ভীত–সন্ত্রস্ত থাকবে

৩৫৬. কাদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে? (জ্ঞান)
ক কাফির খ মুশরিক ● মুনাফিক ঘ মাদকাসক্ত

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৫৭. করিম মানুষের বন্ধু সেজে তার মনের কথা জেনে অন্যের নিকট তা প্রকাশ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। করিমের মধ্যে পাওয়া যায়– (প্রয়োগ)
i. কাফিরের বৈশিষ্ট্য ii. মুনাফিকের স্বভাব
iii. মুশরিকের চরিত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● ii গ iii ঘ ii ও iii

৩৫৮. যায়েদ সর্বদা মিথ্যা কথা বলে। এর পাশাপাশি কারও বই নিলে তা আর যথাসময়ে ফেরত দেয় না। তার এরূপ আচরণে ধ্বংস হয়ে যাবে তার– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. শিক্ষাজীবন ii. ধনসম্পদ
iii. চরিত্র ও নৈতিকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii ● iii ঘ i ও ii

৩৫৯. জোহরা আক্তার তার মুরগির রোগ জেনেও তা পাশের ঘরের আমেনা বেগমের নিকট বিক্রি করে। এর ফলে পরকালে জোহরা আক্তারের পরিণতি হবে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. জাহান্নাম ii. হাবিয়া
iii. হুতামাহ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৬০. জনাব হাসিনুরের চরিত্রে মুনাফিকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে। এর ফলে সে আল্লাহর নিকট বিবেচিত হবে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. অংশীবাদী রূপে ii. অবিশ্বাসী হিসেবে
iii. মিথ্যাবাদী হিসেবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii ● iii ঘ i ও ii

৩৬১. নিশ্চয়ই মুনাফিকের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। এ উক্তির দ্বারা বোঝানো হয়েছে– (প্রয়োগ)

i. নিফাক অত্যন্ত গুরুতর পাপ
ii. নিফাক ক্ষমার অযোগ্য পাপ
iii. নিফাক অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও iii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৬২. মুনাফিকের চিহ্ন হলো– (অনুধাবন)

i. সদা সত্য কথা বলা
ii. ওয়াদা খেলাফ করা
iii. আমানতের খেয়ানত করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৬৩. মুনাফিকরা বাহ্যিকভাবে– (অনুধাবন)

i. ইসলাম ও ইমান স্বীকার করে ii. ইসলাম ও ইমান অস্বীকার করে
iii. মুসলমানদের ন্যায় ইবাদত করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৬৪. গাজীপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচনের প্রাক্কালে জনাব কদর আলী জনগণের সামনে ওয়াদা করে পরবর্তীতে তা ভঙ্গ করেন। এরূপ কর্মকাণ্ডের কারণে তাকে কী বলা যাবে? (প্রয়োগ)

ক কাফির ● মুনাফিক গ মুশরিক ঘ ফাসিক

৩৬৫. রাবু কথায় কথায় মিথ্যা বলে এবং সহপাঠীদের সাথে অশ্লীল আচরণ করে। এরূপ আচরণের ফলে ধ্বংস হবে তার– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. চরিত্র
ii. নৈতিকতা
iii. শিক্ষাজীবন

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৬৬ ও ৩৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব হামীম একজন ব্যাংক ম্যানেজার। বছর শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের অডিটে দেখা গেল ভুয়া চেকের মাধ্যমে তিনি ব্যাংক থেকে এক কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন

৩৬৬. জনাব হামীম একজন– (প্রয়োগ)

ক দায়িত্ব পালনকারী ● চরম খিয়ানতকারী
গ আমানত রক্ষাকারী ঘ ওয়াদা ভঙ্গকারী

৩৬৭. এরূপ কাজের পরিণতিতে জনাব হামীম হারাবেন– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. ধনসম্পদ ii. আস্থা ও বিশ্বাস
iii. সম্মান ও মর্যাদা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৬৮ ও ৩৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ফাহিম ফারহানের কাছে একটি কবিতার বই গচ্ছিত রাখে। ফারহান বইটি আত্মসাৎ করে। এতে ফাহিম দুঃখ পায়।

৩৬৮. ফারহানের এ কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে কীরূপ? (প্রয়োগ)

● খিয়ানত খ গিবত গ বিশৃঙ্খলা ঘ পরশ্রীকাতরতা

৩৬৯. এ কাজের জন্য ফারহানকে ইসলামের দৃষ্টিতে কী বলা যায়? (প্রয়োগ)

ক ফাসিক ● মুনাফিক গ কাফির ঘ মুশরিক

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৭০ ও ৩৭১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সুমনা হাবিবার কাছ থেকে একটি বই এক সপ্তাহের জন্য ধার নিল। যথাসময়ে হাবিবা বইটি ফেরত চাইলে সুমনা দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

৩৭০. এরূপ কাজের জন্য সুমনাকে কী বলা যাবে? (প্রয়োগ)

ক কাফির ● মুনাফিক গ ফাসিক ঘ মুশরিক

৩৭১. এর ফলে সুমনা হারাবে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. আস্থা ও বিশ্বাস ii. সম্মান ও মর্যাদা
iii. অর্থ ও সম্পদ

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-৯ : রিসালাত ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১৪

At a Glance

- আল্লাহর বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার নাম– রিসালাত।
- যিনি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেন– তিনি রাসুল।
- ইসলামি জীবনদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য– রিসালাতে।
- মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ দ্বারা ঘোষণা দেওয়া হয়েছে– রিসালাতের।
- রিসালাতে বিশ্বাস না করলে কেউ– মুমিন হতে পারে না।
- আল্লাহ তায়ালার পরিচয় তুলে ধরেছেন– নবি–রাসুলগণ।
- যিনি বিশ্বের সব মানুষ ও সৃষ্টির নবি হলেন– হযরত মুহাম্মদ (স)।
- খাতামুন নাবিয়্যিন হলেন– হযরত মুহাম্মদ (স)।
- খাতামুন শব্দের অর্থ হলো– সিলমোহর।
- "আমি শেষ নবি। আমার পরে কোনো নবি নেই।" এটি বর্ণিত আছে– মুসলিম শরিফে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৭২. 'রিসালাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ কী? (জ্ঞান)

● বার্তা, চিঠি পৌঁছানো খ বিশ্বাসমালা
গ আত্মসম্মান ঘ আনুগত্য করা

৩৭৩. রিসালাতের দায়িত্ব পালনকারীকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)

ক নবি খ ওলি ● রাসুল ঘ সুফি

৩৭৪. ফুয়াদ তাওহিদে বিশ্বাস করে কিন্তু রিসালাতে বিশ্বাস করে না। তার এরূ প কাজ কীসের পরিপন্থি? (প্রয়োগ)

● ইমানের খ তাওহিদের গ আখিরাতের ঘ তাকদিরের

৩৭৫. لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ–এর দ্বারা মহান আলরাহর কী প্রমাণ করা হয়েছে? (অনুধাবন)

ক সার্বভৌমত্ব খ অবাধ কর্তৃত্ব ● একত্ববাদ ঘ রিসালাত

৩৭৬. কালিমা তাইয়্যিবার প্রথম অংশ দ্বারা কীসের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে? (জ্ঞান)

● তাওহিদের খ রিসালাতের গ ইবাদতের ঘ খেদমতের

৩৭৭. মুহাম্মাদুর রাসুলুলরাহ (স) দ্বারা কীসের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে? (জ্ঞান)

ক তাওহিদের ● রিসালাতের গ আখিরাতের ঘ তাকদিরের

৩৭৮. জনাব তাহের সাহেব আলরাহকে বিশ্বাস করেন, কিন্তু কোনো নবি–রাসুলকে বিশ্বাস করেন না। তার এরূ প মনোভাব কীসের পরিপন্থী? (প্রয়োগ)

● রিসালাতের খ ইমানের গ তাওহিদের ঘ আখিরাতের

৩৭৯. জসিম আলরাহকে বিশ্বাস করলেও রিসালাতে বিশ্বাস করেন না। এর ফলে তিনি কী হিসেবে বিবেচিত হবেন? (উচ্চতর দৰতা)

ক মুশরিক খ মুনাফিক ● কাফির ঘ মুসলিম

৩৮০. রিসালাতকে অস্বীকার করা পরোৰভাবে কীসে অস্বীকার করা? (অনুধাবন)

ক তাকদিরকে খ আখিরাতকে গ কিয়ামতকে ● আলরাহকে

৩৮১. রিসালাতে বিশ্বাস করা গুরবত্বপূর্ণ কেন? (অনুধাবন)

● রিসালাতকে অস্বীকার করলে আলরাহকেই অস্বীকার করা হয়

খ রিসালাতকে অবিশ্বাস করলে ওলিকে অস্বীকার করা হয়

গ রিসালাতকে অস্বীকার করলে কেউ ইমানদার বলে না

ঘ রিসালাতকে স্বীকার করলে নাজাত পাওয়া যায় না

৩৮২. মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। তাই আলরাহর পূর্ণ পরিচয় লাভের জন্য প্রয়োজন– (অনুধাবন)

● নবি–রাসুলের আগমন খ ফেরেশতাগণের আগমন

গ প্রিয় বান্দাদের আগমন ঘ মনীষীদের আগমন

৩৮৩. নবি–রাসুলগণের অন্যতম দায়িত্ব কী? (অনুধাবন)

ক বিচার করা খ সালাত আদায় করা

● আখলাক শিৰা দেওয়া ঘ নেতৃত্ব দেওয়া

৩৮৪. নবি–রাসুলগণ ছিলেন আলরাহর মনোনীত বান্দা, কারণ– (উচ্চতর দৰতা)

● আলরাহ তাদের নির্বাচিত করেছেন

খ আলরাহ তাদের পুরস্কৃত করেছেন

গ তারা নিজ যোগ্যতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন

ঘ জাতির পছন্দ অনুযায়ী তাঁদের প্রেরণ করা হয়েছে

৩৮৫. শিরকের ধারণা খন্ডনকারী কে? (জ্ঞান)

● নবি–রাসুলগণ খ সুফিগণ গ মুত্তাকিগণ ঘ স্বয়ং আলরাহ

৩৮৬. নবি–রাসুলগণের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী ছিল? (অনুধাবন)

ক ধর্মীয় বিধান পালন খ মহান আলরাহর দায়িত্ব পালন

গ মহান আলরাহর সাথে সদাচরণ ● মহান আলরাহর পূর্ণ আনুগত্য

৩৮৭. নবি–রাসুলগণ কীরূ প চরিত্রের অধিকারী ছিলেন? (জ্ঞান)

ক উত্তম ● সর্বোত্তম গ সৎ গ ভালো

৩৮৮. সর্বপ্রথম নবি কে ছিলেন? (জ্ঞান)

● হযরত আদম (আ) খ হযরত ইবরাহিম (আ)

গ হযরত মুহাম্মদ (স) ঘ হযরত মুসা (আ)

৩৮৯. সর্বশেষ নবি কে ছিলেন? (জ্ঞান)

ক হযরত আদম (আ) খ হযরত ইবরাহিম (আ)

● হযরত মুহাম্মদ (স) ঘ হযরত ঈসা (আ)

৩৯০. নবি–রাসুলগণের আগমনের ধারাবাহিকতাকে কী বলে? (জ্ঞান)

ক নবুয়তের পরিসমাপ্তি ● নবুয়তের ক্রমধারা

গ নবুয়তের শুরব ঘ নবুয়তের আগমন

৩৯১. 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই পথপ্রদর্শক রয়েছে'– এটি কার বাণী? (জ্ঞান)

● আলরাহ তায়ালার খ মহানবি (স)–এর

গ হযরত আলি (রা)–এর ঘ হযরত আবু বকর (রা)–এর

৩৯২. কার মাধ্যমে দীনের পূর্ণতা ঘোষিত হয়? (জ্ঞান)

ক হযরত আদম (আ) ● হযরত মুহাম্মদ (স)

গ হযরত নূহ (আ) ঘ হযরত ইবরাহিম (আ)

৩৯৩. নবি–রাসুলদেরকে বিশ্বাস করা কী? (অনুধাবন)

ক সুন্নত খ মুস্তাহাব ● ফরজে আইন ঘ ওয়াজিব

৩৯৪. মহানবি (স) নির্দিষ্ট গোত্র, দেশ বা সময়ের জন্য নবি ছিলেন না। এতে কী প্রমাণ করে? (উচ্চতর দৰতা)

ক তিনি ছিলেন শেষ নবি ● তিনি ছিলেন বিশ্বনবি

গ তিনি ছিলেন শেষ মানব ঘ তিনি ছিলেন শেষ রাসুল

৩৯৫. "আপনি বলুন, হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্যই আলরাহর রাসুল হিসেবে প্রেরিত।" আয়াতটি কী প্রমাণ করে? (উচ্চতর দৰতা)

ক মহানবি (স) আরবদেশের নবি খ মহানবি (স) সে সময়ের নবি

● মহানবি (স) সর্বকালের নবি ঘ মহানবি (স) স্বল্পকালের নবি

৩৯৬. 'খতমে নবুয়ত' অর্থ কী? (জ্ঞান)

● নবুয়তের ধারার পরিসমাপ্তি খ নবুয়তের ধারার শুরব

গ নবুয়তের দায়িত্ব ঘ নবুয়তের মূলকথা

৩৯৭. খাতামুন নাবিয়্যিন অর্থ কী? (জ্ঞান)

ক সর্বশ্রেষ্ঠ নবি খ সর্বপ্রথম নবি ● সর্বশেষ নবি ঘ সর্বকালের নবি

৩৯৮. 'মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরবষের পিতা নন; বরং তিনি আলরাহর রাসুল এবং শেষনবি'– আয়াত দ্বারা কী বোঝায়? (প্রয়োগ)

ক নবুয়ত খ রিসালাত গ নবুয়তের ধারা ● নবুয়তের সমাপ্তি

৩৯৯. কোন সূরায় মহানবি (স) কে শেষ নবি বলা হয়েছে? (জ্ঞান)

ক সূরা আল–বাকারা খ সূরা আন–নিসা

গ সূরা আল–আনআম ● সূরা আল–আহযাব

৪০০. শাহাদাত সাহেব মুহাম্মদ (স)–কে শেষ নবি হিসেবে বিশ্বাস না করে গোলাম আহমদকে শেষ নবি বলে মানেন। এরূ প মনোভাবের কারণে তাকে কী বলা যাবে? (প্রয়োগ)

ক মুশরিক ● কাফির গ মুমিন ঘ মুনাফিক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪০১. মহানবি (স) কে 'খাতামুন নাবিয়্যিন' বলা হয়। কারণ– (প্রয়োগ)

i. তিনি ছিলেন নবিগণের শ্রেষ্ঠ

ii. তার মাধ্যমে নবুয়তের ধারা সমাপ্ত

iii. রাসুল (স) কে অস্বীকারকারী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ● ii গ iii ঘ i ও ii

৪০২. 'নবুয়তের সীলমোহর' বলতে বোঝায়– (অনুধাবন)

i. সর্বশেষ নবি হওয়ার ঘোষণা

ii. সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হওয়ার ঘোষণা

iii. বিশ্বনবি হওয়ার ঘোষণা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i খ ii গ iii ঘ ii ও iii

৪০৩. ইসলামি পরিভাষায় মহান আলরাহ তায়ালার পবিত্র বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বকে বলা হয়– (অনুধাবন)

i. রিসালাত ii. আখিরাত

iii. বার্তা বহন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪০৪. নবি–রাসুলগণ মানুষকে নির্দেশ দিতেন– (অনুধাবন)

i. সুন্দর জীবন বিধানের

ii. আলরাহর আদেশ অনুসরণের

iii. সমাজতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থার

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪০৫. নবি–রাসুল প্রেরণের উদ্দেশ্য– (অনুধাবন)

i. তাওহিদের প্রচার ii. মানুষের হিদায়াত

iii. বাদশাহী জীবনযাপন

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪০৬. রাসুল (স) ছিলেন– (অনুধাবন)

i. সর্বশেষ নবি ii. সর্বশ্রেষ্ঠ নবি

iii. সর্বজনীন নবি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪০৭ ও ৪০৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব আহমদ নিজেকে শেষ নবি বলে দাবি করেন। তিনি মনে করেন তার নামের সাথে যেহেতু মুহাম্মদ (স)–এর নামের মিল রয়েছে কাজেই তিনিও এর অংশীদার।

৪০৭. জনাব আহমদের এরূ প নবুয়তের দাবি ইসলামে– (প্রয়োগ)

i. কুফর ii. শিরক

iii. নিফাক

নিচের কোনটি সঠিক?

● i খ ii গ iii ঘ i ও ii

৪০৮. জনাব আহমদের এরূ প দাবির ফলে তিনি বিবেচিত হবেন একজন– (উচ্চতর দৰতা)

i. ভণ্ডরূ পে ii. প্রতারকরূ পে

iii. মিথ্যাবাদীরূ পে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪০৯ ও ৪১০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আমাদের সব কাজকর্মের উদ্দেশ্য থাকে। আলরাহপাকও উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো কাজ করেন না। তিনি পৃথিবীতে অসংখ্য নবি–রাসুল পাঠিয়েছেন। তারও যথাযথ একটি উদ্দেশ্য আছে।

৪০৯. অনুচ্ছেদে মহান আলরাহ পাকের কাজের উদ্দেশ্য কী? (প্রয়োগ)

ক তাঁর মর্যাদা মানুষকে জানানো ● মানুষের হিদায়াত

গ মানুষকে আখলাক শিৰা দেওয়া ঘ তাঁর বাদশাহী প্রমাণ করা

৪১০. উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নবি–রাসুলগণ কী করেছেন– (উচ্চতর দৰতা)

i. পিতামাতার সেবা করেছেন

ii. আলরাহর দীন প্রচার করেছেন

iii. মানুষকে শিৰা দিয়েছেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪১১ ও ৪১২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আলরাহ মানবজাতির হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে আলরাহর প্রিয় বান্দাদের নিকট ওহি প্রেরণ করেছেন। তাদের মধ্যে আমাদের নবি সর্বশেষ নবি।

৪১১. অনুচ্ছেদে আলরাহর প্রিয় বান্দা বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? (প্রয়োগ)

ক নবি খ রাসুল ● নবি–রাসুল ঘ সাহাবা

৪১২. অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আমাদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ রয়েছে যার মধ্যে তিনি (উচ্চতর দৰতা)

i. সর্বজনীন নবি

ii. সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল

iii. মক্কায় জন্মগ্রহণকারী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪১৩ ও ৪১৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

নাসরিন মাঝে মাঝে সালাত আদায় করে, সাওম পালন করে এবং নবি–রাসুলকে বিশ্বাস করে কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স)–কে শেষ নবি হিসেবে মানতে চায় না।

৪১৩. নাসরিন একজন– (উচ্চতর দৰতা)

i. মুমিন

ii. ভণ্ড

iii. মিথ্যাবাদী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪১৪. হযরত মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে নাসরিনের বিশ্বাস ভুল। এ ভুল ভাঙা কী ধরনের কর্তব্য? (প্রয়োগ)

● অবশ্য কর্তব্য খ সুন্নত

গ ইমানের অঙ্গ ঘ অপ্রয়োজনীয়

➲ পাঠ-১০ : নৈতিক মুল্যবোধ বিকাশে রিসালাত ও নবুয়ত ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১৯

At a Glance

- নবুয়ত ও রিসালাতের শিৰা মানুষকে– সুশৃঙ্খল করে।
- নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে– নবুয়ত ও রিসালাতের শিৰা।
- মানুষকে নবি–রাসুলগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে– নবুয়ত ও রিসালাত।
- নবি–রাসুলগণ ছিলেন– নিষ্পাপ।
- নবুয়ত ও রিসালাতের মাধ্যমে আমরা প্রবেশ করি– ইসলামি জীবনদর্শনে।
- নবি–রাসুলগণ ছিলেন– উত্তম আদর্শের নমুনা।
- "তাঁর চরিত্রে মানবিক সবগুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।" এখানে তাঁর বলতে বোঝায়– মহানবি (স) কে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪১৫. ইসলামি জীবনদর্শনের অপরিহার্য বিষয় কোনটি? (জ্ঞান)

ক সিরাত ● রিসালাত গ শাফাআত ঘ আখিরাত

৪১৬. নবুয়ত ও রিসালাত কী? (জ্ঞান)

ক বিশ্বাসের নাম খ নবিদের বৈশিষ্ট্য

গ নবিদের জীবনী ● নবি–রাসুলের দায়িত্ব

৪১৭. আলরাহ তায়ালার বাণী ও শিৰা মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়াকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)

ক তাবলিগ ● রিসালাত গ দাওয়াত ঘ আমল

৪১৮. জাহানারা বাজার থেকে কাসাসুল আম্বিয়া নামক একটি কিতাব ক্রয় করে অধ্যয়ন করে। এতে তার চরিত্রে ভালো গুণের সমাবেশ পরিলৰিত হয়। এৰেত্রে সে কী লাভ করবে? (উচ্চতর দৰতা)

ক ইহকালীন কল্যাণ খ পরকালীন শান্তি
● ইহ ও পরকালীন কল্যাণ ও শান্তি ঘ দুনিয়া–আখিরাত বরবাদ

৪১৯. একজন পরিপূর্ণ মানুষ কীভাবে জীবনযাপন করে? (অনুধাবন)
ক পেশাগত ও প্রযুক্তিনির্ভর শিৰানুসারে
খ বিজ্ঞান ও কর্মমুখী শিৰানুসারে
● নবুয়ত ও রিসালাতের শিৰানুসারে
ঘ আধুনিক যুযোপযোগী শিৰানুসারে

৪২০. খারাপ চরিত্রের ছেলে রিয়াদ সম্প্রতি একজন আলেমের পরামর্শে নবুয়ত ও রিসালাতের শিৰা অনুসরণ করছে। এর ফলে সে কীসে উৎসাহিত হবে? (উচ্চতর দৰতা)
ক সৎ সঙ্গীদের বর্জন করতে খ অর্থ ও সম্পদ অর্জন করতে
● সৎ ও সুন্দর জীবনযাপন করতে ঘ খারাপ ও অশরীল কাজ করতে

৪২১. ইংরেজির শিৰক হয়েও জনাব আলী তার ছাত্রদের মানবতা ও নৈতিক মূল্যবোধের শিৰা দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর মধ্যে কোন মহান শিৰকের আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে? (প্রয়োগ)
● হযরত মুহাম্মদ (স)–এর খ হযরত আবু বকর (রা)–এর
গ হযরত আলি (রা)–এর ঘ হযরত উমর (রা)–এর

৪২২. 'তোমাদের জন্য আলৱাহর রাসুলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ'। –এটি কোন সূরার অন্তর্গত? (প্রয়োগ)
ক সূরা আল–মায়িদা খ সূরা আল–ইমরান
● সূরা আল–আহযাব ঘ সূরা আর–রাদ

৪২৩. মানবতার মহান শিৰক কে? (জ্ঞান)
ক হযরত আদম (আ) খ জিবরাইল (আ)
● হযরত মুহাম্মদ (স) ঘ হযরত ইবরাহিম (আ)

৪২৪. মহানবি (স) মানুষকে মানবতা ও নৈতিক মূল্যবোধের শিৰা দিয়েছেন। এৰেত্রে মহানবি (স) কে কী বলা হয়? (প্রয়োগ)
ক নবি খ রাসুল গ মহান দাতা ● শিৰক

৪২৫. ফাহাদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে আলৱাহকে ভয় করবে, তাঁর আদেশ–নিষেধ মেনে চলবে এবং পাপাচার থেকে বিরত থেকে উত্তম চরিত্র গঠন করবে। এর ফলে তার উপর কে সন্তুষ্ট হবেন? (উচ্চতর দৰতা)
● মহান আলৱাহ খ মাতাপিতা
গ বন্ধু–বান্ধব ঘ পাড়া–প্রতিবেশী

৪২৬. কার চরিত্রে মানবিক সব গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল? (জ্ঞান)
● হযরত মুহাম্মদ (স)–এর খ হযরত আবু বকর (রা)–এর
গ হযরত আলি (রা)–এর ঘ হযরত আদম (আ)–এর

৪২৭. ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ লাভ করা যায় কীভাবে? (অনুধাবন)
ক আলেম–উলামাদের জীবনী ও আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে
● নবি–রাসুলগণের জীবনী ও আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে
গ বিখ্যাত মনীষীদের জীবনী ও আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে
ঘ পীর মাশায়েখদের জীবনী ও আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪২৮. আমান মহানবি (স) কে শেষ নবি হিসেবে বিশ্বাস করে না। সে মনে করে তাঁর পরে আরও নবি আসবে। এরূ প বিশ্বাসের ফলে তার– (প্রয়োগ)
i. ধ্বংস অনিবার্য
ii. শাস্তি অবধারিত
iii. সম্পদ অযাচিত
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪২৯. অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে। এ মিথ্যাবাদী হচ্ছে– (প্রয়োগ)
i. যারা চরম মিথ্যাবাদী
ii. নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার
iii. রাসুল (স) কে অস্বীকারকারী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● ii গ iii ঘ i ও ii

৪৩০. প্রত্যেক মুসলমানকে খতমে নবুয়তে বিশ্বাস করতে হবে। কারণ এটি– (উচ্চতর দৰতা)
i. আলৱাহর ঘোষণা
ii. ইমানের অঙ্গ
iii. মহানবি (স) এর ঘোষণা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪৩১. নবি–রাসুলগণ ছিলেন– (অনুধাবন)
i. নিষ্পাপ ii. সৎ iii. অমানবিক
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪৩২. নবুয়ত ও রিসালাতের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে– (অনুধাবন)
i. আলৱাহর অস্তিত্ব ও গুণাবলি জানানো
ii. দুনিয়াবি সাফল্যের পথ দেখানো
iii. সত্য ও সুন্দরের দিকে পরিচালনা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪৩৩. নবুয়ত ও রিসালাতের চেতনা মানুষের মধ্য থেকে দূর করে দেয়– (অনুধাবন)
i. সমস্ত খারাপ অভ্যাস ii. মন্দকর্মের চর্চা
iii. নৈতিক আচরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪৩৪. মহানবি (স) হাতে–কলমে মানুষকে নৈতিকতা সমুন্নত রাখতে শিৰা দিয়েছেন। তিনি নিজ জীবনে অনুশীলন করেন– (অনুধাবন)
i. নৈতিক মূল্যবোধ
ii. মানবিক মূল্যবোধ
iii. অসামাজিক মূল্যবোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪৩৫. রহমত নবি–রাসুলগণের জীবন ও আদর্শ অনুসরণ করে চলতে চায়। এর ফলে তার– (উচ্চতর দৰতা)
i. জীবন ও চরিত্র উত্তম হবে ii. মূল্যবোধ বিকশিত হবে
iii. প্রচুর ধন–সম্পদ অর্জিত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৩৬ ও ৪৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব জাহাঙ্গীর সমস্ত খারাপ অভ্যাস, অশরীলতা ও মন্দকাজ পরিত্যাগ করে নীতি–নৈতিকতার আদর্শ অনুসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

৪৩৬. জনাব জাহাঙ্গীর কাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এরূ প সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন? (প্রয়োগ)
ক শিৰকদের খ আলেমদের

ⓖ ওলিদের ● নবি–রাসুলগণের

৪৩৭. এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে জনাব জাহাঙ্গীরের– (উচ্চতর দৰতা)

i. জীবন ও চরিত্র সুন্দর হবে

ii. নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত হবে

iii. ধন–সম্পদ বৃদ্ধি পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-১১ : আসমানি কিতাব ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ২০

At a Glance

- যেসব কিতাব মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আলৱাহর পৰ থেকে নাজিল হয়েছে তাই– আসমানি কিতাব।
- আসমানি কিতাব হলো– আলৱাহর বাণীসমষ্টি।
- মোট আসমানি কিতাব– ১০৪ খানা।
- ছোট আসমানি কিতাবকে বলা হয়– সহিফা।
- আল–কুরআন শব্দের অর্থ– সুস্পষ্ট প্রমাণ।
- পবিত্র কুরআনের সংরৰণকারী– আলৱাহ তায়ালা।
- ছোট কিতাব বা সহিফা হলো– ১০০ খানা।
- ইমানের মূল বিষয় নড়বড়ে হয়ে যায়– আসমানি কিতাবে অবিশ্বাসের দ্বারা।
- স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও মহিমার ভাস্বর হলো– পবিত্র কুরআন।
- আমরা পবিত্র কুরআনের– মাহাত্ম্য অনুধাবন করব।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৩৮. কিতাব শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)

ⓚ লিখা ⓚ পড়া

ⓖ ধর্মগ্রন্থ ● লিপিবদ্ধ বা লিখিত বস্তু

৪৩৯. কিতাব শব্দের প্রতিশব্দ কী? (জ্ঞান)

● পুস্তক ⓚ খাতা ⓖ হিসাব ⓘ দপ্তর

৪৪০. আলৱাহ তায়ালার বাণী সংবলিত গ্রন্থাবলিকে কী বলে? (জ্ঞান)

ⓚ কুরআন ⓚ হাদিস

● আসমানি কিতাব ⓘ সহিফা

৪৪১. আসমানি কিতাব যাদের ওপর নাজিল হয়েছে এরূপ কতজন রাসুলের নাম পাঠ্যবইয়ে উলেৱখ আছে? (প্রয়োগ)

● ৪ ⓚ ৫ ⓖ ৮ ⓘ ১০

৪৪২. হযরত মুসা (আ)–এর ওপর অবতীর্ণ হয় কোনটি? (জ্ঞান)

ⓚ কুরআন ⓚ ইনজিল ⓖ যাবুর ● তাওরাত

৪৪৩. হযরত দাউদ (আ)–এর ওপর কোন কিতাব অবতীর্ণ হয়? (জ্ঞান)

ⓚ কুরআন ⓚ তাওরাত ● যাবুর ⓘ ইনজিল

৪৪৪. হযরত ঈসা (আ)–এর ওপর কোন কিতাব অবতীর্ণ হয়? (জ্ঞান)

ⓚ তাওরাত ⓚ যাবুর ● ইনজিল ⓘ কুরআন মজিদ

৪৪৫. কোন নবির ওপর পঞ্চাশখানা সহিফা অবতীর্ণ হয়? (জ্ঞান)

ⓚ হযরত মুসা (আ) ● হযরত শিস (আ)

ⓖ হযরত ইবরাহিম (আ) ⓘ হযরত ইদরিস (আ)

৪৪৬. হযরত ইদরিস (আ)–এর ওপর কয়খানা সহিফা অবতীর্ণ হয়? (জ্ঞান)

ⓚ দশ ⓚ বিশ ● ত্রিশ ⓘ পঞ্চাশ

৪৪৭. আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য কেন? (অনুধাবন)

● ইমানের পরিপূর্ণতার জন্য ⓚ ইমানের পরিশুদ্ধতার জন্য

ⓖ ইসলামের পরিপূর্ণতার জন্য ⓘ ইসলামের পরিশুদ্ধতার জন্য

৪৪৮. কিয়ামতের দিন তারা কঠিন শাস্তির দিকে নিৰিপ্ত হবে। এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে? (উচ্চতর দৰতা)

ⓚ যারা ইহকালে চরম শান্তিতে থাকে

● যারা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করে এবং কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান করে

ⓖ যারা কিতাবের কিছুই বিশ্বাস করে না

ⓘ যারা হাদিসের কিছুই বিশ্বাস করে

৪৪৯. জনাব কামাল আসমানি কিতাবে বিশ্বাস করেন। এতে বর্ণিত প্রতিটি বিষয়ের উপরও বিশ্বাস করেন। এর ফলে তিনি পরিণত হবেন– (উচ্চতর দৰতা)

● পূর্ণ মুমিনে ⓚ পরিপূর্ণ মানুষে

ⓖ বিশুদ্ধ ব্যক্তিতে ⓘ একজন মুত্তাকিতে

৪৫০. জনাব আফনান পৃথিবীর সকল জ্ঞান–বিজ্ঞান এবং ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ অর্জন করতে চান। এজন্য তাকে পবিত্র কুরআন কী করতে হবে? (প্রয়োগ)

ⓚ সংরৰণ করতে হবে ⓚ তিলাওয়াত করতে হবে

● বুঝে তিলাওয়াত করতে হবে ⓘ সংকলন করতে হবে

৪৫১. মারৰফা প্রতিদিন আল–কুরআন অধ্যয়ন করে। এর ফলে সে কী জানতে পারবে? (উচ্চতর দৰতা)

ⓚ আল–কুরআনের মর্যাদা ● সকল জ্ঞান–বিজ্ঞানের মূলনীতি

ⓖ শুধু আরবের ইতিহাস ⓘ ধনসম্পদ অর্জনের কৌশল

৪৫২. আসমানি কিতাব হলো– (অনুধাবন)

ⓚ নবি–রাসুলের বাণী ⓚ জ্ঞানের অপূর্ণাঙ্গ উৎস

ⓖ মানুষের রোজগারের পথ ● জ্ঞানের সর্বোত্তম উৎস

৪৫৩. আসমানি কিতাবে অবাধ্য নরপতি ও জাতিসমূহের শোচনীয় পরিণতি বর্ণনার উদ্দেশ্য কী? (উচ্চতর দৰতা)

ⓚ নরপতিদের ৰমতার বর্ণনা ⓚ জাতিসমূহের প্রতিপত্তির বর্ণনা

● অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা ⓘ এদের অবাধ্যতা বর্ণনা করা

৪৫৪. আসমানি কিতাবে কাফির, মুশরিক ও পাপাচারীদের ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য কী? (অনুধাবন)

ⓚ আনন্দ দেওয়া ⓚ ভয় দেখানো

● শিৰা দেওয়া ⓘ চুপ করানো

৪৫৫. আল–কুরআন কী? (জ্ঞান)

● আলৱাহর বাণী ⓚ মহানবি (স)–এর বাণী

ⓖ আবু বকর (রা)–এর বাণী ⓘ ফেরেশতার বাণী

৪৫৬. আলৱাহ তায়ালা আল–কুরআন নাজিল করেন কেন? (অনুধাবন)

ⓚ মানবজাতির পড়ার জন্য ⓚ মানবজাতির তেলাওয়াতের জন্য

● মানবজাতির হিদায়াতের জন্য ⓘ মানবজাতির শাফাআতের জন্য

৪৫৭. সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব কোনটি? (জ্ঞান)

● আল–কুরআন ⓚ যাবুর ⓖ ইনজিল ⓘ তাওরাত

৪৫৮. কুরআন মজিদ কত বছর ধরে নাজিল হয়? (জ্ঞান)

ⓚ ১৮ ● ২৩ ⓖ ২৭ ⓘ ৪০

৪৫৯. আল–কুরআন কত খণ্ডে বিভক্ত? (জ্ঞান)

ⓚ ২৮ ⓚ ২৫ ● ৩০ ⓘ ৩২

৪৬০. আল–কুরআনে রবকুর সংখ্যা কতটি? (জ্ঞান)

ⓚ ১১৪ ⓚ ৩৩৬ ⓖ ৪৯৯ ● ৫৫৮

৪৬১. মাওলানা হোসাইন একটি মসজিদের ইমাম। তিনি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পঠিত গ্রন্থ তিলাওয়াত করেন। সেটি কী? (প্রয়োগ)

● কুরআন ⓚ হাদিস ⓖ সহিফা ⓘ ইজমা

৪৬২. জনাব আজমল একজন মুসলিম। তিনি সালাতে বাধ্যতামূলকভাবে একটি আসমানি কিতাব তিলাওয়াত করেন। তিনি কোন কিতাবটি তিলাওয়াত করেন? (প্রয়োগ)

ⓚ ইনজিল ● কুরআন ⓖ তাওরাত ⓘ যাবুর

৪৬৩. সকলপ্রকার জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডার কোনটি? (জ্ঞান)

ক তাওরাত খ যাবুর গ ইনজিল ● কুরআন

৪৬৪. আল–ফুরকান কীসের নাম? (জ্ঞান)

ক মানুষের ● কুরআনের গ নবি (স)–এর ঘ ফেরেশতার

৪৬৫. 'আল–ফুরকান' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)

● সত্য–মিথ্যার পার্থক্যকারী খ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী

গ আলো–অন্ধকারের পার্থক্যকারী ঘ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী

৪৬৬. 'আল–হিকমা' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)

ক সত্য, সঠিক ● জ্ঞান, প্রজ্ঞা

গ আলো, জ্যোতি ঘ উপদেশ, পরামর্শ

৪৬৭. 'আল–বুরহান' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)

ক সুস্পষ্ট বিবরণ ● সুস্পষ্ট প্রমাণ

গ সুস্পষ্ট নির্দেশ ঘ সুস্পষ্ট বক্তব্য

৪৬৮. 'আল–হক' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)

ক জ্ঞান ● সত্য গ জ্যোতি ঘ পথনির্দেশ

৪৬৯. 'আল–নুর' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)

ক প্রমাণ ● জ্যোতি গ সত্য ঘ উপদেশ

৪৭০. 'আল–হুদা' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)

ক পথ প্রদর্শন ● পথনির্দেশ গ উপদেশ ঘ উপহার

৪৭১. 'আয–যিকর' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)

ক প্রজ্ঞা ● উপদেশ গ বাণী ঘ জ্যোতি

৪৭২. আর–রাহমাহ শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)

ক নিরাময় খ সম্মানিত ● অনুগ্রহ ঘ মহিমান্বিত

৪৭৩. আল–কুরআনকে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব বলা হয় কেন? (অনুধাবন)

ক সবচেয়ে বড় গ্রন্থ বলে

● সকল জ্ঞান–বিজ্ঞানের আধার বলে

গ সর্বশেষ নাজিলকৃত গ্রন্থ বলে

ঘ সর্বশ্রেষ্ঠ নবি (স)–এর ওপর অবতীর্ণ বলে

৪৭৪. মালেক সাহেব সকল বিষয়ের মূলনীতি জানার জন্য একটি পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব অধ্যয়ন করেন। সেই পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব কোনটি? (প্রয়োগ)

ক হাদিস ● কুরআন গ সহিফা ঘ কিয়াস

৪৭৫. জনাব কারিম একজন সুশিক্ষিত এবং নৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ হতে চান। এজন্য তাকে কী অধ্যয়ন করতে হবে? (প্রয়োগ)

ক নবিদের জীবনী খ রাসুলদের জীবনী

গ মনীষীদের বাণী ● পবিত্র কুরআন

৪৭৬. আলরাহ মহানবি (স)–এর ওপর কুরআন নাজিল করেছেন কেন? (অনুধাবন)

● উপদেশ গ্রহণের জন্য খ সালাত পাঠের জন্য

গ নিয়মিত তিলাওয়াতের জন্য ঘ শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ বলে

৪৭৭. পবিত্র কুরআন শরিফ পরিবর্তন, বিকৃতি, সংযোজন, বিয়োজন থেকে মুক্ত ও পবিত্র। এর প্রকৃত কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)

● আলরাহই এর হিফাজতকারী খ আলরাহই এটি নাজিল করেছেন

গ এটি পরিবর্তনের বিষয় নয় ঘ এটি অবিভাজ্য গ্রন্থ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৭৮. জনাব রাকিব এমন একটি আসমানি কিতাবের শিক্ষায় সুশিক্ষিত হতে চান যা অপরিবর্তনীয়, নির্ভুল এবং সন্দেহমুক্ত এবং যা তাকে নৈতিকতা বিকাশে সহায়তা করবে। এজন্য তাকে আশ্রয় নিতে হবে– (প্রয়োগ)

i. কুরআনের ii. হাদিসের

iii. সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪৭৯. কুরআনের পূর্ববর্তী আসমানি কিতাব নাজিল হয়েছিল– (অনুধাবন)

i. সকল জাতির জন্য ii. নির্দিষ্ট জাতির জন্য

iii. নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪৮০. আল–কুরআনের অপর নাম– (অনুধাবন)

i. আশ–শিফা ii. আল–মাওয়িযা

iii. আল–বুরহান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪৮১. সব বিষয়ের মূলনীতি রয়েছে– (অনুধাবন)

i. জাতিসংঘে ii. মদিনা সনদে

iii. কুরআনে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii ● iii ঘ i ও iii

৪৮২. আলরাহ তায়ালা আসমানি কিতাবসমূহে যে সব বিষয়ে আলোচনা করেছেন তা হলো– (অনুধাবন)

i. আলরাহর সত্তাগত পরিচয় ii. নবি–রাসুলগণের বর্ণনা

iii. পূর্ববর্তী জাতিসমূহের বিবরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪৮৩. আলরাহ তায়ালা ১০০ ছোট কিতাব নাজিল করেছেন। এ কিতাবগুলোকে বলা হয়– (অনুধাবন)

i. কুরআন

ii. আসমানি কিতাব

iii. সহিফা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪৮৪. আল–কুরআন সর্বজনীন গ্রন্থ হওয়ার কারণ– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. সকল যুগের জন্য ii. সকল দেশের জন্য

iii. সকল মানুষের জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪৮৫. আল–কুরআন অবিকৃত ও অপরিবর্তিত গ্রন্থ। আজ পর্যন্ত এতে কোনোরূপ– (অনুধাবন)

i. সংযোজন হয়নি ii. সংশোধন হয়নি

iii. পরিমার্জন হয়নি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪৮৬. জুমুআর খুতবায় ইমাম সাহেব বললেন, আলরাহ তায়ালা সম্মানিত ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁর বাণী রাসুলগণের নিকট প্রেরণ করেছেন। সম্মানিত ফেরেশতা বলে ইমাম সাহেব ইঙ্গিত করেছেন– (প্রয়োগ)

i. জিবরাইল (আ)–কে ii. মিকাইল (আ)–কে

iii. ইসরাফিল (আ)–কে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

৪৮৭. আবদুলরাহ কুরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে চান। এক্ষেত্রে তার করণীয় হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. কুরআন অধ্যয়ন করে এর শিৰা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানার্জন করা
ii. কুরআনের শিৰা বাস্তবজীবনে কার্যকর করা
iii. মিলাদ মাহফিলে শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৮৮ ও ৪৮৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মাওলানা কারামত আলী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললেন, এ কিতাব সর্বশ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান। এটি দুনিয়ার সকল গ্রন্থ, এমনকি অন্যান্য আসমানি কিতাবের তুলনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এর সমকৰ আর কোনো কিতাব নেই।

৪৮৮. মাওলানা সাহেব কোন কিতাবের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন? (প্রয়োগ)
ⓚ যাবুর ● কুরআন
ⓖ তাওরাত ⓖ বুখারি

৪৮৯. উক্ত কিতাব অধ্যয়নের ফলে মাওলানার ছাত্ররা জানতে পারবে– (উচ্চতর দৰতা)
i. জীবনে চলার সঠিক দিকনির্দেশনা
ii. পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবের সার–নির্যাস
iii. সকল জ্ঞান–বিজ্ঞানের মূলনীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ পাঠ-১২ : নৈতিক জীবন গঠনে আসমানি কিতাবের ভূমিকা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ২৪

At a Glance

- জ্ঞান বা শিৰা হলো একপ্রকার– আলো।
- আসমানি কিতাব মূলত জ্ঞানের– সর্বোত্তম উৎস।
- মানুষকে সব ধরনের কল্যাণের পথ নির্দেশ করে– আসমানি কিতাব।
- মুত্তাকিদের জন্য পথনির্দেশক– আল কুরআন।
- অন্য আসমানি কিতাবগুলোর কার্যকারিতা রহিত হওয়ার কারণ– কুরআন নাজিল।
- নীতি–নৈতিকতার পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা হলো– আল–কুরআন।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৯০. আলৱাহ তায়ালা নবি–রাসুলগণের মাধ্যমে যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
ⓚ সহিফা ● আসমানি কিতাব
ⓖ যাবুর ⓖ হাদিস

৪৯১. আসমানি কিতাব কার বাণী? (জ্ঞান)
● আলৱাহর ⓖ মানুষের ⓖ মহানবির ⓖ জিবরাইলের

৪৯২. মানুষকে নীতি–নৈতিকতার আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কোনটিতে? (জ্ঞান)
● আসমানি কিতাবসমূহে ⓖ সহিফাসমূহে
ⓖ তাওরাতে ⓖ ইনজিলে

৪৯৩. মাহমুদা আলৱাহর সত্তা, গুণাবলি, ৰমতা ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে চায়। এজন্য তাকে কীসের জ্ঞান অর্জন করতে হবে? (প্রয়োগ)
ⓚ ইতিহাসের ● আসমানি কিতাবের
ⓖ তাসাউফের ⓖ প্রযুক্তির

৪৯৪. আরমান পরকাল, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতে চায়। এজন্য তাকে কী অধ্যয়ন করতে হবে? (প্রয়োগ)
ⓚ মনীষীদের জীবনী ⓖ সাহাবিদের জীবন
● কুরআন মজিদ ⓖ নবিদের জীবনী

৪৯৫. আসমানি কিতাবে কাফির, মুনাফিক ও পাপাচারীদের ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য কী? (অনুধাবন)
ⓚ মানুষকে ভয় দেখানো ● মানুষকে শিৰা দেওয়া
ⓖ মানুষকে আনন্দ দেওয়া ⓖ মানুষকে সাহস জোগানো

৪৯৬. জনাব হাসান মুমিন ব্যক্তি। সকল অন্যায় ও অনৈতিক কাজ থেকে বিরত রয়েছেন। এর ফলে তিনি আখিরাতে কী লাভ করবেন? (উচ্চতর দৰতা)
ⓚ আরাফ ⓖ বারযাখ ⓖ ইলিয়িন ● জান্নাত

৪৯৭. জ্ঞান বা শিৰা কী? (জ্ঞান)
ⓚ অন্ধকার ⓖ বাণী ● আলো ⓖ বস্তু

৪৯৮. সকল জ্ঞানের আধার কী? (জ্ঞান)
ⓚ আল–হাদিস ⓖ ইজমা
ⓖ বুখারি শরিফ ● আল–কুরআন

৪৯৯. মানবজীবনের প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞান–বিজ্ঞানের মূলনীতি ও সারকথা কোন গ্রন্থে নির্ভুলভাবে বর্ণিত হয়েছে? (জ্ঞান)
ⓚ হাদিসে ⓖ সহিফায় ⓖ বুখারিতে ● কুরআনে

৫০০. মাওলানা কাশগারি পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করেন এবং এর শিৰা অনুসরণে জীবন পরিচালনা করেন। এর ফলে তার জীবন কেমন হবে? (উচ্চতর দৰতা)
ⓚ প্রাচুর্যময় ⓖ সম্পদশালী
● নৈতিকতামণ্ডিত ⓖ অশরীলতাপূর্ণ

৫০১. মানুষের জীবন নৈতিকতামণ্ডিত হয় কীভাবে? (অনুধাবন)
ⓚ মনীষীদের অনুসরণে জীবন পরিচালনা করলে
● কুরআন অনুসরণে জীবন পরিচালনা করলে
ⓖ পীর মাশায়েখদের অনুসরণে জীবন পরিচালনা করলে
ⓖ পিতা–মাতার অনুসরণে জীবন পরিচালনা করলে

৫০২. কিয়ামত পর্যন্ত কোন কিতাবের অনুসরণ করতে হবে? (অনুধাবন)
ⓚ তাওরাত ⓖ যাবুর ● কুরআন ⓖ ইনজিল

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫০৩. জনাব লিয়াকত ইসলামের সকল বিধিবিধান পালনের সাথে সাথে আখিরাতেও বিশ্বাস করেন। এ বিশ্বাসের ফলে তিনি হয়ে উঠবেন– (উচ্চতর দৰতা)
i. দায়িত্বশীল ও কলুষমুক্ত
ii. সত্য, সুন্দর ও পবিত্র
iii. ভদ্র, রুচিশীল ও মার্জিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫০৪. সুমি সবসময় সুন্দর ও উত্তম আদর্শ অনুশীলন করে। এর ফলে তার মাঝে যে ধরনের গুণের বিকাশ ঘটবে– (উচ্চতর দৰতা)
i. মানবিকতা ii. পাশবিকতা
iii. মনুষ্যত্ববোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৫০৫. জনাব রাফি তার নিজের জীবনকে নৈতিক ও আদর্শিক পথে পরিচালনা করতে চান। এৰেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে– (প্রয়োগ)
i. আসমানি কিতাব ii. মহাগ্রন্থ আল–কুরআন
iii. আল–হাদিস
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫০৬. জনাব হায়দার পবিত্র কুরআনের শিৰায় শিৰিত হয়ে এর অনুসরণে জীবন পরিচালনা করছেন। এর ফলে তার জীবন হবে– (উচ্চতর দৰতা)

i. নৈতিকতামণ্ডিত ii. সুন্দর ও শান্তিময়

iii. সম্পদশালী ও প্রাচুর্যময়

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

৫০৭. আসমানি কিতাব মানুষকে ধারণা প্রদান করে– (অনুধাবন)

i. আলৱাহর সত্তা সম্পর্কে

ii. আলৱাহর গুণাবলি সম্পর্কে

iii. আলৱাহর ৰমতা সম্পর্কে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫০৮. মানুষ আসমানি কিতাবের বর্ণনা দ্বারা জানতে পারে– (অনুধাবন)

i. পরকালের জ্ঞান ii. জান্নাতের পরিচয়

iii. জাহান্নামের পরিচয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫০৯. নবি–রাসুলগণের ঘটনার পাশাপাশি আসমানি কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে– (অনুধাবন)

i. কাফির–মুনাফিকদের ঘটনা ii. পীর–মাশায়েখদের ঘটনা

iii. পাপাচারীদের ঘটনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ও ii ● i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

৫১০. জনাব হেদায়াত নৈতিক ও আদর্শিক পথে জীবন পরিচালনা করতে চায়। এৰেত্রে গুরৰত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে– (প্রয়োগ)

i. আসমানি কিতাব

ii. মুরব্বিদের বর্ণনা

iii. কুরআন মজিদ

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ও ii ● i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

৫১১. আবদুল কুদ্দুস সাহেব জীবনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণের জন্য নিয়মিত কুরআন অধ্যয়ন করেন। কুরআনের শিৰা অনুসরণের ফলে তার জীবন হবে– (উচ্চতর দৰতা)

i. নৈতিকতামণ্ডিত

ii. সম্পদশালী ও প্রাচুর্যময়

iii. সুন্দর ও শান্তিময়

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ও ii ● i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫১২ ও ৫১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ইমাম সাহেব জুমআর খুতবায় বললেন, 'আমাদের জন্য এমন একটি কিতাব রয়েছে যাতে নীতি–নৈতিকতার পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা রয়েছে। এটি সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

৫১২. ইমাম সাহেব কোন কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন? (প্রয়োগ)

● কুরআন ⓑ বুখারি ⓒ যাবুর ⓓ তাওরাত

৫১৩. উক্ত কিতাব অনুসরণে জীবন পরিচালনার ফলে মানবজীবন হবে– (উচ্চতর দৰতা)

i. নৈতিক গুণসম্পন্ন ii. আনন্দ ও প্রাচুর্যময়

iii. সুন্দর ও শান্তিময়

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ও ii ● i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

➲ পাঠ-১৩ : আখিরাত ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ২৫

At a Glance

১. আখিরাত অর্থ– পরকাল।

২. মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে বলে– আখিরাত।

৩. আখিরাতের জীবন– অনন্তকালের।

৪. মানুষের দুনিয়ার কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে– আখিরাতে।

৫. সুযোগ পেলেই অপরাধে লিপ্ত হয়– আখিরাতে অবিশ্বাসী।

৬. ভালো কাজের পুরস্কার– জান্নাত।

৭. ইসলামি জীবনদর্শনে আখিরাতে বিশ্বাস– অপরিহার্য।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫১৪. আখিরাত অর্থ কী? (জ্ঞান)

● পরকাল ⓑ ইহকাল ⓒ মৃত্যু ⓓ বিচার

৫১৫. পরকাল কী? (অনুধাবন)

ⓐ সাংসারিক জীবন ● মৃত্যুর পরের জীবন

ⓒ দুনিয়ার জীবন ⓓ মানুষের জীবন

৫১৬. মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে কী বলে? (জ্ঞান)

ⓐ হাশর ⓑ কিয়ামত ⓒ কবর ● আখিরাত

৫১৭. মানবজীবনের কয়টি পর্যায় রয়েছে? (জ্ঞান)

● ২ ⓑ ৩ ⓒ ৪ ⓓ ৫

৫১৮. ইহকাল কী? (জ্ঞান)

ⓐ মানুষের জীবন ⓑ চিরস্থায়ী জীবন

● দুনিয়ার জীবন ⓓ কবরের জীবন

৫১৯. ইহকালের পরের জীবনকে কী বলে? (অনুধাবন)

ⓐ কবর ● পরকাল ⓒ জাহান্নাম ⓓ জান্নাত

৫২০. আখিরাতের জীবন কীরূ প? (জ্ঞান)

ⓐ স্বল্পকালীন ● অনন্তকালের ⓒ ৰণস্থায়ী ⓓ নির্দিষ্টকালের

৫২১. আখিরাতকে অনন্তকালের জীবন বলা হয় কেন? (অনুধাবন)

● এ জীবনের শুরৰ আছে শেষ নেই ⓑ এ জীবনের শুরৰ আছে শেষ আছে

ⓒ এ জীবনের শুরৰ নেই শেষ আছে ⓓ এ জীবনের শুরৰ নেই শেষও নেই

৫২২. ইমানের গুরৰত্বপূর্ণ বিষয় কোনটি? (জ্ঞান)

● আখিরাত ⓑ শাফাআত ⓒ তিজারাত ⓓ ইহসান

৫২৩. কারা আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে? (জ্ঞান)

ⓐ মুমিন ⓑ মুসলিম ● মুত্তাকি ⓓ মুসাফির

৫২৪. জনাব রফিক তাওহিদ ও রিসালাতে বিশ্বাসের পাশাপাশি আখিরাতেও বিশ্বাস করেন। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে কী বলা হবে? (প্রয়োগ)

● মুমিন ⓑ মুহসিন ⓒ মুশরিক ⓓ মুসলির

৫২৫. আখিরাতে বিশ্বাসীকে কী বলা হয়? (অনুধাবন)

ⓐ মুশরিক ⓑ কাফির ● মুমিন ⓓ মুনাফিক

৫২৬. জনাব বাতেন ইসলামের সকল বিধিবিধান মেনে চলেন এবং আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন। এর ফলে তিনি কী লাভ করবেন? (উচ্চতর দৰতা)

● জান্নাত ⓑ প্রাচুর্য ⓒ ধন–সম্পদ ⓓ আরাফ

৫২৭. রিয়াদ আখিরাতে বিশ্বাস করে না। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে কী বলা যায়? (প্রয়োগ)

ⓐ ফাসিক ● কাফির ⓒ জালিম ⓓ মুনাফিক

৫২৮. আখিরাতের ভয় মানুষের মধ্যে চেতনা জাগ্রত করে– (প্রয়োগ)

● দায়িত্বশীল জীবনযাপনের ⓑ শান্তিময় জীবনযাপনের

ⓖ দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনযাপনের ⓘ জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপনের

৫২৯. মানুষ দায়িত্বশীল ও সৎকর্মশীল হয় কেন? (অনুধাবন)

ⓚ কিতাবে বিশ্বাসের কারণে ⓛ নুবয়তে বিশ্বাসের কারণে
● আখিরাতে বিশ্বাসের কারণে ⓘ তাকদিরে বিশ্বাসের কারণে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৩০. আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে– (অনুধাবন)

i. দায়িত্বশীল করে ii. সৎকর্মশীল করে
iii. আত্মবিশ্বাসহীন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৫৩১. আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া– (অনুধাবন)

i. মুমিন হওয়া যায় না ii. মুত্তাকি হওয়া যায় না
iii. ধনী হওয়া যায় না

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৫৩২. আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাস মানবসমাজে– (অনুধাবন)

i. অত্যাচার বৃদ্ধি করে ii. পাপাচার বৃদ্ধি করে
iii. মর্যাদা বৃদ্ধি করে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৫৩৩. তারেক সাহেব আখিরাতে বিশ্বাসী একজন মুত্তাকি ব্যক্তি। এজন্য তিনি বিরত থাকবেন– (প্রয়োগ)

i. দুনিয়াবি কাজকর্ম থেকে ii. যাবতীয় পাপকাজ থেকে
iii. যাবতীয় অশ্লীলতা থেকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৫৩৪. কাওসার তাওহিদ ও রিসালাতে বিশ্বাসের পাশাপাশি আখিরাতেও দৃঢ় বিশ্বাস রেখে ইসলাম অনুসারে জীবন পরিচালনা করেন। এর ফলে তিনি– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. পবিত্র ও কলুষমুক্ত হবেন ii. বিত্তশালী ও নেতা হবেন
iii. মুমিন ও মুত্তাকি হবেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৩৫ ও ৫৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব কামাল পরকালে অবিশ্বাসী একজন মানুষ। পরকালে আল্লাহর সামনে জবাবদিহির ভয় না থাকার কারণে, পাপাচার ও অশ্লীলতায় নিমজ্জিত হয়ে রয়েছেন। ইমাম সাহেবের উপদেশের প্রভাবে এখন এসব পাপাচার থেকে মুক্ত হতে চান।

৫৩৫. পাপাচার থেকে মুক্ত হতে হলে জনাব কামালকে বিশ্বাসী হতে হবে– (প্রয়োগ)

ⓚ সততায় ⓛ বন্ধুত্বে
● আখিরাতে ⓘ ইহকালীন জীবনে

৫৩৬. এর ফলে জনাব কামাল হয়ে উঠবেন– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. সচ্চরিত্রবান ii. পবিত্র ও সুন্দর
iii. সৎকাজে উৎসাহী

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৩৭ ও ৫৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শাহিন সাহেব একজন ডাক্তার। তিনি হাসপাতালে যথাযথ দায়িত্ব পালন করেন। আখিরাতে বিশ্বাস তাকে কর্তব্য পালনে শিক্ষা দিয়েছে। তিনি হয়ে উঠেছেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডাক্তার।

৫৩৭. শাহিন সাহেবকে দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান করে তুলেছে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. আখিরাতে জবাবদিহির চেতনা
ii. আখিরাতে ব্যর্থতার ভয়
iii. আখিরাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে এ বিশ্বাস

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫৩৮. শাহিন সাহেব শ্রদ্ধেয় হলেন যে গুণটির কারণে তা হলো– (প্রয়োগ)

● কর্তব্যনিষ্ঠা ⓛ ভালো ব্যবহার
ⓖ উচ্চ শিক্ষা ⓘ শারীরিক সৌন্দর্য

➲ পাঠ-১৪ : আখিরাতের জীবনের কয়েকটি স্তর

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ২৬

At a Glance

- আখিরাত বা পরকালীন জীবন শুরু হয়– মৃত্যুর মাধ্যমে।
- মৃত্যু হলো পরকালের– প্রবেশদ্বার।
- সকল প্রাণীর মৃত্যু নির্ধারণ করে রেখেছেন– মহান আল্লাহ।
- মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়কে বলে– বারযাখ।
- কিয়ামত অর্থ– মহাপ্রলয়।
- পৃথিবীর সব মানুষকে একটি মাঠে উপস্থিত করা হবে। একে বলা হয়– হাশর।
- মানুষের আমলসমূহ ওজন করার জন্য যে পাল্লা তৈরি হবে তার নাম– মিযান।
- পুলসিরাত স্থাপিত হবে– জাহান্নামের উপর।
- কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবেন– নবি, রাসুল ও নেককার বান্দা।
- জাহান্নাম হলো– শাস্তির স্থান।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৩৯. পরকালের প্রবেশদ্বার কোনটি? (অনুধাবন)

ⓚ পুলসিরাত ● মৃত্যু ⓖ আখিরাত ⓘ কবর

৫৪০. মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়কে কী বলে? (জ্ঞান)

● বারযাখ ⓛ হাশর ⓖ মিযান ⓘ সিরাত

৫৪১. বারযাখ কাকে বলে? (জ্ঞান)

● কবরের জীবন ⓛ হাশরের জীবন
ⓖ আখিরাতের জীবন ⓘ দুনিয়ার জীবন

৫৪২. আকাইদ শাস্ত্রে কিয়ামত বলতে কয়টি অবস্থাকে বোঝানো হয়? (জ্ঞান)

ⓚ ১ ● ২ ⓖ ৩ ⓘ ৪

৫৪৩. কিয়ামত অর্থ কী? (জ্ঞান)

ⓚ বিচার ⓛ সিঙ্গা ফুঁক ● মহাপ্রলয় ⓘ মহাসমাবেশ

৫৪৪. কিয়ামত বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)

ⓚ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া ● পৃথিবী ধ্বংসের মহাপ্রলয়
ⓖ হাশরের মাঠে সমবেত হওয়া ⓘ মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবন

৫৪৫. কিয়ামতের পর মানুষ পুনরায় জীবিত হয়ে কবর থেকে উঠে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে কেন? (অনুধাবন)

ⓚ আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য ⓛ রাসুলের (স) সাথে সাক্ষাতের জন্য
● হিসাব নিকাশের জন্য ⓘ রাসুলের (স) ভাষণ শোনার জন্য

৫৪৬. হাশর অর্থ কী? (জ্ঞান)

ⓚ রাস্তা ⓛ মিটিং ⓖ মালিক ● মহাসমাবেশ

৫৪৭. জনাব সদরুল একজন খাঁটি ইমানদার। এর ফলে হাশরের ময়দানে কী থেকে তিনি পানি পান করতে পারবেন? (উচ্চতর দক্ষতা)

ⓚ হাউজে জান্নাত ● হাউজে কাউছার
ⓖ হাউজে ফেরদাউস ⓘ হাউজে মাওয়া

৫৪৮. মিযান শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)

ক ঘর খ হাশর গ কিয়ামত ● দাঁড়িপালরা

৫৪৯. জনাব মালেক একজন প্রকৃত ইমানদার ব্যক্তি। কিয়ামতে তিনি কীভাবে পুলসিরাত পার হবেন? (প্রয়োগ)

● আলোর সাহায্যে খ বাতাসের সাহায্যে
গ ফেরেশতার সাহায্যে ঘ নেকের সাহায্যে

৫৫০. জাহান্নামিদের জন্য পুলসিরাতের অবস্থা কেমন হবে? (অনুধাবন)

● অত্যন্ত ধারালো খ অত্যন্ত মসৃণ
গ অত্যন্ত স্থূল ঘ অত্যন্ত প্রশস্ত

৫৫১. মানুষ সর্বপ্রথম কাদের নিকট শাফাআত করার অনুরোধ জানাবে? (জ্ঞান)

● নবি–রাসুলগণের খ নেককার বান্দাগণের
গ মুহাম্মদ (স)–এর ঘ ফেরেশতাগণের

৫৫২. জনাব আমিন একজন খাঁটি মুমিন বান্দা। হাশরের ময়দানে মহানবি (স) তার জন্য সুপারিশ করবেন। এর ফলে সে– (উচ্চতর দৰতা)

ক জান্নাত লাভ করবে ● মর্যাদাবান হবে
গ সীরাত পার হবে ঘ বারযাখ লাভ করবে

৫৫৩. নবি–রাসুলগণের পর কোন নেককার বান্দাগণ সুপারিশের সুযোগ পাবেন? (জ্ঞান)

● শহিদ, আলিম ও হাফিয খ ইমাম, মুসলিরগণ
গ পীর, মুর্শিদগণ ঘ পিতামাতা ও শিৰকগণ

৫৫৪. জনাব আরশাদ একজন মুমিন ব্যক্তি। তিনি অন্যান্য ইবাদতের সাথে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করেন। এর ফলাফল কী হবে? (উচ্চতর দৰতা)

ক মুসলিরগণ শাফাআত করবেন খ সাহাবিগণ শাফাআত করবেন
গ শহিদগণ শাফাআত করবেন ● কুরআন শাফাআত করবে

৫৫৫. জনাব হাবিব একজন সাধারণ মুমিন। খুব বেশি ইবাদত–বন্দেগি না করলেও ফরজ, ওয়াজিব এবং সুন্নতগুলো সঠিকভাবে পালন করেন এবং সেই সাথে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করেন। এর ফলে তার জন্য কে শাফাআত করবে? (উচ্চতর দৰতা)

ক মাতা খ পিতা গ আমল ● কুরআন

৫৫৬. জনাব আনোয়ার একজন খাঁটি মুমিন। এরপরও তাকে জান্নাতে যেতে হলে কার শাফাআতের প্রয়োজন হবে? (প্রয়োগ)

ক নবি–রাসুলগণের খ নেককার বান্দাগণের
● মহানবি (স)–এর ঘ মুমিন বান্দাগণের

৫৫৭. বেহেশতের মোট কয়টি স্তর? (জ্ঞান)

ক ৭ ● ৮ গ ৯ ঘ ১০

৫৫৮. কোনটি জান্নাতের স্তর? (জ্ঞান)

● কারার খ লাজা গ সাকার ঘ সাঈর

৫৫৯. জনাব মুন্তাকিম আলরাহর সামনে জবাবদিহি করার ভয়ে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে নিজেকে বিরত রেখেছেন। এর ফলে তিনি কী লাভ করবেন? (উচ্চতর দৰতা)

ক সম্পদ খ মর্যাদা গ দীর্ঘায়ু ● জান্নাত

৫৬০. আমান সাহেব সর্বদা নিজেকে কুপ্রবৃত্তি থেকে রৰা করেন। কারণ তিনি জানেন একদিন তাকে আলরাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। আমান সাহেবের স্থান কোথায় হবে? (প্রয়োগ)

ক আরাফে খ বারযাখে গ ইলিরয়িনে ● জান্নাতে

৫৬১. জনাব কামাল সর্বদা নিজেকে অশ্লীলতা ও কুকর্ম থেকে দূরে রাখেন। এর ফলে তার স্থান কোথায় হবে? (উচ্চতর দৰতা)

ক আরাফে খ বারযাখে গ ইলিরয়িনে ● জান্নাতে

৫৬২. জনাব জামাল একজন সৎ মানুষ। ইসলামের সকল বিধিবিধান তিনি সঠিকভাবে পালন করেন। এর ফলে তিনি লাভ করবেন– (উচ্চতর দৰতা)

ক দীর্ঘায়ু খ সম্মান গ সম্পদ ● জান্নাত

৫৬৩. জনাব মানিক অবাধ্য, পাপী এবং মন্দ আচরণকারী। এর ফলে পরকালে তার জন্য কী অপেৰা করছে? (উচ্চতর দৰতা)

ক কবরের অশান্তি ● জাহান্নামের শাস্তি
গ হাশরের যন্ত্রণা ঘ পুলসিরাতের বিভীষিকা

৫৬৪. আগুনের পোশাক প্রস্তুত রাখা হবে কাদের জন্য (জ্ঞান)

● কাফির খ মুশরিক গ পাপী ঘ মুনাফিক

৫৬৫. মি. সুজন একজন কাফির। জাহান্নামে তার পোশাক কীরূপ হবে? (প্রয়োগ)

ক লোহার ● আগুনের গ কাঁটার ঘ ইটের

৫৬৬. মি. দিমান একজন মুশরিক। জাহান্নামে তার মাথায় কী ঢালা হবে? (প্রয়োগ)

● ফুটন্ত পানি খ উত্তপ্ত পুঁজ গ গরম রক্ত ঘ জ্বলন্ত কয়লা

৫৬৭. পাপের শাস্তি ভোগ করে জান্নাতে যাবে কারা? (জ্ঞান)

ক কাফির ● পাপী মুমিনগণ
গ মুশরিক ঘ মুনাফিক

৫৬৮. পাপী মুমিনরা জান্নাতে যাবে কখন? (জ্ঞান)

ক বিচার শেষে খ পুল পারের পর
● শাস্তি ভোগের পর ঘ কিয়ামতের পর

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৬৯. জনাব সাত্তার সাহেব মনে–প্রাণে মহান আলরাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করেন। এর ফলে পরকালে তিনি লাভ করবেন– (উচ্চতর দৰতা)

i. জান্নাত ii. চিরশান্তি
iii. আখিরাত

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৭০. জাহান্নাম হলো ভীষণ শাস্তির স্থান। সেখানে চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে– (প্রয়োগ)

i. কাফিররা ii. পাপীরা
iii. মুনাফিকরা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫৭১. জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে– (অনুধাবন)

i. সীমালঙ্ঘন করা ii. নফল ইবাদত করা
iii. পার্থিক জীবনকে প্রাধান্য দেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৭২. মৃত্যুর পর থেকে পুনরৰত্থান পর্যন্ত সময়কে বলা হয়– (অনুধাবন)

i. কবর ii. বারযাখ
iii. হাশর

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৭৩. মহান আলরাহ সেদিন গোটা পৃথিবী ধ্বংস করে দেবেন। যেদিন– (অনুধাবন)

i. কোনো মুমিন থাকবে না ii. আলরাহর নাম থাকবে না
iii. মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৭৪ ও ৫৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব মারবফ জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে চান এবং পরকালের প্রতিটি স্তরে সফলতা লাভ করতে চান।

৫৭৪. এজন্য জনাব মারবফের করণীয় হবে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী না হওয়া

ii. দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য না দেয়া

iii. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপকে পরিহার না করা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৫৭৫. জনাব মারবফের এরূপ না করলে এর পরিণতিতে তিনি লাভ করবেন– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ii. আগুনের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি

iii. সাপ ও বিচ্ছুর বিষাক্ত দংশন

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৭৬ ও ৫৭৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব শফিক একজন পুণ্যবান ব্যক্তি। তিনি এখন মৃত্যুশয্যায়। সবাই আশা করছে আলল্লাহর রহমতের সাথে তিনি মৃত্যুবরণ করবেন।

৫৭৬. মৃত্যুর মাধ্যমে জনাব শফিক কোথায় প্রবেশ করবেন? (প্রয়োগ)

● পরকালের প্রবেশদ্বারে ⓚ নির্জন গৃহে

ⓖ মাটির তৈরি ছোট কুঠুরিতে ⓘ আপন ঘরে

৫৭৭. সবার আশা অনুযায়ী জনাব শফিক– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. কবরে সঠিক উত্তরদানে সমর্থ হবেন

ii. শান্তিময় জীবন লাভ করবেন

iii. ইসলামের বিধান অনুসরণ করবেন

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ পাঠ-১৫ : সৎকর্মশীল ও নৈতিকজীবন গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৩২

At a Glance

- আখিরাত হলো– পরকাল।
- অন্যায় ও অসৎকর্ম থেকে মানুষকে বিরত রাখে– আখিরাতে বিশ্বাস।
- মানুষ নেক আমল করে– জান্নাত প্রাপ্তির জন্য।
- দুনিয়ার জীবন– ক্ষণস্থায়ী।
- দুনিয়াতে ভালো কাজ করলে মানুষ পুরস্কৃত হবে– আখিরাতে।
- দুনিয়াতে পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তির স্থান হবে– জাহান্নাম।
- জান্নাত লাভের আশায় মানুষ হয়ে ওঠে– সৎকর্মশীল।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৭৮. কোনটি আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের ক্ষেত্র? (জ্ঞান)

● দুনিয়া ⓚ বারযাখ ⓖ কবর ⓘ সিজজীন

৫৭৯. 'দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র– এর মর্মার্থ কী?' (উচ্চতর দক্ষতা)

● দুনিয়া আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের ক্ষেত্র

ⓚ দুনিয়া আখিরাতের সফলতা লাভের ক্ষেত্র

ⓖ দুনিয়া আখিরাতের পূর্ণতা লাভের ক্ষেত্রে

ⓘ দুনিয়া আখিরাতের পুরস্কার লাভের ক্ষেত্র

৫৮০. মানুষ আখিরাতে বিশ্বাস করবে কেন? (অনুধাবন)

ⓚ নীতি ও আদর্শ অনুসরণের জন্য ● সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য

ⓖ পরোপকার ও সৃষ্টির সেবার জন্য ⓘ সম্মান, মর্যাদা ও নেতৃত্বের জন্য

৫৮১. অবাধ্য ও পাপী ব্যক্তি আখিরাতের কোন পর্যায়ে কষ্ট ভোগ করবে? (জ্ঞান)

ⓚ কবর ⓚ হাশর ⓖ নশর ● সকল

৫৮২. মানবজীবন গঠনের জন্য কোন বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ? (জ্ঞান)

ⓚ সাদাকাত ⓚ ইহসান ● আখিরাত ⓘ ইকরাম

৫৮৩. মানুষকে জীবন পরিচালনায় নীতি ও আদর্শের অনুসরণ করতে বাধ্য করে কীসে? (অনুধাবন)

ⓚ রিসালাতে বিশ্বাস ⓚ হিসাব–নিকাশে বিশ্বাস

● আখিরাতে বিশ্বাস ⓘ কঠোর আইন প্রয়োগ

৫৮৪. মানুষ আখিরাতে বিশ্বাস করবে কেন? (অনুধাবন)

● নীতি ও আদর্শ অনুসরণের জন্য

ⓚ সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য

ⓖ পরোপকার ও সৃষ্টির সেবার জন্য

ⓘ সম্মান, মর্যাদা ও নেতৃত্বের জন্য

৫৮৫. কোন ব্যক্তি প্রত্যহ তার সকল কাজের হিসাব নিজেই নিয়ে থাকে? (অনুধাবন)

ⓚ যে সততায় বিশ্বাস করে ⓚ যে আদলে বিশ্বাস করে

ⓖ যে আমানতে বিশ্বাস করে ● যে পরকালে বিশ্বাস করে

৫৮৬. মানুষ তার ভুলত্রুটি সংশোধন করতে পারে কীভাবে? (অনুধাবন)

● দৈনন্দিন আত্মসমালোচনার মাধ্যমে

ⓚ অন্যের উপকারের মাধ্যমে

ⓖ সৃষ্টির সেবা করার মাধ্যমে

ⓘ বিপদে জড়িয়ে না পড়ার মাধ্যমে

৫৮৭. মানুষ সচ্চরিত্রবান হয়ে ওঠে কীভাবে? (উচ্চতর দক্ষতা)

ⓚ আলল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে ● আত্মসমালোচনার মাধ্যমে

ⓖ নিয়মিত পরোপকারের মাধ্যমে ⓘ প্রতিবেশীর সেবার মাধ্যমে

৫৮৮. মানুষ কীভাবে তার ভুল–ত্রুটি সংশোধন করতে পারে? (অনুধাবন)

● নিজের জবাবদিহিতার মাধ্যমে ⓚ অন্যের উপকারের মাধ্যমে

ⓖ সৃষ্টির সেবা করার মাধ্যমে ⓘ বিপদে জড়িয়ে না পড়ার মাধ্যমে

৫৮৯. আখিরাতে পুণ্যবানকে কোথায় প্রবিষ্ট করানো হবে? (জ্ঞান)

● জান্নাতে ⓚ জাহান্নামে ⓖ বারযাখে ⓘ আরাফে

৫৯০. মানুষ কোনটি প্রাপ্তির আশায় নেক আমল করে? (জ্ঞান)

● জান্নাত ⓚ মর্যাদা ⓖ সম্পদ ⓘ সম্মান

৫৯১. খাদিজা আলল্লাহর ইবাদতের পাশাপাশি নেক আমল করেন। কোনটি প্রাপ্তির আশায় তিনি এরূপ কাজ করেন? (প্রয়োগ)

ⓚ মর্যাদা ● জান্নাত ⓖ সম্পদ ⓘ নেতৃত্ব

৫৯২. 'নিশ্চয়ই যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত; যার নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। এটাই মহাসাফল্য।'– এটি কোন সূরার আয়াত? (প্রয়োগ)

ⓚ সূরা আন–আম ⓚ সূরা–শুরা

● সূরা বুরুজ ⓘ সূরা–নিসা

৫৯৩. 'অনন্তর যে সীমালঙ্ঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয় জাহান্নামই হবে তার আবাস।'–এটি কোন সূরার আয়াত? (প্রয়োগ)

ⓚ সূরা আন–নিসা ● সূরা আন–নাযিআত

ⓖ সূরা আল–আরাফ ⓘ সূরা আত–তাওবা

৫৯৪. রোমানা হক একজন ইমানদার মহিলা। তিনি সকল অন্যায় ও অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকেন। এর ফলে তিনি আখিরাতে কী লাভ করবেন? (উচ্চতর দক্ষতা)

ⓚ আরাফ ⓚ বারযাখ ⓖ ইলিয়্যীন ● জান্নাত

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৯৫. আখিরাত হলো– (অনুধাবন)

i. মৃত্যুর পরবর্তী জীবন ii. পরকালের অনন্ত জীবন

iii. মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবন

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

৫৯৬. মানুষ জান্নাত ও তার নিয়ামত প্রাপ্তির আশায়– (অনুধাবন)

i. নেক আমল করে ii. অনেক কাজ করে

iii. ভালো কাজে উৎসাহিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ও ii ● i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

৫৯৭. জাহান্নাম অতি কষ্টের স্থান। সেখানে রয়েছে– (অনুধাবন)

i. সাপ ii. বিচ্ছু iii. আগুন

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৯৮ ও ৬৯৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

হাশেম সাহেব সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও পরকালের জবাবদিহিতায় বিশ্বাস করে না।

৫৯৮. হাশেম সাহেবের মানসিকতা ইসলামের দৃষ্টিতে কীরূপ? (প্রয়োগ)

ⓐ শিরক ⓑ ফিসক ● কুফর ⓓ নিফাক

৫৯৯. হাশেম সাহেবের চিন্তা–চেতনায় প্রকাশ পেয়েছে সে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. অবাধ্য ii. হতাশাগ্রস্ত iii. অকৃতজ্ঞ

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ⓑ ii ⓒ iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬০০ ও ৬০১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জাবেদ আলম একজন মুমিন ও পুণ্যবান ব্যক্তি। তিনি জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে চান এবং পরকালের প্রতিটি স্তরে সফলতা লাভ করতে চান।

৬০০. জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য জাবেদ আলমকে কী করতে হবে? (প্রয়োগ)

ⓐ মিলাদ–মাহফিলের আয়োজন করতে হবে

ⓑ মহানবি (স)–এর শানে বেশি বেশি দরুদ পাঠ করতে হবে

ⓒ একাধারে তিন মাস তাবলিগ জামাতের সাথে থাকতে হবে

● পাপমুক্ত থেকে আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করতে হবে

৬০১. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে জনাব জাবেদ আলম আখিরাতে লাভ করবেন– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. জান্নাত

ii. মহাসাফল্য

iii. উত্তম পুরস্কার

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ● i, ii ও iii

■ অধ্যায়ের পাঠ সমন্বিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬০২. ইসলাম আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। এতে প্রমাণ হয়– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. ইসলামের বিধায়ক মহান আল্লাহ

ii. ইসলামের মহান নীতিগুলো মহান আল্লাহর দেওয়া

iii. খলিফা ইসলামের বিধায়ক

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ⓑ ii ⓒ iii ● i ও ii

৬০৩. ইসলাম সর্বজনীন ধর্ম। কারণ এটি– (অনুধাবন)

i. কাল, অঞ্চল বা জাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়

ii. শুধুমাত্র আরব অঞ্চল বা জাতির জন্য নির্দিষ্ট

iii. কারও নামে নামকরণ করা হয়নি

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ও ii ● i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

৬০৪. জামাল সাহেব দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে চান। এজন্য তাকে স্বীয় জীবনে পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে– (প্রয়োগ)

i. ইমান

ii. ইহসান

iii. ইসলাম

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ও ii ● i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

৬০৫. ইমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী– (অনুধাবন)

i. নিফাক ii. কুফর

iii. শিরক

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬০৬. আবুল কালাম একজন মুমিন ব্যক্তি। তিনি ইসলামের বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করেন। এর ফলে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. তার মর্যাদা সমুন্নত হবে

ii. মানবিক মূল্যবোধ বিকশিত হবে

iii. অনৈতিকতা বিকশিত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

৬০৭. আরিফ সাহেব ইসলামের মূল বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করেন। তিনি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট মাথা নত করেন না। এ থেকে প্রমাণিত হয় তিনি একজন– (প্রয়োগ)

i. কৃতজ্ঞ মানুষ

ii. পরোপকারী মানুষ

iii. বিশ্বাসী মানুষ

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ও ii ● i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

৬০৮. একটি দৈনিক পত্রিকায় মহানবি (স)–এর কটূক্তিপূর্ণ ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়। এ ধরনের প্রকাশনা ইসলামের দৃষ্টিতে– (প্রয়োগ)

i. কুফর

ii. শিরক

iii. অন্যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ও ii ● i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

৬০৯. ইশাম তার পীর সাহেবকে সিজদা করেন। তিনি শিরক করেছেন– (প্রয়োগ)

i. আল্লাহর অস্তিত্বে

ii. আল্লাহর ইবাদতে

iii. আল্লাহর গুণাবলিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓐ i ● ii ⓒ iii ⓓ i ও ii

৬১০. বোরহান তার বন্ধু আতিক থেকে ৫০০ টাকা ধার নিয়ে পরবর্তীতে অস্বীকার করে। এর ফলে বোরহানের যে ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. কপটতা ii. সত্যবাদিতা

iii. মিথ্যাচারিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬১১. মুনাফিকদের শাস্তি হবে কাফির এবং মুশরিকদের চেয়ে কঠিন। কারণ– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. মুনাফিকরা সমাজে নন্দিত

ii. মুনাফিকদের অন্তরে কুফর লুকিয়ে থাকে

iii. কাফিরের চেয়ে মুনাফিক বেশি ক্ষতিকর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬১২. নবি–রাসুল প্রেরণের উদ্দেশ্য– (অনুধাবন)

i. তাওহিদের প্রচার ii. মানুষের হিদায়াত

iii. বাদশাহী জীবনযাপন

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬১৩. আল–কুরআন অনুসরণে জীবন পরিচালনা করলে মানবজীবন হয়– (অনুধাবন)

i. নৈতিকতামণ্ডিত ii. সুন্দর

iii. শান্তিময়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬১৪. মানুষকে সত্য ও সুন্দর জীবন গঠনে অনুপ্রাণিত করে– (অনুধাবন)

i. পরকালের জ্ঞান ii. জান্নাত–জাহান্নামের জ্ঞান

iii. বৈষয়িক জ্ঞান

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬১৫. আখিরাতে বিশ্বাসের ফলে পরকালীন জীবনে– (অনুধাবন)

i. সফলতা লাভ করা যায় ii. ধন–সম্পদ লাভ করা যায়

iii. জান্নাত লাভ করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬১৬. চিরস্থায়ী জান্নাত হারাম হয়– (অনুধাবন)

i. কাফিরদের জন্য ii. মুশরিকদের জন্য

iii. মুনাফিকদের জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ i ও ii ● i, ii ও iii

৬১৭. আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে– (অনুধাবন)

i. পাপমুক্ত জীবনযাপনে ii. সৎকর্মশীল জীবনযাপনে

iii. অনৈতিক জীবনযাপনে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬১৮ ও ৬১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মি. জেমস ইসলাম ধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আন্তরিকভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ' উচ্চারণ করেন।

৬১৮. মি. জেমস কোথায় প্রবেশ করেছেন? (প্রয়োগ)

ক শরিয়তে ● ইসলামে

গ ইবাদতে ঘ ইমানে

৬১৯. জেমসের জন্য করণীয় হবে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. রমযানের রোযা পালন করা

ii. সালাত ও যাকাত আদায় করা

iii. সামর্থ্যবান হলে হজ পালন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬২০ ও ৬২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শিকড়ের সাথে গাছের পত্রপল্লবের যেমন সম্পর্ক, ইমানের সাথে ইসলামের তেমন সম্পর্ক। কিন্তু ফাহিম তারই পাঠ্যবই থেকে এ বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারেনি।

৬২০. ফাহিম বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে হলে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. ইমান ও ইসলামের সংজ্ঞা জানতে হবে

ii. কোনো বিজ্ঞ আলেমের কাছে যেতে হবে

iii. নবি–রাসুলের জীবনচরিত পড়তে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬২১. অনুচ্ছেদের আলোকে নিচের কোন উদাহরণটি যথার্থ হবে? (প্রয়োগ)

ক মেঘের সাথে বৃষ্টির ● প্রদীপের সাথে আলোর

গ খেতের সাথে মাঠের ঘ কলমের সাথে কালির

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬২২ ও ৬২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সুজন বাবু বলেন, আল্লাহ জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তিনি সন্তান জন্ম দিয়েছেন। তার বন্ধু আব্দুল হক তাকে সূরা ইখলাস পাঠ করে শোনান। এতে সুজন বাবুর মধ্যে পরিবর্তন আসে।

৬২২. সুজন বাবুর ধারণাটি কীসের পর্যায়ে পড়ে? (প্রয়োগ)

● শিরক খ কুফর গ নিফাক ঘ কিযব

৬২৩. বন্ধু আব্দুল হকের পঠিত সূরা থেকে সুজন বাবু শিক্ষা লাভ করেছে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. আল্লাহর তায়ালার পরিচয় ii. তাওহিদের মূলকথা

iii. রিসালাতের বর্ণনা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬২৪ ও ৬২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মির্জা গোলাম আহমদ এক পীরের মুরিদ। তিনি প্রায়ই পীরের দরগায় গিয়ে সিজদা করেন। মহল্লার মসজিদের ইমাম সাহেব এ ঘটনা জানতে পেরে তাকে বলেন, তুমি অমার্জনীয় অপরাধ করেছ। এ পথ থেকে শীঘ্রই ফিরে এস।

৬২৪. অমার্জনীয় অপরাধ বলে ইমাম সাহেব কীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন? (প্রয়োগ)

ক কুফর ● শিরক গ নিফাক ঘ ফিসক

৬২৫. এরূপ কর্মকাণ্ডের ফলে মির্জা গোলাম আহমদ ভোগ করবেন– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. জাহান্নামের আযাব ii. যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি

iii. পারিবারিক শাস্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬২৬ ও ৬২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মাইনউদ্দিন সাহেব মুহাম্মদ (স)–কে শেষ নবি হিসেবে মানেন না। তিনি মনে করেন এখনও অনেক নবি–রাসুলের আগমন ঘটবে।

৬২৬. মাইনউদ্দিন সাহেবের এরূপ বিশ্বাস কীসের পরিপন্থী? (প্রয়োগ)

ক তাওহিদের খ ইহসানের

● খতমে নবুয়তের ঘ তাসাউফের

৬২৭. এরূপ বিশ্বাসের ফলে তিনি পরিচয় লাভ করবেন– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. কাফিররূপে ii. মুশরিকরূপে

iii. মুনাফিকরূপে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i খ ii গ iii ঘ i ও ii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬২৮ ও ৬২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মফিজ সাহেবকে শরিয়ত পালন না করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'এই দুনিয়ার জীবনই শেষ। মৃত্যুর পর কিছুই হবে না।'

৬২৮. মফিজ সাহেবের বক্তব্য কোন বিশ্বাসের পরিপন্থী? (প্রয়োগ)

ক রিসালাত ● আখিরাত গ তাওহিদ ঘ তাকদির

৬২৯. এরূ প বিশ্বাসের ফলে তিনি– (উচ্চতর দৰতা)

i. পথভ্রষ্ট হবেন ii. পাপাচারে লিপ্ত হবেন

iii. ধন–সম্পদ হারাবেন

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ক i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ কুফর ও ইসলাম

বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে বসে নাবিল ও রায়হান দু'বন্ধু মিলে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করছিল। পৃথিবীতে ইসলাম, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মের প্রচলন রয়েছে। নাবিল মনে করে যে, স্রষ্টা বা ধর্ম বলতে কিছুই নেই। জীবন পরিচালনার জন্য মানুষের জ্ঞান, বিবেক এবং বুদ্ধিই যথেষ্ট। কিন্তু তার বন্ধু রায়হান দ্বিমতপোষণ করে বলে যে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ বা অনুসরণ করা যাবে না। সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামের কোনো বিকল্প নেই, কেননা ইসলামই হলো একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। [স. বো. '১৬]

ক. আকাইদ অর্থ কী? ১

খ. শিরক ৰমার অযোগ্য অপরাধ কেন? ২

গ. নাবিলের ধারণা কীরূ প? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত রায়হানের বক্তব্যের যথার্থতা নিরূ পণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আকাইদ অর্থ বিশ্বাসমালা।

খ পৃথিবীতে যত রকমের জুলুম আছে তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় জুলুম হলো শিরক করা। শিরক হলো মহান আলরাহ তায়ালার একত্ববাদের সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে অংশীদার বা সমকৰ সাব্যস্ত করা। অথচ মহান আলরাহ তায়ালা এক ও একক। তাই এটি ৰমার অযোগ্য জঘন্য অপরাধ।

গ নাবিলের ধারণা কুফরের অন্তর্ভুক্ত। আমরা জানি আলরাহ তায়ালার মনোনীত দীন–ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটির প্রতি অবিশ্বাস করাকে কুফর বলা হয়। যেমন : আলরাহর তায়ালার অস্তিত্ব, গুণাবলি, ইমানের মৌলিক সাতটি বিষয়, ইসলামের মৌলিক ইবাদত প্রভৃতির কোনো একটিকে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করা। তাছাড়া হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল মনে করা, ইচ্ছাকৃতভাবে কাফিরদের অনুকরণ করা ও ইসলামের গুরৰত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা–বিদ্রূপ করা কুফরির অন্তর্ভুক্ত। উদ্দীপকে আমরা নাবিলের ধারণার পরিচয় পাই যে, সে মনে করে স্রষ্টা বা ধর্ম বলতে কিছুই নেই। তার মতে মানুষের জ্ঞান, বিবেক এবং বুদ্ধিই যথেষ্ট। তার এ ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন এবং দীন ইসলামের মৌলিক বিষয়ের পরিপন্থী বলে তা কুফরের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত রায়হানের বক্তব্য যথার্থ। কারণ রায়হান মনে করে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করা যাবে না। ইসলাম হলো পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। সূরা আল–মায়িদার ৩নং আয়াতে আলরাহ তায়ালা বলেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম, আর তোমাদের ওপর আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।' আলরাহর এ বাণী থেকে বোঝা যায়, আলরাহ নিকট পছন্দনীয় এবং আলরাহ কর্তৃক অনুমোদিত একমাত্র জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম। সূরা আলে–ইমরানের ১৯নং আয়াতে আলরাহ তায়ালা বলেন, 'ইসলামই আলরাহর একমাত্র দীন'। এছাড়া মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল কাজকর্মের যথাযথ দিকনির্দেশনা ইসলামে বিদ্যমান। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সকল বিষয়ই ইসলামে যথাযথভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবন বা পরকালের বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনাও ইসলামে রয়েছে। সুতরাং সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামের বিকল্প নেই। তাই ধর্ম সম্পর্কে রায়হানের বিশ্বাস ও বক্তব্য সম্পূর্ণ সঠিক।

প্রশ্ন– ২ কুফর

আকরাম সাহেব ও আদনান সাহেব দুই বন্ধু। আকরাম সাহেব ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। তার ধারণা কর্মের দ্বারাই তিনি উপার্জন করেছেন এবং তাকদির বলে কিছু নেই। পৰান্তরে আদনান সাহেব পবিত্র কুরআন ও মহানবি (স) কে ঠাট্টা উপহাস করেন। তারা উভয়েই নিজেদেরকে ইমানদার ও মুসলমান বলে দাবি করেন। [স. বো. '১৫]

ক. আখিরাত শব্দের অর্থ কী? ১

খ. ইমান বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আকরাম সাহেবের ধারণা কিসের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আদনান সাহেবের কর্মকাণ্ডের পরিণতি ও কুফল ইসলামের আলোকে বিশেরষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আখিরাত শব্দের অর্থ পরকাল।

খ শরিয়তের যাবতীয় বিধিবিধান অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং তদনুযায়ী আমল করাই ইমান।

অর্থাৎ ইমানা হচ্ছে– "আলরাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ, রসুলগণ, পরকাল এবং ভালো–মন্দের (ভালো মন্দ আলরাহ তায়ালার পৰ থেকেই হয়) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। প্রকৃতপৰে, ইসলামের মূল বিষয়গুলোর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসকেই বলা হয় ইমান।

গ আকরাম সাহেবের ধারণা কুফরের অন্তর্ভুক্ত। আমরা জানি আলরাহ তায়ালার মনোনীত দীন–ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটিরও প্রতি অবিশ্বাস করাকে কুফর বলা হয়। ইচ্ছাকৃতভাবে কাফিরদের অনুকরণ করা ও ইসলামের গুরত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ঠাট্টা–বিদ্রূ প করা কুফরির অন্তর্ভুক্ত। আলরাহ তায়ালা মানুষের তাকদিরের নিয়ন্ত্রক। তিনিই তাকদিরে ভালো–মন্দ নির্ধারণকারী। মানুষ

যা চায় তা–ই করতে পারবে না। বরং মানুষ শুধু তার কাজের জন্য চেষ্টা সাধনা করতে পারে। উদ্দীপকের আকরাম সাহেব অর্থ উপার্জন করার চেষ্টা করেছেন মাত্র। কিন্তু তার তাকদিরে মহান আলৱাহ তায়ালাই সম্পদ লিখে দিয়েছেন। অথচ এই তাকদিরের প্রতিই তার অবিশ্বাস। আবার তিনি নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করেন। উলিৱখিত আলোচনার প্রেৰিতে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আকরাম সাহেবের ধারণা কুফরের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ আদনান সাহেবের কর্মকাণ্ডের পরিণতি ও কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ।

ইসলামের কোনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা–বিদ্রূপ করা কুফরির শামিল। যেমন: মহানবি হযরত মুহম্মদ (স) কিংবা কুরআনকে নিয়ে ঠাট্টা–উপহাস করা। কেউ যদি আলৱাহর অস্তিত্ব ও গুণাবলি, মৌলিক ইবাদত, ইমানের সাথে সংশিৱষ্ট কোনো বিষয় অস্বীকার বা ঠাট্টা–বিদ্রূপ করে তাহলে তার ইমান থাকতে পারে না বরং সে কাফির। যদিও সে মুসলমান বলে দাবি করে। যেমনটি আমরা দেখতে পাই উদ্দীপকের আদনান সাহেবের কর্মকাণ্ডে। কুফর মানুষের মধ্যে অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতার জন্ম দেয়। কাফির ব্যক্তি আলৱাহ তায়ালাকে অবিশ্বাস করে, তাঁর প্রদত্ত সকল নিয়ামত অস্বীকার করে। সে পরকালের যাবতীয় বিষয়াদিও অবিশ্বাস করে। তার নিকট দুনিয়ার জীবনই প্রধান। দুনিয়ার জীবনের আরাম আয়েশের লোভে নানা প্রকার অসৎ ও অশৱীল কাজে জড়িয়ে পড়ে। কাফির ব্যক্তি ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে বিদ্রোহ করে। পরকালে কাফির ব্যক্তি জাহান্নামে চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে। সে যদি উলিৱখিত কুফল ও ভয়াবহ পরিণতি থেকে বাঁচতে চায় তাহলে তাকে কুরআন ও মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) কে নিয়ে ঠাট্টা–বিদ্রূপ করা বন্ধ করতে হবে এবং অতীত অপরাধের জন্য মহান আলৱাহর নিকট খাঁটি মনে তাওবা করতে হবে। তবেই সে মুক্তি পেতে পারে অন্যথায় নয়।

প্রশ্ন– ৩ ▸▸ নিফাক ও কুফর

আফজাল ও আফতাব দুই বন্ধু। আফজাল পার্থিব লোভ–লালসা ও স্বার্থরৰায় এতটাই লিপ্ত যে, অপরের অকল্যাণ ও অমঙ্গল করতে পিছপা হয় না। সমাজে সন্দেহ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়ায়। এমনকি তার কথা ও কাজে মিল নেই। অন্যদিকে আফতাবের ধারণা পৃথিবীতে যখন মানবতার চরম বিপর্যয় ঘটবে তখন আলৱাহ তাদের হিদায়াতের জন্য নবি–রাসুল প্রেরণ করবেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে। [স. বো. '১৫]

ক. 'খাতামুন' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. আসমানি কিতাবে বিশ্বাস রাখতে হবে কেন? ২
গ. আফজালের কর্মকাণ্ডে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আফতাবের এরূপ ধারণার পরিণতি কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশেৱষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খাতামুন শব্দের অর্থ শেষ, সমাপ্তি।

খ আসমানি কিতাবে অবিশ্বাসের কারণে ইমানের অন্যান্য বিষয়গুলো অস্বীকার করা হয় বিধায় আসমানি কিতাবে বিশ্বাস রাখতে হবে। আসমানি কিতাবসমূহে বিশ্বাস স্থাপন না করলে ইমানের মূল বিষয়ই নড়বড়ে হয়ে যায়। সুতরাং ইমান আনার জন্য আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য।

গ আফজালের কর্মকাণ্ডে নিফাক প্রকাশ পেয়েছে। অন্তরে কুফর ও অবাধ্যতা গোপন করে মুখে ইসলামকে স্বীকার করার নাম হলো নিফাক। যে এরূপ কাজ করে তাকে বলা হয় মুনাফিক। মিথ্যার পাশাপাশি মুনাফিকরা অন্যান্য খারাপ ও অনৈতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। পার্থিব লোভলালসা ও স্বার্থরৰায় তারা মানুষের অকল্যাণ করতেও পিছপা হয় না। তারা পরনিন্দা ও পরচর্চা করে। উদ্দীপকেও আমরা এরকমই দেখতে পাই যে, আফজাল মুনাফিক। সে তার নিজের স্বার্থ রৰার জন্য মানুষে অকল্যাণ ও ৰতি করতে দ্বিধাবোধ করে না। আর এ কাজে সে সর্বদা লিপ্ত থাকে। এমনকি সে সমাজের মানুষের মধ্যে সন্দেহ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছে। তার কথা ও কাজে কোনো মিল নেই। এহেন পরিস্থিতিতে সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রে তার জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থাৎ তার এ ধরনের কাজের মাধ্যমে নিফাক প্রকাশ পাচ্ছে।

ঘ আফতাবের খতমে নবুয়তের প্রতি অবিশ্বাসের ধারণার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বশেষ নবি। তাঁর মাধ্যমে দীনের পূর্ণতা ঘোষিত হয় এবং নবুয়তের ধারা সমাপ্ত হয়। তিনি নবি–রাসুলগণের ধারায় সর্বশেষে আগমন করেছেন। আলৱাহ তায়ালা স্বয়ং তাঁকে 'খাতামুন নাবিয়্যিন' তথা সর্বশেষ নবি বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু উদ্দীপকের আফতাব তা মানে না। তার ধারণা যখন পৃথিবীতে মানবজাতির বিপর্যয়, অন্যায় অপরাধ বিস্তার লাভ করবে তখনই মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আলৱাহ তায়ালা পৃথিবীতে নবি–রাসুল প্রেরণ করবেন। তার এ ধারণা 'খাতামুন নাবিয়্যিন' ধারণার পরিপন্থি।

খতমে নবুয়তে অবিশ্বাস অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতার জন্ম দেয়। মহানবি (স)–কে শেষ নবি না মানলে সে ইসলামকে পরিপূর্ণ দীন এবং জীবনবিধান হিসেবেও মানে না। সে হয় মিথ্যাবাদী এবং ইসলামের শিৰা ও আদর্শ সে বর্জন করে। ফলে তার দুনিয়ার জীবন হয় উদ্দেশ্যহীন এবং হতাশাব্যঞ্জক। সেই সাথে তার পরকালীন জীবন হবে ভয়াবহ। তাই হাশরের বিচারে সে মুক্তি পাবে না। বরং চিরকাল জাহান্নামের কঠিন শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে। বস্তুত এর পরিপন্থি ধারণা আফতাবকে দুনিয়া ও আখিরাতে ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দিবে।

প্রশ্ন– ৪ ▸▸ কুফর ও শিরক

রাফিন ইসলামের সকল দিক বিশ্বাস করলেও তাকদিরে বিশ্বাস করে না। তার ধারণা, তাকদির বলে কিছু নেই। অন্যদিকে জাহিন নামায–রোজা পালন করার পাশাপাশি গায়রুল্লাহকে সিজদা করে। তার বিশ্বাস পুণ্যবান মৃত ব্যক্তি মানুষের কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পারে।

[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. আলৱাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করার নাম কী? ১
খ. তাওহিদের জ্ঞান থাকা মানুষের জন্য অত্যাবশ্যক কেন? ২
গ. রাফিনের ধারণাটি কীসের পরিপন্থি? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জাহিনের বিশ্বাসের সাথে তুমি কি একমত? যুক্তি দেখাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আলৱাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করার নাম ইসলাম।

খ তাওহিদের জ্ঞান ছাড়া ইসলামের মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা যায় না। তাই তাওহিদের জ্ঞান থাকা মানুষের জন্য আবশ্যক।

আলৱাহর প্রভুত্ব স্বীকার করলে অসংখ্য সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়া যায়। মানুষ আলৱাহ ছাড়া কারও কাছে মাথানত করবে না। আলৱাহ সকল ৰমতার অধিকারী। এ বিশ্বাস স্থাপন করে নিজেকে শিরকের অমার্জনীয় পাপ থেকে রৰা করার জন্যই তাওহিদের জ্ঞান থাকা অপরিহার্য।

গ রাফিনের ধারণা ইমানের পরিপন্থি বা কুফরির শামিল। ইমান অর্থ বিশ্বাস। একজন মুসলিমকে ইমানের কতকগুলো মৌলিক বিষয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হয়। এগুলো কুরআন ও হাদিস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। এ বিষয়গুলোতে বিশ্বাস ছাড়া কেউ মুমিন হতে পারে না। এরূ প বিষয়গুলো মোট ৭টি। এর মধ্যে তাকদির উলেৱখযোগ্য একটি। তকদির অর্থ নির্ধারিত পরিমাণ, ভাগ্য বা নিয়তি। আলৱাহ তায়ালা মানুষের তাকদিরের নিয়ন্ত্রক। তিনিই তাকদিরের ভালোমন্দ নির্ধারণকারী। মানুষ যা চায় তা–ই করতে পারে না। বরং মানুষ শুধু তার কাজের জন্য চেষ্টা সাধনা করবে। অতঃপর ফলাফলের জন্য আলৱাহর ওপর ভরসা করবে। উদ্দীপকের রাফিনের তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস নেই। মানুষের ভাগ্যের নির্ধারক একমাত্র আলৱাহ। ভাগ্যে বিশ্বাস না থাকায় রাফিনের ধারণা ইমানের পরিপস্থি ও কুফরির অন্তর্ভুক্ত।

ঘ শিরকের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় জাহিনের বিশ্বাসের সাথে আমি একমত নই। শিরক অর্থ অংশীদার সাব্যস্ত করা, একাধিক স্রষ্টা বা উপাস্যে বিশ্বাস করা। ইসলামি পরিভাষায়, মহান আলৱাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলে। যে ব্যক্তি শিরক করে তাকে মুশরিক বলা হয়। উদ্দীপকের জাহিন একজন মুশরিক। কেননা জাহিন নামায–রোজা পালন করলেও আলৱাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করে, যা প্রকাশ্য শিরক। এছাড়া পুণ্যবান হোক আর পাপাচারী হোক কোনো মৃত ব্যক্তিই মানুষের কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধন করতে পারে না। কিন্তু জাহিনের বিশ্বাস এর বিপরীত। আর এরূ প বিশ্বাস করাও এক ধরনের শিরক। শিরক জঘন্য অপরাধ। পৃথিবীর সকল প্রকার জুলুমের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো শিরক। আলৱাহ তায়ালা সকল গুনাহ মাফ করে দেন কিন্তু শিরকের গুনাহ মাফ করেন না। প্রকৃতপৰে শিরক ৰমার অযোগ্য অপরাধ। তাই জাহিনের বিশ্বাস, শিরকের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় তা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।

প্রশ্ন– ৫ ▸▸ আখিরাতে বিশ্বাসের গুরবত্ব ও কুফর

আফতাব এবং আশরাফ দুই বন্ধু। তারা একদিন এক মাহফিলে শুনতে পান মহান আলৱাহ মানুষের সকল কাজের হিসাব নিবেন। আফতাব বলল, পৃথিবীতে এত মানুষের হিসাব আলৱাহর পৰে নেয়া সম্ভব নয়। মানুষ মরে গেলে পচে মাটির সাথে মিশে যাবে। আর কারো হিসাব–নিকাশ হবে না।[মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

ক. মিযান অর্থ কী? ১
খ. আখিরাতে বিশ্বাস করতে হবে কেন? ২
গ. আফতাবের বিশ্বাস কীসের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কুরআন ও হাদিসের আলোকে আখিরাতের জীবনের গুরবত্ব বিশেৱষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মিযান অর্থ পরিমাপক যন্ত্র বা দাঁড়িপালৱা।

খ আখিরাতে বিশ্বাস করা আবশ্যক। আখিরাতে বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন বা মুসলিম হতে পারে না। পরকালীন জীবনের সফলতা ও জান্নাত লাভ করার জন্যও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করতে হবে। আখিরাতে বিশ্বাস না করলে মানুষ সত্যপথ থেকে দূরে সরে যায়, পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। আখিরাতে বিশ্বাস মানবজীবনকে কলুষমুক্ত, পবিত্র ও সুন্দর করে তোলে।

গ আফতাবের বিশ্বাস কুফরের অন্তর্গত। ইসলামি পরিভাষায় আলৱাহ তায়ালার মনোনীত দীন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটির প্রতিও অবিশ্বাসকে কুফর বলে। কুফর হলো ইমানের বিপরীত। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোতে বিশ্বাসের নাম ইমান। আর এসব বিষয়ে অবিশ্বাস করা হলো কুফর। উদ্দীপকের আফতাব মনে করে পৃথিবীর এত মানুষের হিসাব আলৱাহর পৰে নেয়া সম্ভব নয়। মানুষ মরে গেলে পচে মাটির সাথে মিশে যাবে আর কারো হিসাব–নিকাশ হবে না। আফতাবের এই মনোভাবের মাধ্যমে আখিরাতের প্রতি তার অবিশ্বাসের চিত্র ফুটে উঠেছে যা কুফরের অন্তর্গত। মানবজীবনে কুফরের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। কুফরের ফলে শুধু দুনিয়াতেই নয় আখিরাতেও মানুষকে শোচনীয় পরিণতি ভোগ করতে হবে। পরকালে কাফিররা জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। আলৱাহ তায়ালা বলেন, যারা কুফরি করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (সূরা আল বাকারা, আয়াত–৩৯)

ঘ কুরআন ও হাদিসে আখিরাতের জীবনের ওপর অত্যধিক গুরবত্ব প্রদান করা হয়েছে। আখিরাত হলো পরকাল। আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী। এ জীবনের শুধু আছে কিন্তু শেষ নেই। সেখানে মানুষকে দুনিয়ার জীবনের সকল কাজ কর্মের হিসাব দিতে হবে। দুনিয়াতে ভালো কাজ করলে মানুষ জান্নাত লাভ করবে। আর ইমান না আনলে, অসৎকাজ করলে মানুষের স্থান হবে ভীষণ আযাবের স্থান; জাহান্নাম। ইসলামের জীবনদর্শনে আখিরাতে বিশ্বাসস্থাপন অপরিহার্য। এ বিশ্বাসের গুরবত্ব অপরিসীম। আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া মুমিন ও মুত্তাকি হওয়া যায় না। আলৱাহ তায়ালা বলেন, আর তারা (মুত্তাকিগণ) আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। (সূরা আল বাকারা, আয়াত ৪)। আখিরাতে বিশ্বাস করা আবশ্যক। আখিরাতে বিশ্বাস না করলে মানুষ সৎপথ থেকে দূরে সরে যায়, পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। আলৱাহ তায়ালা বলেন– কেউ আলৱাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি অবিশ্বাস করলে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। (সূরা আন নিসা, আয়াত : ১৩৬)। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখে এবং পুণ্য কাজ করতে উৎসাহ যোগায়। পরিশেষে বলা যায়, আখিরাতে বিশ্বাস মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ। এটি মানবজীবনকে কলুষমুক্ত, পবিত্র ও সুন্দর করে তোলে।

প্রশ্ন– ৬ ▸▸ নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের ভূমিকা

জনাব আজিজুল হক এবং এমদাদ সাহেব একে অন্যের প্রতিবেশী। আজিজুল হক সরকারি কর্মকর্তা। অফিসের কাজে বিভিন্ন ব্যক্তি তার বাসায় যাতায়াত করে এবং তারা দামী উপহার নিয়ে আসে। এমদাদ সাহেব জানতে পারেন যে আজিজুল হক এসব উপহার ঘুষ হিসেবে গ্রহণ করেন। একদিন আজিজুল হক সাহেবের সাথে দেখা হলে এমদাদ সাহেব তাকে বলেন যে, আলৱাহ তায়ালা সব কাজের হিসাব চাইবেন। তাই ইমানদার এবং মুমিন ব্যক্তির সব ধরনের অমানবিক ও অনৈতিক কার্যকলাপ হতে দূরে থাকা উচিত।

[বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]

ক. মুমিন অর্থ কী? ১
খ. নৈতিক মুল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. ইমান মানুষকে নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে– কথাটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের ভূমিকা গুরবত্বপূর্ণ

কেন? আলোচনা কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুমিন অর্থ বিশ্বাসী।

খ নৈতিক মূল্যবোধ বিচারের মানদণ্ড তথা ভালোমন্দ উপলব্ধিকে বুঝায়। নৈতিকতা সুসম্পন্ন হওয়ার জন্য আগে ব্যক্তির মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ থাকতে হবে। তবেই তিনি বুঝতে পারবেন কোনটি ভালো কাজ কোনটি মন্দ কাজ। আর এটা বুঝতে পারার বোধকে নৈতিক মূল্যবোধ বলে।

গ ইমাম মানুষকে নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে কথাটি সঠিক। নৈতিক জীবনযাপন বলতে বুঝায় সৎ জীবনযাপন করা। সকল প্রকার অসৎকাজ থেকে বিরত থাকা। আর নৈতিক জীবনযাপনের মধ্যে মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ থাকতে হবে। আর ইমান মানুষকে নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। উদ্দীপকে উলিৱখিত উক্তিটি হচ্ছে ইমান মানুষকে নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ নৈতিক মূল্যবোধ মন্দ অভ্যাস ও অশৱীল কার্যাবলি থেকে বিরত থাকে। ইমান মানুষকে দায়িত্বশীল ও জবাবদিহির ব্যাপারে সতর্ক করে মুমিন ব্যক্তি সতর্ক থাকে যে তাকে আলৱাহ তায়ালার সামনে হাজির হতে হবে। সেদিন আলৱাহ সব কাজকর্মের হিসাব চাইবনে। অতএব এ জবাবদিহির ভয়ে মুমিন ব্যক্তি সব ধরনের অমানবিক ও অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকেন। আর এ জবাবদিহিতার ভয় তাকে সৎ কাজ করতে, ন্যায়ের পথে চলতে ও নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং বলতে পারি ইমান মানুষকে মহান আলৱাহর নির্দেশমতো চলতে উৎসাহিত করে এবং নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে।

ঘ মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ। কেননা ইমান নানাভাবে মানুষের মানবিকতার বিকাশ করে থাকে। ইমানের মূল কথা হলো আলৱাহ তায়ালাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও মাবুদ। তিনি ব্যতীত প্রশংসা ও ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি ব্যতীত আর কারও সামনে মাথা নত করা যাবে না। এ কালিমা মানুষকে আত্মমর্যাদাশীল করে। ইমান মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথে পরিচালিত করে। নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই মানবিকতা ও নৈতিকতার ধারক হয়। অন্যায়–অত্যাচার ও অনৈতিক কার্যকলাপ ইমানের সম্পূর্ণ বিপরীত। পূর্ণাঙ্গ মুমিন ব্যক্তি কখনোই মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের বিপরীত কাজ করতে পারে না। বরং মুমিন ব্যক্তি সবসময়ই নীতি–নৈতিকতা ও মানবিকতার আদর্শ অনুসরণ করে। সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, সহযোগিতা সহমর্মিতা ইত্যাদি সৎগুণাবলির চর্চা করে। মুমিন ব্যক্তি জবাবদিহির ভয়ে সকল অন্যায়–অবিচার ও অনৈতিক কাজ বাদ দিয়ে সুন্দর ও উত্তম আদর্শের অনুশীলন করে থাকে। এভাবে ইমান মানুষের মধ্যে মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়।

প্রশ্ন– ৭ শিরক

আলৱাহ তায়ালা শিরকের গুনাহ কখনো ৰমা করবেন না, তারপরও মানুষ শিরক করে থাকে। শিরক মানবসমাজে বিবাদ ও বিভেদ সৃষ্টি করে। মুশরিক নানারকম জড়পদার্থ, দেবদেবী, প্রতিমা, প্রাকৃতিক শক্তির সামনেও মাথা নত করে। [যশোর জিলা স্কুল, যশোর]

ক. শিরক এর শাব্দিক অর্থ কী? ১

খ. শিরককে মানবতার চরম অবমাননা বলা হয়েছে কেন? ২

গ. একজন মুসলমানের পৰে কীভাবে শিরকমুক্ত ইবাদত করা সম্ভব? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শিরকের স্বরূ প ও পরিণতি কুরআন–হাদিসের আলোকে বিশেৱষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিরকের শাব্দিক অর্থ অংশীদার সাব্যস্ত করা, একাধিক স্রষ্টা বা উপাস্যে বিশ্বাস করা।

খ শিরক হলো মহান আলৱাহ তায়ালার সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করা। শিরককে মানবতার চরম অবমাননা বলা হয়েছে। কারণ শিরক অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। পৃথিবীর সকল প্রকার জুলুমের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো শিরক। মূলত আলৱাহ তায়ালা সকল কিছুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক। আর তার নিয়ামতসমূহ ভোগ করত আলৱাহর সাথে কাউকে অংশিদার স্থাপন করার মতো বড় জুলুম আর কিছুই হতে পারে না।

গ একজন মুসলমান শুধুমাত্র মহান আলৱাহ তায়ালার প্রতি দৃঢ়ভাবে ইমান আনয়নের মাধ্যমে শিরকমুক্ত ইবাদত করতে পারবে। শিরক মুক্ত ইবাদত ব্যতিত অন্য কোনো ইবাদত মহান আলৱাহ তায়ালার নিকটে কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না। একজন মুসলমান তার ইবাদতের মধ্যে তাওহিদ ও শিরকের সংমিশ্রণ ঘটাতে পারে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে যেন তার ইবাদতের মধ্যে মোটেও শিরক যুক্ত না হয়। কারণ শিরকযুক্ত ইবাদত মোটেও আলৱাহর নিকটে গৃহীত হবে না। সেৰেত্রে একজন মুসলিম একমাত্র মহান আলৱাহ তায়ালার ওপর অটলভাবে ইমান আনয়ন করবে এবং সাচ্চাভাবে ইবাদত করবে। যদি কখনো দুর্ঘটনাক্রমে একটু শিরক করেই ফেলে সেৰেত্রে সে বিশুদ্ধ অন্তরে তওবা করে ৰমা প্রার্থনা করবে এবং পুনরায় ইমান আনবে। সাথে সাথে এরূ প পাপ ভবিষ্যতে আর কখনোই না করার শপথ গ্রহণ করবে। একজন মুসলমান এভাবে শিরকমুক্ত ইবাদত করতে পারে।

ঘ কুরআন ও হাদিসে শিরকের স্বরূ প ও পরিণতি সুস্পষ্ট বিশেৱষণ লৰ করা যায়। শিরক হলো তাওহিদের বিপরীত। মহান আলৱাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলে। শিরক হলো অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ যার গুনাহ আলৱাহ তায়ালা কখনোই ৰমা করেন না। সৃষ্টিজগতের পরিচালনায় কাউকে অংশিদার করা ও ইবাদতে আলৱাহর সাথে কাউকে শরিক করা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। পৃথিবীর সকল প্রকার জুলুমের মধ্যে সবচেয়ে বড় জুলুম হলো শিরক। আলৱাহ তায়ালা বলেন। "ইন্নাশ শিরকা লাজুলমুন আজিম।" অর্থ নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম, আর আলৱাহ তায়ালা মুশরিকদের প্রতি সম্পূর্ণ অসন্তুষ্ট। তিনি তাদেরকে কখনোই ৰমা করবেন না। আলৱাহ তায়ালা বলেন– "নিশ্চয়ই আলৱাহ তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধ ৰমা করেন না। (আল নিসা–৪৮)। আর পরকালে মুশরিকদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আলৱাহ তায়ালা বলেন– "যে ব্যক্তি আলৱাহ তায়ালার সাথে শিরক করবে আলৱাহ তায়ালা নিশ্চয়ই তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন। তার আবাস জাহান্নাম।" (সূরা আর মায়িদা–৭২)। প্রকৃতপৰে শিরক ৰমার অযোগ্য অপরাধ। এরূ প কাজ থেকে সকলেরই সদা সর্বদা সতর্ক ও মুক্ত থাকতে হবে। আর শিরকের স্বরূ প ও পরিণতি কুরআন–হাদিসে সুস্পষ্ট।

প্রশ্ন– ৮ ইমান ও ইসলাম

ফারহান তার পার্থিব কাজের ৰেত্রে পরিপূর্ণ জীবনবিধান অনুসরণ করে। তার অনেক বন্ধু আছে, যারা আলৱাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে কিন্তু দৈনন্দিন কাজে তাঁর আদেশ

অনুসরণ করে না। এ কথা জেনে তাদের ধর্মীয় শিৰক বলেন, 'ইমান এবং ইসলামের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান।'[খুলনা জিলা স্কুল]

ক. তাওহিদ অর্থ কী? ১

খ. ইসলাম শিৰা গুরবত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. ফারহান কর্তৃক অনুসৃত বিধানটির পারিভাষিক নাম কী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ধর্মীয় শিৰকের উক্তিটি বিশেৱষণ কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তাওহিদ শব্দের অর্থ একত্ববাদ।

খ ইসলাম শিৰার মাধ্যমে আমরা আলৱাহর ইবাদত ও আনুগত্য শিখতে পারি। এককথায়, ইসলাম শিৰার মাধ্যমে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও সফলতা লাভের দিক নির্দেশনা অর্জন করতে পারি। সুতরাং ইসলাম শিৰার গুরবত্ব অপরিসীম।

গ ফারহান কর্তৃক অনুসৃত বিধানটির পারিভাষিক নাম হলো ইসলাম। আলৱাহ তায়ালা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে বহু আদেশ–নিষেধ, বিধিবিধান প্রেরণ করেছেন। এসব আদেশ–নিষেধ শরিয়ত হিসেবে প্রদান করেছেন। আর শরিয়তের সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ রূ প হলো ইসলাম। এটি হলো মানবজাতির জন্য নির্দেশিত সর্বশেষ ও সর্বোত্তম জীবন বিধান। মানবজীবনের সকল বিষয় ও সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান এতে রয়েছে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সকল বিষয়ই ইসলামে বিদ্যমান। উদ্দীপকের ফারহান তার পার্থিব কাজের ৰেত্রে পরিপূর্ণ জীবনবিধান তথা ইসলাম অনুসরণ করে। কেননা সে জানে, সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামের বিকল্প নেই।

ঘ 'ইমান ও ইসলামের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান' উদ্দীপকে ধর্মীয় শিৰকের এ উক্তিটি যথার্থ। ইমান ও ইসলাম এ দুটি অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ পরিভাষা। ইমান অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের মূল বিষয়গুলোর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি হচ্ছে ইমান। অন্যদিকে মহান আলৱাহর যাবতীয় আদেশ–নিষেধ বিনাদ্বিধায় মেনে নেওয়ার মাধ্যমে তাঁর প্রতি পূর্ণাঙ্গরূ পে আত্মসমর্পণ করার নাম হলো ইসলাম। উদ্দীপকের ফারহানের বন্ধুদের চরিত্রে এর ব্যতিক্রম পরিলৰিত হয়। তারা আলৱাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে। কিন্তু দৈনন্দিন কাজে তাঁর আদেশ অনুসরণ করে না। আর একথা জেনেই তাদের ধর্মীয় শিৰক উপরিউক্ত উক্তিটি করেন। প্রকৃতপৰে ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এদের একটি ব্যতীত অন্যটি কল্পনাও করা যায় না। ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক গাছের মূল ও শাখা–প্রশাখার মতো। ইমান হলো গাছের শিকড় বা মূল। আর ইসলাম তার শাখা–প্রশাখা। মূল না থাকলে শাখা–প্রশাখা হয় না। আর শাখা–প্রশাখা না থাকলে মূল বা শিকড় মূল্যহীন। তদ্রূ প ইমান ও ইসলাম একটি অন্যটি ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ হয় না। ইমান মানুষের অন্তরে আলৱাহর প্রতি বিশ্বাস, অনুরাগ ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের বাসনা সৃষ্টি করে। আর তাতে ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে সজীব ও সতেজ হয়ে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে বিকশিত হয় ইসলাম। সুতরাং বলা যায়, ইমান ও ইসলামের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান– উক্তিটি যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন– ৯ ইমান ও কুফর

রফিক আলৱাহর অস্তিত্বে ইমান রাখে; কিন্তু আখিরাতে বিশ্বাস করে না। এ বিষয়টি মসজিদের ইমাম সাহেব জানতে পেরে বললেন, এ রকম বিশ্বাস নিয়ে কেউ মুমিন হতে পারে না। মুমিন হতে হলে ইসলামের প্রতিটি বিষয়ে ইমান রাখতে হবে। [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর]

ক. ইমান কাকে বলে? ১

খ. 'আলৱাহর অস্তিত্বে ইমান রাখা খুবই প্রয়োজন'– বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. রফিকের মনোভাব শরিয়তের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি উদ্দীপকের ইমাম সাহেবের সাথে একমত? আলোচনা কর।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শরিয়তের যাবতীয় বিধিবিধান অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং তদনুযায়ী আমল করাকে ইমান বলে।

খ ইমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় হলো আলৱাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখা। আলৱাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ বা মাবুদ নেই। তিনি সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রৰাকর্তা। তিনি সকল গুণের আধার। তাঁর সত্তা ও গুণাবলি তুলনাহীন। আলৱাহ তায়ালার প্রতি এরূ প বিশ্বাস স্থাপন একজন ইমানদারের জন্য খুবই প্রয়োজন।

গ রফিকের মনোভাব ইমানের পরিপন্থী এবং কুফরির শামিল। আমরা জানি, একজন মুসলিমকে ইমানের সাতটি মৌলিক বিষয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হয়। আর সেগুলো হলো– আলৱাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস, ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস, আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস, আখিরাতে বিশ্বাস, তাকদিরে বিশ্বাস এবং মৃত্যুর পর পুনরবথানে বিশ্বাস। এগুলো আল–কুরআন ও হাদিস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। এ বিষয়গুলোতে বিশ্বাস ব্যতীত কেউই মুমিন বা মুসলিম হতে পারে না। উদ্দীপকের রফিক আলৱাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করলেও আখিরাতকে বিশ্বাস করে না। সে ইমানের সর্বপ্রধান বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা সত্ত্বেও আখিরাতের মতো মৌলিক বিষয়ে অবিশ্বাসের কারণে কাফির হিসেবে গণ্য হবে। কেননা ইসলামি জীবনদর্শনে আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন অপরিহার্য। আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া মুমিন হওয়া যায় না। কাজেই আখিরাতে অবিশ্বাস করার কারণে রফিক মুমিন নয় বরং কাফির।

ঘ উদ্দীপকের ইমাম সাহেবের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। কারণ 'মুমিন হতে হলে ইসলামের প্রতিটি বিষয়ে ইমান রাখতে হবে' আর ইসলামের মূল বিষয়গুলোর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসকেই বলা হয় ইমান। উদ্দীপকে দেখা যায়, রফিক আলৱাহর অস্তিত্বে ইমান রাখে, কিন্তু আখিরাতে বিশ্বাস করে না। এ বিষয়ে মসজিদের ইমাম সাহেব বলেন, এ রকম বিশ্বাস নিয়ে কেউ মুমিন হতে পারে না। মুমিন হতে হলে ইসলামের প্রতিটি বিষয়ে ইমান আনতে হবে। ইসলামি জীবনদর্শনে আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন অপরিহার্য। একজন মুসলিমকে ইমানের সাতটি মৌলিক বিষয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হয়। ইমানে মুফাসসালে সেসব মৌলিক বিষয় একত্রে বর্ণিত হয়েছে। যেমন : 'আমি ইমান আনলাম আলৱাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবগুলোর প্রতি, তাঁর রাসুলগণের প্রতি, আখিরাতের প্রতি, তাকদিরের প্রতি, যার ভালোমন্দ আলৱাহর নিকট থেকেই হয় এবং মৃত্যুর পর পুনরবথানের প্রতি।' এ বিষয়গুলোর প্রতি সুদৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস ব্যতীত ইমানদার হওয়া যায় না। মুমিন হতে হলে ইসলামের প্রতিটি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তাই ইমাম সাহেবের বক্তব্যের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।

প্রশ্ন– ১০ ইমান ও কুফর

শাফী ও কাফী দুই বন্ধু মিলে একবার কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে গিয়েছিল। পাহাড়–পর্বত, ঝরনাধারা ও সমুদ্রের মনোরম দৃশ্যাবলি দেখে মুগ্ধ হয়ে শাফী বলল, আলহামদুলিলরাহ! এসবই মহান আলরাহর সৃষ্টি। কিন্তু কাফী দ্বিমত পোষণ করে বলল, এগুলো প্রাকৃতিকভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। [বগুড়া জিলা স্কুল]

ক. তাওহিদের বাণী প্রচারে কে অগ্নিকুণ্ডে নিৰিপ্ত হয়েছিলেন? ১

খ. তাওহিদ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. কাফীর মন্তব্যে তার যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা শরিয়তের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শাফী ও কাফীর মধ্যে কার মতামতকে তুমি অধিক যৌক্তিক বলে মনে কর? ইসলামের আলোকে বিশেরষণ কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তাওহিদের বাণী প্রচার করতে গিয়ে হযরত ইবরাহিম (আ) অগ্নিকুণ্ডে নিৰিপ্ত হয়েছিলেন।

খ 'তাওহিদ' শব্দের অর্থ একত্ববাদ। শরিয়তের পরিভাষায়, আলরাহ তায়ালাকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা ও ইবাদতের যোগ্য এক ও অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে বিশ্বাসের নামই তাওহিদ।

গ কাফীর মন্তব্যে কুফরি মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। মহাবিশ্বের সকল সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা মহান আলরাহ। অনন্ত আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নৰত্র, বিস্তৃত সাগর–মহাসাগর, পাহাড়–পর্বত, জীবজন্তু, বৃৰলতা ইত্যাদি দৃশ্য ও অদৃশ্য যাবতীয় বস্তু একমাত্র আলরাহ তায়ালাই সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই সবকিছুর নিরঙ্কুশ মালিক, পালনকর্তা ও নিয়ন্তা। একজন মুমিনের জন্য এ বিশ্বাস অপরিহার্য। কিন্তু উদ্দীপকটি পাঠে আমরা জানতে পারি, পাহাড়–পর্বত, ঝরনাধারা ও সমুদ্রের মনোরম দৃশ্যাবলি দেখে শাফী মুগ্ধ হয়ে আলহামদুলিলরাহ বলে এবং এসব কিছুই আলরাহর সৃষ্টি বলে মন্তব্য করলেও কাফী দ্বিমত পোষণ করে বলে এগুলো প্রাকৃতিকভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। কাফীর এ ধরনের মন্তব্যে কুফরি মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। কারণ আলরাহ তায়ালাকে সৃষ্টিকর্তা না মানার অর্থই হলো তার গুণাবলি অস্বীকার করা, যা প্রকাশ্য কুফরি।

ঘ উদ্দীপকে শাফী ও কাফীর মধ্যে শাফীর মতামতকে আমি অধিক যৌক্তিক বলে মনে করি। উদ্দীপকে আমরা দুটো চরিত্র দেখতে পাই। একজন মুমিন এবং একজন কাফির। শাফীর চরিত্রে ফুটে উঠেছে ইমানি বৈশিষ্ট্য। সে মনে করে পাহাড়–পর্বত, ঝরনাধারা ও সমুদ্রের মনোরম দৃশ্যাবলি সবই আলরাহর সৃষ্টি। পৰান্তরে তারই বন্ধু কাফীর চরিত্রে ফুটে উঠেছে কুফরি। সে মনে করে এসব আলরাহর সৃষ্টি নয়। এগুলো প্রাকৃতিকভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। তার এ মতামত একেবারেই ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক। কেননা প্রকৃতিই আলরাহর সৃষ্টি। প্রকৃতির সৃষ্টি করার কোনো ৰমতা নেই। প্রকৃতিকে যদি কেউ একজন পরিচালনা না করত তাহলে এ প্রকৃতি এত সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হতো না। তাই কাফীর এ অজ্ঞতাপ্রসূত মতামত আমার কাছে একেবারেই যুক্তিহীন ও ভ্রান্ত।

প্রকৃতপৰে শাফীর মতামতই সঠিক ও যুক্তিযুক্ত। কারণ সমগ্র বিশ্বজগৎ আলরাহ সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই এ সৃষ্টিজগৎকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করছেন। এতেই প্রমাণিত হয় যে, এ বিশাল সৃষ্টির এক মহাপরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্ত্রণকারী আছেন, আর তিনি হলেন মহান আলরাহ তায়ালা।

প্রশ্ন– ১১ শিরক

কায়সার সাহেব সালাত, সাওম ইত্যাদি পালনসহ যথাসম্ভব ভালো কাজ করেন। কিন্তু কোনো সমস্যায় পড়লে একজন পীরের কাছে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তার পিতা তাকে এসব কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করেন। [শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ]

ক. সূরা ইখলাসের আয়াত সংখ্যা কত? ১

খ. 'আলরাহ তায়ালা সকল গুণের আধার'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কায়সার সাহেবের কর্মকাণ্ডে কোনটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কায়সার সাহেবের কর্মের কুফল ও প্রতিকার বিশেরষণ কর।

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সূরা ইখলাসের আয়াত সংখ্যা ৪।

খ আলরাহ তায়ালা সকল গুণের আধার। সকল গুণ তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তিনি সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, সর্বশক্তিমান, সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। সকল কিছুই তাঁর পরিচালনায় সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এককথায়, তিনি সর্বগুণে গুণান্বিত।

গ কায়সার সাহেবের কর্মকাণ্ডে শিরক প্রকাশ পেয়েছে। আলরাহ তায়ালার সাথে শিরক চার ধরনের হতে পারে। যথা: ১. আলরাহর সত্তা ও অস্তিত্বে শিরক করা; ২. আলরাহর গুণাবলিতে শিরক করা; ৩. সৃষ্টি জগতের পরিচালনায় কাউকে আলরাহর অংশীদার বানানো এবং ৪. ইবাদতের ৰেত্রে আলরাহ তায়ালার সাথে কাউকে শরিক করা। উদ্দীপকের কায়সার সাহেব আলরাহ তায়ালার গুণাবলিতে শিরক করেছেন। তিনি সমস্যায় পড়ে আলরাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা না করে একজন পীরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে সমস্যা সমাধানের ৰেত্রে পীরের কোনো ৰমতাই নেই। বরং আলরাহই সকল ৰমতার মালিক। তিনিই সর্বশক্তিমান, সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। অথচ কায়সার সাহেব সমস্যায় পড়ে পীরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার মধ্য দিয়ে পীরকে আলরাহর সমতুল্য মনে করেছেন, যা প্রকাশ্য শিরক। সুতরাং বলা যায়, কায়সার সাহেবের কর্মকাণ্ড শিরক, যা ৰমার অযোগ্য অপরাধ।

ঘ কায়সার সাহেবের কর্মকাণ্ড শিরকের অন্তর্ভুক্ত; যার কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ। নিচে শিরকের কুফল ও প্রতিকার বিশেরষণ করা হলো। পৃথিবীর সকল প্রকার জুলুমের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো শিরক। শিরক অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। আলরাহ তায়ালা মুশরিকদের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট। তিনি অপার ৰমাশীল ও অসীম দয়াময় হওয়া সত্ত্বেও শিরকের অপরাধ ৰমা করেন না। সূরা আল–মায়িদায় আলরাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আলরাহর সাথে শিরক করবে আলরাহ তায়ালা তার জন্য নিশ্চয়ই জান্নাত হারাম করে দেবেন। এবং তার আবাস জাহান্নাম।' শিরক ৰমার অযোগ্য অপরাধ এবং এর কুফল অত্যন্ত মারাত্মক বলে এরূ প কাজ থেকে আমাদের সকলকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। ভুলক্রমে আলরাহ তায়ালার সাথে শিরক করে ফেললে সাথে সাথে পুনরায় ইমান আনতে হবে। অতঃপর বিশুদ্ধ অন্তরে তওবা করে আলরাহর নিকট ৰমা প্রার্থনা করতে হবে। আর ভবিষ্যতে এরূ প পাপ না করার শপথ গ্রহণ করতে হবে। তাহলে আশা করা যায় আলরাহ তায়ালা স্বীয় দয়া ও করুণার মাধ্যমে পাপ ৰমা করে দিবেন।

প্রশ্ন– ১২ নিফাক

জামিল এলাকার সুপরিচিত ব্যক্তি। সে সবসময় মিথ্যা কথা বলে। একদিন সে জুমআর খুতবায় শোনে, তার এ ধরনের কাজের জন্য আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

[বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]

ক. আল–বুরহান শব্দের অর্থ কী? ১

খ. নবুয়তের ধারা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ইসলামের দৃষ্টিতে জামিল কী ধরনের লোক? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জামিলের কাজের পরিণাম সূরা আন–নিসার ১৪৫ নং আয়াতের আলোকে বিশেৱষণ কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল–বুরহান শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট প্রমাণ।

খ আলৱাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবি–রাসুল প্রেরণ করেছেন। সর্বপ্রথম নবি ছিলেন হযরত আদম (আ)। আর সর্বশেষ নবি ও রাসুল হলেন হযরত মুহাম্মদ (স)। এঁদের মাঝখানে আলৱাহ তায়ালা আরও বহু নবি–রাসুল প্রেরণ করেছেন। নবি–রাসুলদের আগমনের এই ধারাবাহিকতাকেই নবুয়তের ক্রমধারা বলা হয়।

গ ইসলামের দৃষ্টিতে জামিল একজন মুনাফিক। কারণ সে সবসময় মিথ্যা কথা বলে। আর মিথ্যা বলা মুনাফিকের লৰণ। আমরা জানি, মুনাফিকের চিহ্ন বা লৰণ তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, আর তার নিকট কোনো কিছু আমানত রাখা হলে তা খিয়ানত করে। সহিহ বুখারির হাদিসে মহানবি (স) এভাবেই মুনাফিকদের চিহ্ন বর্ণনা করেছেন। আর সূরা আল–মুনাফিকুনে আলৱাহ তায়ালা বলেন–

"আর আলৱাহ সাৰ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী।"

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের উপরিউক্ত বর্ণনানুযায়ী নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মিথ্যা কথা বলার কারণে উদ্দীপকের জামিল একজন মুনাফিক।

ঘ জামিল একজন মুনাফিক। তার কাজের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। সূরা আন–নিসার ১৪৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে– "নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।"

নিফাক একটি মারাত্মক পাপ। এটি মানুষের চরিত্র ও নৈতিকতা ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে মানুষ মিথ্যাচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআনে আলৱাহ তায়ালা বলেন– 'আর আলৱাহ সাৰ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী।' যেমনটি আমরা দেখি উদ্দীপকের জামিলের চরিত্রে। সে সব সময় মিথ্যা কথা বলে। এ কারণেই সে মুনাফিক হিসেবে বিবেচিত হবে। আর মুনাফিকরা মিথ্যার পাশাপাশি অন্যান্য খারাপ ও অনৈতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। পার্থিব লোভ–লালসা ও স্বার্থ রৰায় তারা মানুষের অকল্যাণ করতেও পিছপা হয় না। তাছাড়া ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য মুনাফিকরা খুবই ৰতিকর। এ পরিণতির কথাই সুরা আন–নিসার ১৪৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে। আলৱাহ তায়ালা বলেন, "নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।" সুতরাং নিফাকের উপরিউক্ত পরিণতির কথা স্মরণ রেখে আমরা নিফাক থেকে বেঁচে থাকব এবং নিজ জীবনে উত্তম চরিত্র অনুশীলন করব।

প্রশ্ন– ১৩ নিফাক

হাসান সাহেব একজন চাকরিজীবী। তিনি প্রায়ই বিনা কারণে অফিসে দেরি করে আসেন। এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি মনগড়া অজুহাত তুলে ধরেন। সহকর্মীদের কাছ থেকে কিছু ধার নিলে তা যথাসময়ে ফেরৎ দেন না। অথচ পোশাক–পরিচ্ছদে তাকে ভদ্র বলেই মনে হয়।

[ভোলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. আখিরাত শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করে"– বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. হাসান সাহেবের কর্মকাণ্ড ইসলামের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. হাসান সাহেবের কর্মকাণ্ডের পরিণাম ইসলামি শরিয়তের আলোকে বিশেৱষণ কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আখিরাত শব্দের অর্থ পরকাল।

খ আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং পুণ্য কাজ করতে উৎসাহ জোগায়। কেননা আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি জানে যে, পরকালে তাকে আলৱাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, দুনিয়ার যাবতীয় কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। ফলে সে দুনিয়াতে সৎকাজে উৎসাহিত হয় এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকে। এভাবে আখিরাতের বিশ্বাস মানুষকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করে।

গ হাসান সাহেবের কর্মকাণ্ড নিফাকের অন্তর্ভুক্ত। কারণ উদ্দীপকের বর্ণনানুযায়ী তার চরিত্র বিশেৱষণ করলে বুঝা যায়, তিনি মিথ্যাবাদী ও ওয়াদা ভঙ্গকারী। বিনা কারণে অফিসে দেরি করে আসলেও তিনি এ ব্যাপারে মনগড়া অজুহাত তুলে ধরেন, যা মিথ্যাচারিতার শামিল। অন্যদিকে সহকর্মীদের কাছ থেকে ধার নিয়ে তা যথাসময়ে ফেরত না দেওয়ায় তাকে ওয়াদা ভঙ্গকারী হিসেবেও গণ্য করা যায়। হাসান সাহেবের এ দুটি কর্মকাণ্ডে মুনাফিকী আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। যথা : ১. মিথ্যা কথা বলা, ২. ওয়াদা ভঙ্গ করা এবং ৩. আমানতের খিয়ানত করা। হাসান সাহেবের চরিত্রে মুনাফিকের এ তিনটি বৈশিষ্টের মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকায় আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, তিনি একজন মুনাফিক।

ঘ হাসান সাহেবের কর্মকাণ্ডের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

আমরা জানি, ইসলামি শরিয়তের বিচারে মিথ্যা কথা বলা এবং ওয়াদা ভঙ্গ করা এমন দুটি অপরাধ, যা মানুষকে মুনাফিকে পরিণত করে। আর নিফাক মানুষের চরিত্র ও নৈতিকতা ধ্বংস করে দেয়। যার প্রকৃত উদাহরণ উদ্দীপকের হাসান সাহেব। তিনি বিনা কারণে অফিসে দেরিতে আসেন ও মনগড়া অজুহাত তুলে ধরেন, যা মিথ্যার শামিল। আবার সহকর্মীদের কাছ থেকে ধার নিয়ে যথাসময়ে ফেরত না দেওয়ায় তিনি ওয়াদা ভঙ্গকারী হিসেবেও গণ্য হবেন। কাজেই বলা যায়, হাসান সাহেব একজন ভদ্রবেশী মুনাফিক। আর মুনাফিকরা পরকালীন জীবনে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। পবিত্র কুরআনের সূরা আন–নিসার ১৪৫ নং আয়াতে আলৱাহ তায়ালা বলেন : 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে থাকবে।' আর দুনিয়ার জীবনেও মুনাফিকরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে জীবন কাটায়। মুনাফিক ভেতরে এক আর বাইরে অন্য রকম হওয়ায় লোকজন তাদের বিশ্বাস করে না। বরং সন্দেহ ও ঘৃণার চোখে দেখে। সুতরাং বলা যায়, ইসলামি শরিয়তে হাসান সাহেবের মুনাফিকী কর্মকাণ্ডের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

প্রশ্ন– ১৪ রিসালাত

সালিম ও সাকিব একদিন নবি ও রাসুল সম্পর্কে আলোচনা করছিল। প্রসঙ্গক্রমে সালিম বলল, মানুষকে সৎপথ দেখানোর জন্য যুগে যুগে নবি–রাসুল এসেছেন। তাই আমি মনে করি, যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের আগমন ঘটবে, সেহেতু নবি–রাসুলের আগমনের প্রয়োজনীয়তা এখনো রয়েছে। অতঃপর সাকিব সালিমকে বলল, 'আমি তোমার সাথে একমত নই। কেননা হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বশেষ নবি।' [হযরত শাহজালাল (রহ) উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. খতমে নবুয়তের অর্থ কী? ১

খ. কিয়ামত বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সালিমের ধারণাটি ইসলামের কোন বিশ্বাসের পরিপন্থী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শেষ নবি সম্পর্কে সাকিবের বক্তব্য কুরআন–হাদিসের আলোকে প্রমাণ কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খতমে নবুয়তের অর্থ নবুয়তের সমাপ্তি।

খ আলরাহ তায়ালা একসময় এ পৃথিবী ধ্বংস করে দেবেন। তাঁর নির্দেশে হযরত ইসরাফিল (আ) শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। ফলে চন্দ্র–সূর্য ও তারকারাজি খসে পড়বে, পাহাড়–পর্বত তুলার ন্যায় উড়তে থাকবে, ভূগর্ভস্থ সবকিছু বের হয়ে যাবে। সকল প্রাণী মৃত্যুবরণ করবে এবং গোটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। পৃথিবী ধ্বংসের এ মহাপ্রলয়ের নাম কিয়ামত।

গ সালিমের ধারণাটি খতমে নবুয়তে বিশ্বাসের পরিপন্থী। খতমে নবুয়ত অর্থ নবুয়তের সমাপ্তি। আলরাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবি–রাসুল প্রেরণ করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন সর্বশেষ নবি। তাঁর মাধ্যমে দীনের পূর্ণতা ঘোষিত হয় এবং নবুয়তের ধারা সমাপ্ত হয়। তিনি নবি–রাসুলগণের ধারায় সর্বশেষে আগমন করেছেন। আলরাহ তায়ালা স্বয়ং তাঁকে 'খাতামুন নাবিয়্যিন' তথা সর্বশেষ নবি বলে অভিহিত করেছেন। পবিত্র কুরআনের সূরা আল–আহযাবের ৪০নং আয়াতে আলরাহ বলেন, 'মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরবষের পিতা নন; বরং তিনি আলরাহর রাসুল এবং শেষ নবি। আর মহানবি (স) বলেছেন, "আমি শেষ নবি। আমার পরে কোনো নবি নেই।'

সুতরাং বোঝা গেল, হযরত মুহাম্মদ (স)–কে সর্বশেষ নবি হিসেবে বিশ্বাস করা ইমানের অন্যতম অঙ্গ। কিন্তু উদ্দীপকের সালিমের মনোভাব এ বিশ্বাসের পরিপন্থী। সে মনে করে, যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের আগমন ঘটবে সেহেতু নবি–রাসুলের আগমনের প্রয়োজনীয়তা এখনও রয়েছে। অর্থাৎ সালিম হযরত মুহাম্মদ (স) কে 'খাতামুন নাবিয়্যিন' বা সর্বশেষ নবি হিসেবে বিশ্বাস করে না। সুতরাং বলা যায়, সালিমের ধারণাটি খতমে নবুয়তে বিশ্বাসের পরিপন্থী।

ঘ শেষ নবি সম্পর্কে সাকিবের বক্তব্যটি সঠিক ও যুক্তিযুক্ত। আলরাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবি–রাসুল প্রেরণ করেছেন। যাঁদের মধ্যে সর্বশেষ নবি ও রাসুল ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (স)। তাঁর মাধ্যমে দীনের পূর্ণতা ঘোষিত হয় এবং নবুয়তের ধারা সমাপ্ত হয়। এজন্য আলরাহ তায়ালা স্বয়ং তাঁকে 'খাতামুন নাবিয়্যিন' তথা সর্বশেষ নবি বলে অভিহিত করেছেন। পবিত্র কুরআনের সূরা আল–আহযাবের ৪০নং আয়াতে আলরাহ বলেন : 'মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরবষের পিতা নন বরং তিনি আলরাহর রাসুল এবং শেষ নবি।' আর মহানবি (স) বলেছেন– 'আমিই শেষ নবি। আমার পরে কোনো নবি নেই।'

কুরআন–হাদিসের উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মদ (স) সর্বশেষ নবি। সঙ্গত কারণে কিয়ামত পর্যন্ত নবি–রাসুল আগমনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে উদ্দীপকের সালিম যে মনোভাব প্রকাশ করে তা প্রত্যাখ্যান করে সাকিব বলে, "আমি তোমার সাথে একমত নই। কেননা হযরত মুহাম্মদ (স)–ই সর্বশেষ নবি।" সুতরাং জীবনের সর্বাবস্থায় আমরা মহানবি (স)–এর আদর্শ ও শিৰা অনুসরণ করে চলব।

প্রশ্ন– ১৫ আসমানি কিতাব

আকরাম সাহেব একজন প্রসিদ্ধ লেখকের একটি উপন্যাস পড়ছিলেন। উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক লিখেছেন, 'পাঠকের কাছে কোনো ভুলত্রবটি পরিলৰিত হলে এবং তা আমাকে জানালে আমি তার নিকট কৃতজ্ঞ থাকব।' লেখকের বক্তব্যটি পড়ার পর আকরাম সাহেবের মনে পড়ে সেই গ্রন্থটির কথা যা আজও অপরিবর্তনীয় এবং যার শুরবতেই নির্ভুলতার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। বিষয়টি তার বন্ধু সাদিক সাহেবকে জানালে তিনি বলেন, গ্রন্থটি শুধু অপরিবর্তনীয় নয়, এটি সমগ্র মানবজাতির পথের দিশারি। [ভোলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. সহিফা কী? ১

খ. আসমানি কিতাব বলতে কী বোঝায়? ২

গ. আকরাম সাহেব অপরিবর্তনীয় গ্রন্থ বলতে কোন গ্রন্থকে বুঝিয়েছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সাদিক সাহেবের উক্তিটির যথার্থতা বিশেরষণ কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আলরাহ তায়ালা থেকে অবতীর্ণ ১০০ খানা ছোট কিতাবকে সহিফা বলে।

খ আসমানি কিতাব হলো এমন গ্রন্থ যা আলরাহ তায়ালা থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ যেসব কিতাব আলরাহ তায়ালা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য দিক–নির্দেশনা স্বরূ প নাজিল করেছেন তাকে আসমানি কিতাব বলে। অন্যকথায়, আলরাহ তায়ালার বাণী সম্বলিত গ্রন্থাবলিকে আসমানি কিতাব বলা হয়।

গ আকরাম সাহেব অপরিবর্তনীয় গ্রন্থ বলতে মহাগ্রন্থ আল–কুরআনকে বুঝিয়েছেন।

আমরা জানি, আল–কুরআন আলরাহ তায়ালার বাণী। মানবজাতির হিদায়াতের লৰ্যে আলরাহ তায়ালা হযরত জিবরাইল (আ)–এর মাধ্যমে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হযরত মুহাম্মদ (স)–এর উপর এ কিতাব নাজিল করেন। নাজিলের পর থেকে আজ পর্যন্ত এর একটি হরকত বা নুকতাও পরিবর্তন হয়নি। কেননা স্বয়ং আলরাহ তায়ালাই এর রৰক। তিনি বলেন, "আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই এর সংরৰক।"

সঙ্গত কারণে উপন্যাসের ভূমিকা পড়ার পর উদ্দীপকে আকরাম সাহেবের মনে পড়ে যায় মহাগ্রন্থ আল–কুরআনের কথা; যাতে আজ পর্যন্ত কোনোরূ প সংযোজন, সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন বা বিয়োজন হয়নি। আর ভবিষ্যতেও হবে না। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা হতে বোঝা যায়, আকরাম সাহেব অপরিবর্তনীয় গ্রন্থ বলতে মহাগ্রন্থ আল–কুরআনকেই বুঝিয়েছেন।

ঘ উদ্দীপকের আকরাম সাহেবের বন্ধু সাদিক সাহেব পবিত্র কুরআন সম্পর্কে বলেন, গ্রন্থটি শুধু অপরিবর্তনীয়ই নয়, এটি সমগ্র মানবজাতির পথের দিশারি।–সাদিক সাহেবের এ উক্তিটি যথার্থ। আল–কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে মর্যাদাবান গ্রন্থ। এটি দুনিয়ার সকল গ্রন্থ, এমনকি অন্যান্য আসমানি কিতাবের তুলনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এর সমকৰ আর কোনো গ্রন্থ নেই। কেননা

আল–কুরআন একমাত্র অবিকৃত ও অপরিবর্তিত গ্রন্থ। স্বয়ং আলৱাহ আল–কুরআনের রৰক বিধায় নাজিলের পর থেকে আজ পর্যন্ত এতে কোনোরূ প সংযোজন, সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন বা বিয়োজন হয়নি; আর ভবিষ্যতেও হবে না। তাছাড়া আল–কুরআন পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এ গ্রন্থ সকল জ্ঞান–বিজ্ঞানের আধার। সব বিষয়ের মূলনীতি এ গ্রন্থে বিদ্যমান। সূরা আল–আনআমের ৩৮নং আয়াতে আলৱাহ বলেন, 'আমি এ কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেইনি।' মানবজীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের যথাযথ নির্দেশনা আল–কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে বলে একে পথের দিশারি বলা হয়। এ কারণে উদ্দীপকের সাদিক সাহেব তার বন্ধু আকরাম সাহেবের কথার সাথে যোগ করে বলেন, 'গ্রন্থটি শুধু অপরিবর্তনীয় নয়, এটি সমগ্র মানবজাতির পথের দিশারি।' সুতরাং আমরা কুরআন অধ্যয়ন করব এবং কুরআনের শিৰা বাস্তব জীবনে অনুসরণ করব। বস্তুত পবিত্র কুরআনই আমাদের পথের দিশারি।

প্রশ্ন– ১৬ ▸▸ আখিরাত

হেলালের প্রবাসী বন্ধু সেলিম দেশে ফিরে তার বাসায় বেড়াতে আসে। যুহরের আযান হলে হেলাল বলে, চল বন্ধু সালাত আদায় করে আসি। সেলিম বলে, তুমি যাও আমি পরে আসছি। হেলাল সালাত শেষ করে এসে দেখে সেলিম শুয়ে আছে। তখন হেলাল তাকে বলল, তুমি সালাতের ব্যাপারে এত উদাসীন কেন? সেলিম উত্তর দিল, বুড়ো হলে মসজিদে পড়ে থাকব। এতে হেলাল অসন্তুষ্ট হয় এবং তাকে এর পরিণতি সম্পর্কে বুঝিয়ে দেয়। [চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. আখিরাত শব্দের অর্থ কী? ১
খ. আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস প্রয়োজন কেন? ২
গ. সেলিমের মনোভাব ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উলিৱখিত সেলিমের পরকালীন পরিণতি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশেৱষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আখিরাত শব্দের অর্থ পরকাল।

খ আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করা ইসলামি আকিদার একটি অপরিহার্য বিধান। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে দায়িত্বশীল ও সৎকর্মশীল করে তোলে। মানুষকে ছোট–বড়, প্রকাশ্য–অপ্রকাশ্য সব ধরনের অন্যায় হতে বিরত রাখে এবং পাপমুক্ত ও নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং মুমিন হওয়ার জন্য আখিরাতে বিশ্বাসস্থাপন করা জরবরি।

গ ইসলামের দৃষ্টিতে সেলিমের মনোভাব আখিরাতে বিশ্বাসের পরিপন্থী যা কুফরের শামিল। মুমিন হওয়ার পূর্ব শর্তগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আখিরাতে বিশ্বাস। দুনিয়ার জীবন হলো আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের ৰেত্র। আখিরাতে মানুষের দুনিয়ার কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। দুনিয়াতে ভালো কাজ করলে আখিরাতে মানুষ পুরস্কৃত হবে। আর মন্দ কাজ করলে শাস্তি ভোগ করবে। উদ্দীপকের সেলিমের মধ্যে আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসের ঘাটতি রয়েছে। তাই সেলিম ইসলামের গুরবত্বপূর্ণ ইবাদত সালাতের প্রতি উদাসীন। তাছাড়া সালাত ত্যাগের কারণে আখিরাতে আলৱাহর নিকট জবাবদিহির অনুভূতিও তার নেই। সুতরাং বলা যায় সেলিমের এ ধরনের মনোভাব ইমানের পরিপন্থী।

ঘ উদ্দীপকে উলিৱখিত সেলিমের কাজের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। কারণ আলৱাহ তায়ালা মানুষের প্রতি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। তার কোনো এক ওয়াক্ত সালাত ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দিলে কবিরা গুনাহ হয়। আর অস্বীকারকারী কাফির। এর জন্য আখিরাতে শাস্তি ভোগ করতে হবে। উদ্দীপকের সেলিমের মধ্যে এ বিশ্বাসের ঘাটতি দেখা যায়। তাই সে সালাতের প্রতি উদাসীন। এমতাবস্থায় তাকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে তার বন্ধু হেলাল সেলিমকে এর পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেন। মূলত দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যৰেত্র। মানুষ শস্যৰেত্রে যেরূ প চাষাবাদ করে, যেরূ প বীজ বপন করে, যেভাবে পরিচর্যা করে; ঠিক সেরূ পই ফল লাভ করে। যদি কোনো ব্যক্তি তার শস্যৰেত্র পরিচর্যা না করে তবে সে ভালো ফসল লাভ করে না। উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেৰিতে বলা যায়, সেলিমের সালাত সম্পর্কে উদাসীনতা আখিরাতে শাস্তির কারণ হবে। সে যদি আখিরাতে মুক্তি পেতে চায় তবে তাকে যথাযথভাবে সালাত আদায় করতে হবে এবং অতীত কাজের জন্য তাওবা করতে হবে।

প্রশ্ন– ১৭ ▸▸ তাওহিদ

কাওছার ও শাহীন দশম শ্রেণির শিৰার্থী। 'তাওহিদে বিশ্বাস' নিয়ে উভয়ের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। এক পর্যায়ে কাওছার বলল, 'তাওহিদে বিশ্বাস' একজন মুমিনের জন্য একটি অপরিহার্য বিষয়। শাহিন বলল, এক আলৱাহর পৰে এই মহাবিশ্ব পরিচালনা করা কীভাবে সম্ভব? তখন পাঠ্যবইয়ের 'আলৱাহর পরিচয়' নামক পাঠের প্রতি ইঙ্গিত করে কাওছার সেই পাঠের একখানা আয়াতের উদ্ধৃতি দিল,–"আর তাঁর আলৱাহর) সমতুল্য কেহই নেই।"[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

ক. 'তাওহিদ' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ কী? ১
খ. তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে ইবাদত ও সৎকর্মে উৎসাহিত করে কেন? ২
গ. তাওহিদ সম্পর্কে শাহিনের ভুল ধারণা সংশোধনে কাওছার কী কী পদৰেপ নিতে পারে বলে তুমি মনে কর? ৩
ঘ. উদ্দীপকে প্রদত্ত আয়াতের আলোকে তাওহিদের গুরবত্ব ও তাৎপর্য বিশেৱষণ কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তাওহিদ শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ একত্ববাদ।

খ আলৱাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানুষ সৎকর্মে ব্রতী হয়। আলৱাহ তায়ালাই আমাদের একমাত্র পালনকর্তা। তাওহিদে বিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষ এ সত্যকে স্বীকার করে নেয়। মানুষ আলৱাহ তায়ালার গুণাবলি ও পরিচয় লাভ করে এবং সেসব গুণে গুণান্বিত হওয়ার অনুশীলন করে। আর এভাবেই তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে ইবাদত ও সৎকর্মে উৎসাহিত করে থাকে।

গ তাওহিদ সম্পর্কে শাহিনের ভুল ধারণা সংশোধনের ৰেত্রে কাওছার আলৱাহ তায়ালার পরিচয় ও একত্ববাদে বিশ্বাসের গুরবত্ব তুলে ধরলে শাহিনের ভুল ধারণা সংশোধন হবে বলে আমি মনে করি। আলৱাহ তায়ালার একত্ববাদে বিশ্বাস হলো তাওহিদ।

আলৱাহ তায়ালা সকল গুণের আধার। সকল গুণ তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তিনি পালনকর্তা, সর্বশক্তিমান, সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। সকল কিছুই তাঁর পরিচালনায় সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। আলৱাহ তায়ালা সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা ও ইবাদতের যোগ্য এক ও অদ্বিতীয় সত্তা। তিনি কারও মুখাপেৰী নন এবং সর্বশক্তিমান। তাঁর সমকৰ কেউ নেই। তিনি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং

তিনিই এর পরিচালনাকারী। এ বিশ্বজগতের সবকিছু তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি এক ও একক বলেই প্রকৃতিতে সবকিছু সুশৃঙ্খলভাবে বিদ্যমান। এভাবে বুঝানোর চেষ্টা করলে আশা করা যায় কাওছারের প্রচেষ্টায় শাহিনের ভুল ধারণা ভেঙে যাবে। মূলত তাওহিদের বিষয়গুলো জানা ও বিশ্বাস করার মাধ্যমেই শাহিনের তাওহিদ সম্পর্কে ভুল ধারণার অবসান হবে।

ঘ উদ্দীপকে প্রদত্ত আয়াতে তাওহিদের গুরৰত্ব ও তাৎপর্য প্রকাশিত হয়েছে। ইমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় হলো তাওহিদ। একজন মানুষকে মুমিন বা মুসলিম হতে হলে সর্বপ্রথম আলৱাহ তায়ালার একত্ববাদে বিশ্বাস করতে হবে। তাওহিদে বিশ্বাস ব্যতীত কোনো ব্যক্তিই ইমান বা ইসলামে প্রবেশ করতে পারে না। ইসলামের সকল শিৰা ও আদর্শই তাওহিদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। দুনিয়াতে যত নবি–রাসুল এসেছেন সবাই তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন। সবার দাওয়াতের মূলকথা ছিল– লা ইলাহা ইলৱালৱাহ বা আলৱাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। যা তাওহিদের মূল কথা হিসেবে বিবেচিত। তাওহিদের শিৰা হচ্ছে আলৱাহ পাক অতুলনীয়। তিনি একচ্চত্রভাবে সর্বময় ৰমতার অধিকারী এবং কারও কোনো সহায়তা ছাড়াই তিনি সবকিছু করতে সৰম। তার এ অতুলনীয় ৰমতা উদ্দীপকের আয়াতে বিধৃত। তাওহিদের শিৰা প্রতিষ্ঠার জন্য নবি–রাসুলগণ আজীবন সংগ্রাম করেছেন। হযরত ইবরাহিম (আ) অগ্নিকুণ্ডে নিৰিপ্ত হয়েছেন। আমাদের প্রিয়নবি (স) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছেন। বস্তুত তাওহিদই হলো ইমানের মূল। তাওহিদে বিশ্বাসের ফলে মানবজীবন হয় সুন্দর এবং সৎকর্মশীল। আলৱাহ পাকের সমতুল্য কেউ নেই– এ বিশ্বাস মানবজীবনকে করে তাৎপর্যময়। আর এ তাৎপর্যের প্রেৰিতে ইসলামে তাওহিদের গুরৰত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন– ১৮ ▸▸ ইমান

আমীন ও মামুন ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করছিল। আমীন বলল, ইসলাম আলৱাহর মনোনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থা। মামুন এ ৰেত্রে দ্বিমত পোষণ করল। সে বলল, সব ধর্মেই কিছু কিছু ভালো দিক রয়েছে। আমার মনে হয় সব ধর্মের ভালো দিকগুলো আমরা মেনে চলতে পারি। এমন সময় তাদের শিৰক ড. মনজুরে এলাহি আগমন করলেন। তিনি তাদের বললেন, ইমান ও ইসলামের মধ্যে অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।' [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

ক. ইসলাম অর্থ কী? ১

খ. আসমানি কিতাব সর্বোত্তম জ্ঞানের উৎস কথাটির তাৎপর্য কী? ২

গ. আমীনের উক্তিটি কুরআন ও হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ড. মনজুরে এলাহির উক্তিটি বিশেৱষণ কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলাম শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ করা, শান্তির পথে চলা ইত্যাদি।

খ আল–কুরআন হলো আসমানি কিতাব এবং এটি সকল জ্ঞানের উৎস। মানবজীবনে প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞান–বিজ্ঞানের মূলনীতি ও সার কথা এ গ্রন্থে নির্ভুলভাবে বর্ণিত আছে। আল কুরআনের শিৰা মানুষকে সুশিৰিত করে তোলে এবং নৈতিক ও সুন্দর জীবন গঠনে সহায়তা করে। অতএব বলা যায়, আল–কুরআন হলো সর্বোত্তম জ্ঞানের উৎস।

গ ইসলাম হলো মহান আলৱাহ তায়ালার মনোনীত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবং মানবজাতির জন্য আলৱাহ তায়ালার একটি অশেষ নিয়ামত। মানবজীবনের সকল বিষয় ও সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধানের দিকনির্দেশনা এতে দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আলৱাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন– 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম, আর তোমাদের ওপর আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।' ইসলাম মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়েছে। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ইসলাম যথাযথ আলোচনা করেছে। ইসলাম সর্বজনীন ধর্ম হওয়ার কারণে এর নামকরণ কারও নামে করা হয়নি। মহান আলৱাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুলের দেখানো পথে চলার মাধ্যমে ইহকাল ও পরকালে শান্তি লাভ করা সম্ভব।

ঘ উদ্দীপকে ড. মনজুরে এলাহির উক্তি 'ইমান ও ইসলামের মধ্যে অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান'। ইমান ও ইসলামের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। এদের একটি ছাড়া অন্যটি কল্পনাও করা যায় না। এদের একটি অপরটির ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক গাছের মূল ও শাখা–প্রশাখার মতো। ইমান হলো গাছের শিকড় বা মূল। আর ইসলাম তাঁর শাখা–প্রশাখা। মূল না থাকলে শাখা–প্রশাখা হয় না। আর শাখা–প্রশাখা না থাকলে মূল বা শিকড় মূল্যহীন। তদ্রৱপ ইমান ও ইসলাম একটি অন্যটি ছাড়া পূর্ণাঙ্গ হয় না। ইমান মানুষের অন্তরে আলৱাহর প্রতি বিশ্বাস, অনুরাগ ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের বাসনা সৃষ্টি করে। তাতে ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে সজীব ও সতেজ হয়ে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে বিকশিত হয় ইসলাম। ইসলাম হলো ইমানের বহিঃপ্রকাশ। ইমান হলো অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। আর ইসলাম হলো বাহ্যিক আচার–আচরণ ও কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত। যেমন : আলৱাহ, রাসুল, ফেরেশতা ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বাস করা হলো ইমান। সালাত, যাকাত, হজ ইত্যাদি বিষয় পালন করা হলো ইসলাম। সুতরাং ইমান ও ইসলাম একটি অপরটির পরিপূরক। দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে হলে ইমান ও ইসলাম উভয়টিকেই পরিপূর্ণভাবে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রশ্ন– ১৯ ▸▸ নিফাক

করিম সাহেব শফিক সাহেবকে টাকা ধার দেওয়ার কথা বলে তাকে একটি জমি ক্রয় করার পরামর্শ দেন। শফিক সাহেব তাঁর প্রয়োজনের সময় টাকা চাইলে তিনি তাঁর ওয়াদার কথা অস্বীকার করেন।

[বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ]

ক. নিফাক শব্দের অর্থ কী? ১

খ. মুনাফিকের চিহ্ন হাদিসের আলোকে লেখ। ২

গ. করিম সাহেবের চরিত্রে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত চারিত্রিক অবস্থার কুফল ও প্রতিকার লেখ। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিফাক শব্দের আভিধানিক অর্থ ভণ্ডামি, কপটতা, দ্বিমুখীভাব, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা ইত্যাদি।

খ রাসুলুলরাহ (স) মুনাফিকদের চিহ্ন বর্ণনা করে বলেছেন– 'মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, আর যখন কোনো কিছু তাঁর নিকট আমানত রাখা হয় খিয়ানত করে।' (সহিহ বুখারি)

গ করিম সাহেবের চরিত্রে নিফাকের লৰণ প্রকাশ পেয়েছে। যারা মুনাফিক তারা মানুষের সাথে ভণ্ডামি, কপটতা, ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা করে থাকে। করিম সাহেব শফিক সাহেবকে টাকা ধার দেওয়ার কথা বলে পরবর্তীকালে তা অস্বীকার করেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর ওয়াদার কথা অস্বীকার করেন। মুনাফিকের তিনটি চিহ্নের মধ্যে প্রথম দুটি চিহ্নই করিম সাহেবের মধ্যে বিদ্যমান। প্রথমত, করিম সাহেব রফিক সাহেবকে টাকা ধার দেওয়ার কথা বলে তাকে একটি জমি ক্রয় করার পরামর্শ দেন। এটি একটি মিথ্যা কথা। আলরাহ তায়ালা বলেন– 'আর আলরাহ সাৰ্য দিচ্ছেন যে মুনাফিকরা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী।' (সূরা আল–মুনাফিকুন : ০১) আবার শফিক সাহেবকে টাকা ধার দেওয়ার যে প্রতিশ্রবতি করেছিলেন সেই ওয়াদাও ভঙ্গ করেছেন। এভাবে নিফাক একটি গুরবতর পাপ। এটি মানুষের চরিত্র ও নৈতিকতা ধ্বংস করে দেয়। যা করিম সাহেবের চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ উক্ত চারিত্রিক অবস্থা হচ্ছে নিফাক। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, অন্তরে কুফর ও অবাধ্যতা গোপন করে মুখে ইসলামকে স্বীকার করার নাম হলো নিফাক। এটি একটি ভয়াবহ পাপের কাজ। এর মাধ্যমে মানুষের চরিত্র ও নৈতিকতা ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষ মিথ্যাচারে অভ্যস্ত হয়ে যায়। যারা এরূ প কাজ করে তাদের বলা হয় মুনাফিক। মুনাফিকরা মিথ্যার পাশাপাশি অনেক খারাপ কাজ করে। বিভিন্ন অনৈতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। পার্থিব লোভ–লালসা ও নিজ স্বার্থ রৰায় তারা মানুষের অকল্যাণ করতেও পিছপা হয় না। পরনিন্দা ও পরচর্চায় তারা সর্বদা ব্যস্ত থাকে। ফলে সমাজে সন্দেহ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। মুনাফিকরা ভেতরে এক আর বাইরে অন্য রকম হওয়ায় লোকজন তাদের বিশ্বাস করে না। বরং সন্দেহ ও ঘৃণার চোখে দেখে। সমাজের মানুষের কাছে তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে জীবন কাটায়। ইসলামের দৃষ্টিতে পরকালীন জীবনে মুনাফিকদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। তাদের পরিণতি সম্পর্কে আলরাহ তায়ালা বলেন– নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। (সূরা আন–নিসা : ১৪৫)

তাই সকলের উচিত নিফাক থেকে বেঁচে থাকা।

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ২০ ▸▸ ইসলাম

শাহাদাত ও রহমত দুই বন্ধু। তারা বিদেশ থেকে উচ্চ শিৰা গ্রহণ করে দেশে ফিরেছেন। একদিন পরস্পরের অভিজ্ঞতা বিনিময় করার জন্য একত্রিত হন। তখন শাহাদাতের ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান দেখে রহমত মুগ্ধ হয়ে যায়। রহমত উপলব্ধি করেন, 'ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা।' তখন শাহাদাত তাকে কুরআন–হাদিস এবং ইসলাম সম্পর্কে লেখা বিভিন্ন বই পড়ার পরামর্শ দেন। শাহাদাতের পরামর্শ শুনে রহমত অনেক উপকৃত হন। [পাঠ–১]

ক. ইসলাম শব্দের অর্থ কী? ১

খ. আকাইদ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. শাহাদাত ইসলামি জ্ঞানার্জনের ৰেত্রে রহমতকে যে পরামর্শ দিলেন, তার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রহমতের উপলব্ধি করা জীবনব্যবস্থা বিশেরষণ কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলাম শব্দের অর্থ–আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা, শান্তির পথে চলা ইত্যাদি।

খ আকাইদ শব্দটি আকিদা শব্দের বহুবচন। অর্থ–বিশ্বাসমালা। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসকেই আকাইদ বলে। অর্থাৎ ইসলামের বিশ্বাসগত দিকের নামই হলো আকাইদ। আলরাহ তায়ালা, নবি–রাসুল, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, পরকাল, জান্নাত–জাহান্নাম ইত্যাদি আকাইদের অন্তর্ভুক্ত।

গ শাহাদাত ইসলামি জ্ঞানার্জনের ৰেত্রে রহমতকে কুরআন–হাদিস এবং ইসলাম সম্পর্কে লেখা বিভিন্ন বই পড়ার পরামর্শ দেন। ইসলাম মহান আলরাহ তায়ালার নিকটে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন বিধান। প্রত্যেকটি মুসলিমকে এর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে হবে। সেজন্য একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামি জ্ঞান অর্জন করে বাস্তব জীবনে সেটার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। আর মহানবি (স) বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলিম নর–নারীর ওপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। 'ইসলামের সমস্ত জ্ঞান কুরআন ও হাদিসের মধ্যে প্রদান করা হয়েছে। শাহাদাত তার বন্ধু রহমতকে ইসলামি জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআন, হাদিস ও অন্যান্য ইসলামি বই পড়ার পরামর্শ প্রদান করেছেন। ইসলাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করার জন্য কুরআন ও হাদিস বুঝে অধ্যয়ন করতে হবে। এছাড়াও কুরআন ও হাদিস আরও সহজ–সরলভাবে উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা– বিশেরষণ করা হয়েছে বিভিন্ন ইসলামি সাহিত্যের মধ্যে। তাই ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করার জন্য শাহাদাতের পরামর্শ অত্যন্ত যৌক্তিক।

ঘ উদ্দীপকে শাহাদাতের আলোচনা থেকে রহমত উপলব্ধি করে ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। পৃথিবীতে অনেক ধর্ম পরিলৰিত হয়। ইসলাম ব্যতীত বাকি সকল ধর্ম অপূর্ণাঙ্গ। ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা বলা হয়েছে অর্থাৎ– Islam is the complet code of life. ইসলাম মানবজীবনের জন্য সত্যিই একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। কারণ এটিই একমাত্র ধর্ম যা মহান আলরাহ তায়ালার নিকটে একমাত্র মনোনীত। এটিই হলো মানবজাতির জন্য নির্দেশিত সর্বশেষ ও সর্বোত্তম জীবনবিধান। মানবজীবনের সকল বিষয় ও সমস্যার সমাধানের দিকনির্দেশনা এতে দেওয়া হয়েছে। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল কাজকর্মের যথাযথ দিকনির্দেশনা একমাত্র ইসলামেই বিদ্যমান। মানবজীবনের জন্য এমন কোনো বিষয় নেই যার সম্পর্কে ইসলামে নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিকসহ সকল বিষয়ের বর্ণনা ইসলামে করা হয়েছে। এমনকি মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবন তথা আখিরাত সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামের বিকল্প নেই। তাই এটা যথাযথভাবে প্রমাণিত যে, ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।

প্রশ্ন– ২১ ▸▸ ইসলাম

শাহেদ ও বাসেত উভয়ই একটি সরকারি অফিসে চাকরি করেন। শাহেদ জীবনের সর্বৰেত্রে ইসলামের বিধিবিধান ও নির্দেশনা অনুসরণ করে চলেন। পৰান্তরে বাসেত মনে করেন, নামায, রোযা, হজ, যাকাতের বাইরে অন্যান্য ৰেত্রে ইসলামের কোনো নির্দেশনা নেই। এ বিষয়ে একদিন বাসেতকে বললেন, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল কাজকর্মের যথাযথ দিকনির্দেশনা ইসলামে বিদ্যমান।

ক. আকাইদ শব্দের অর্থ কী? ১
খ. ইসলাম বলতে কী বোঝায়? ২
গ. বাসেতের মনোভাব ইসলামের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শাহেদের ইঙ্গিতকৃত দিক নির্দেশনা বিশেৱষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আকাইদ শব্দের অর্থ বিশ্বাসমালা।

খ আলৱাহ তায়ালার প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাসস্থাপন করে তাঁর নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা, বিনা–দ্বিধায় তাঁর যাবতীয় আদেশ–নিষেধের আনুগত্য করা এবং তাঁর দেওয়া বিধান ও হযরত মুহাম্মদ (স)–এর দেখানো পথ অনুসারে জীবনযাপন করাকে ইসলাম বলা হয়।

গ বাসেতের ধ্যান–ধারণা ইসলামি জীবনব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কারণ তিনি মনে করেন নামায, রোযা, হজ, যাকাতের বাইরে অন্যান্য ৰেত্রে ইসলামের কোনো নির্দেশনা নেই। অথচ ইসলামে মানবজীবনের সকল বিষয় ও সমস্যার পরিপূর্ণ দিক–নির্দেশনা রয়েছে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সকল বিষয়ই ইসলামে যথাযথভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবন বা পরকালের অবস্থার বর্ণনাও ইসলামে রয়েছে। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় উদ্দীপকের বাসেত এ ভ্রান্ত মনোভাব পোষণ করেন। জীবনদর্শনে বাসেতের উচিত ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন করে এ ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যাগ করা। কেননা ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

ঘ 'ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।' উদ্দীপকে শাহেদ এ প্রেৰিতেই বলেন, মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের দিক নির্দেশনা রয়েছে। ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান প্রদান করেছে। এমনকি মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবন বা আখিরাতের বর্ণনাও ইসলামে রয়েছে। সঙ্গত কারণে উদ্দীপকের বাসেতের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনকল্পে তারই অফিসে কর্মরত শাহেদ বলেন, মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল কাজকর্মের যথাযথ দিকনির্দেশনা ইসলামে বিদ্যমান।' তার এ উক্তিটি সঠিক ও যথার্থ। মানুষের জীবনের প্রথম স্তর শুরু হয় ব্যক্তিগত জীবন থেকে। আর এই ব্যক্তিগত জীবনের নানা বিষয়ের সঠিক নির্দেশনা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে আলোচিত হয়েছে। সমাজের ক্ষুদ্রতম একক হলো পরিবার। আর পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে সঠিক নির্দেশনা ইসলামে রয়েছে। একমাত্র ইসলামই সামাজিক জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা আনতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা এক মৌলিক বিষয়। এতে কোনো নৈরাজ্য থাকবে না এবং সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য থাকবে সৎ লোকের শাসন। একমাত্র ইসলামি অর্থনীতিই জনগণের কল্যাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সৎ পথে আয় ও ব্যয় ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলভিত্তি। পরিশেষে বলা যায়, মানবজীবনের এমন কোনো দিক নেই যা ইসলাম বর্ণনা করেনি।

প্রশ্ন–২২ ইসলাম

পৃথিবীতে ইসলাম, হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মের প্রচলন রয়েছে। রয়না তাই মনে করে, যে কোনো ধর্ম গ্রহণ বা অনুসরণ করলেই হবে। কিন্তু জুবায়দা তার সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ বা অনুসরণ করা যাবে না। কেননা, ইসলাম হলো পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।

ক. শরিয়তের সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ রূ প কোনটি? ১
খ. ইমান ও ইসলামের পার্থক্য বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. অন্য ধর্ম গ্রহণ বিষয়ে রয়নার ধারণা বিশেৱষণ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জুবায়দার মনোভাব বিশেৱষণ কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শরিয়তের সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ রূ প হলো ইসলাম।

খ ইমান ও ইসলাম একটি অপরটির পরিপূরক। ইসলামের মূল বিষয়গুলোর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও তদনুযায়ী আমল করাই হলো ইমান। আর মহান আলৱাহর যাবতীয় আদেশ–নিষেধ বিনাদ্বিধায় মেনে নেওয়ার মাধ্যমে তাঁর প্রতি পূর্ণাঙ্গারূ পে আত্মসমর্পণ করার নাম হলো ইসলাম। ইমান অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। আর ইসলাম বাহ্যিক আচার–আচরণ ও কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত।

গ রয়না মনে করে পৃথিবীতে প্রচলিত যে কোনো ধর্ম গ্রহণ করলেই চলবে। তার এ ধারণা সঠিক নয়। কেননা আলৱাহ তায়ালা বলেছেন, "আর তোমাদের জন্য ইসলামকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।" অন্যত্র তিনি ঘোষণা করেন, 'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছুকে দীন হিসেবে তালাশ করে, তা তার নিকট থেকে কবুল করা হবে না।' উক্ত আয়াতের ভাষ্য পর্যালোচনা করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের জন্য একমাত্র ইসলামই আলৱাহ কর্তৃক নির্ধারিত ধর্ম। অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করলে তা আলৱাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই আমি মনে করি রয়নার ধারণাটি পবিত্র কুরআনের তথা আলৱাহর নির্দেশের পরিপন্থী।

ঘ উদ্দীপকের জুবায়দা মনে করেন ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করা যাবে না। কারণ ইসলাম হলো পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। জুবায়দার বিশ্বাস সম্পূর্ণ সঠিক। তার বক্তব্য পবিত্র কুরআনের বক্তব্যের সাথে সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। সূরা আল–মায়িদার ৩নং আয়াতে আলৱাহ তায়ালা বলেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম, আর তোমাদের ওপর আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।' আলৱাহর এ বাণী থেকে বোঝা যায়, আলৱাহর নিকট পছন্দনীয় এবং আলৱাহ কর্তৃক অনুমোদিত একমাত্র জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম। সূরা আলে–ইমরানের ১৯নং আয়াতে আলৱাহ তায়ালা বলেন, 'ইসলামই আলৱাহর একমাত্র দীন। এছাড়া আমরা বলতে পারি, মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল কাজকর্মের যথাযথ দিক নির্দেশনা ইসলামে বিদ্যমান। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সকল বিষয়ই ইসলামে যথাযথভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবন বা পরকালের অবস্থার বর্ণনাও ইসলামে রয়েছে। সুতরাং সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামের বিকল্প নেই। জুবায়দার বিশ্বাস ও বক্তব্য সম্পূর্ণ সঠিক।

প্রশ্ন– ২৩ ইমান, মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের গুরবত্ব

জনাব ইসহাক ইউরোপের একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে বাস করেন। তার কিছু সদ্‌গুণাবলি রয়েছে। তাই তিনি মনে করেন, মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের প্রয়োজন নেই। জনাব মাজহার একথা শুনে বলেন, ইমান মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথে পরিচালনা করে এবং নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে।

ক. ইমান শব্দের অর্থ কী? ১
খ. ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলা হয় কেন? ২
গ. জনাব ইসহাকের মনোভাব শরিয়তের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব মাজহারের বক্তব্য কতটুকু যৌক্তিক? প্রমাণ উপস্থাপন কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস করা, আস্থা স্থাপন, স্বীকৃতি দেওয়া, নির্ভর করা, মেনে নেওয়া ইত্যাদি।

খ ইসলাম শব্দটি 'সিলমুন' মূলধাতু হতে নির্গত। সিলমুন অর্থ শান্তি। ইসলাম মানুষকে শান্তির পথে পরিচালনা করে। ইসলামি বিধিবিধান মেনে চললে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে পরিপূর্ণ শান্তিময় জীবন লাভ করতে পারে। এজন্য ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলা হয়।

গ জনাব ইসহাকের মনোভাব ইমানের পরিপন্থী। আমরা জানি, যেসব বিষয় একমাত্র মানুষের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি হওয়ার যোগ্য তাই মানবিক মূল্যবোধ। মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইমানের মূলকথা হলো– 'লা ইলাহা ইলরালরাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুলরাহ।' এ কালিমায় বিশ্বাসী ব্যক্তি শুধু আলরাহ তায়ালার সামনে মাথা নত করে। পৃথিবীর অন্য কোনো সৃষ্টির সামনে মাথা নত করে না বা আত্মসমর্পণ করে না। ফলে মানুষের মর্যাদা সমুন্নত হয়, মানবিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়। ইমান মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথে পরিচালনা করে নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই মানবিকতা ও নৈতিকতার ধারক হয়। আলরাহ তায়ালার কাছে জবাবদিহির ভয়ে মুমিন ব্যক্তি সব ধরনের অমানবিক ও অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকেন। অথচ উদ্দীপকের জনাব ইসহাক সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন, মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের প্রয়োজন নেই। মূলত ইসলামকে অবিশ্বাস করার কারণেই তার মধ্যে এ ভ্রান্ত ধারণা বাসা বেঁধেছে।

ঘ জনাব মাজহারের বক্তব্য যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত। তার বক্তব্য বিশেষণসহ এর পৰে প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে : ইসলামের মৌলিক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে ব্যক্তি মুমিন হয়ে ওঠে, কারণ মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই মানবিকতা ও নৈতিকতার ধারক হয়। মুমিন ব্যক্তি সবসময় মনে রাখেন, তাঁকে একদিন আলরাহ তায়ালার সামনে হাজির হতে হবে। সেদিন আলরাহ তায়ালা সব কাজকর্মের হিসাব চাইবেন। আলরাহ তায়ালার নিকট এ জবাবদিহিতার ভয়ে মুমিন ব্যক্তি সব ধরনের মানবিক ও অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকেন। এ কারণে মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের প্রয়োজন নেই বলে উদ্দীপকের ইসহাকের যে বক্তব্য দেন তা খণ্ডন করে জনাব মাজহার বলেন, 'ইমান মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথে পরিচালনা করে এবং নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে।' উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, মানবিক মূল্যবোধ ও ইমান পারস্পরিক গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। আর অন্যায়–অত্যাচার ও অনৈতিক কার্যকলাপ ইমানের সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং বলা যায়, জনাব মাজহারের বক্তব্য 'ইমান মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথে পরিচালনা করে এবং নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে' সম্পূর্ণ সঠিক ও যৌক্তিক।

প্রশ্ন– ২৪ তাওহিদ

আহাদ ও আকাশ দু'জন পরস্পর বন্ধু। আকাশ একদিন আহাদকে বলে যে, এ মহাবিশ্ব পরিচালনা করা একজনের পৰে কখনো সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই আরো একাধিক শক্তিমান প্রভু আছে। একথা শুনে আহাদের মনে অনেক প্রশ্ন জাগে। আহাদ তার বন্ধু আকাশকে নিয়ে স্কুলের ধর্মীয় শিৰকের নিকট গেলে তিনি পবিত্র কুরআনের সূরা আম্বিয়ার ২২ নং আয়াতটি পাঠ করেন, যার অর্থ হলো : "যদি সেথায় (আসমানে ও জমিনে) আলরাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ থাকত তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।" [পাঠ–৪]

ক. তাওহিদ কোন ভাষার শব্দ? ১
খ. আলরাহর পরিচয় দাও? ২
গ. উদ্দীপকে পাঠ্যপুস্তকের কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উলিরখিত পবিত্র কুরআনের আয়াতের আলোকে আকাশের কথার মূল্যায়ন কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তাওহিদ আরবি ভাষার শব্দ।

খ আলরাহ তায়ালা এ বিশ্ব জগতের অধিপতি ও মালিক। তিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে একক ও অদ্বিতীয়। তাঁর সমতুল্য বা সমকৰ কেউ নেই। তিনি অনাদি অনন্ত। তিনি চিরস্থায়ী ও চিরবিরাজমান। তাঁর কোনো শুরব ও শেষ নেই। তিনি পানাহার, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্লান্তি সবকিছু থেকে মুক্ত ও পবিত্র। ইবাদতের যোগ্য সত্তা একমাত্র তিনিই।

গ উদ্দীপকে পাঠ্যপুস্তকের যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে তা হলো তাওহিদ।

আলরাহ তায়ালাকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা ও ইবাদতের যোগ্য এক ও অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে বিশ্বাসের নামই তাওহিদ। আর তাওহিদে বিশ্বাস ব্যতীত কোনো ব্যক্তিই ইমান বা ইসলামে প্রবেশ করতে পারে না। উদ্দীপকের আহাদ ও আকাশ উভয়ের মধ্যে তাওহিদ সম্পর্কে ধারণা না থাকায় পৃথিবী ও সৌরজগৎ পরিচালনায় একাধিক প্রভুর অস্তিত্ব আছে বলে তারা ভাবত, যা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং ইসলামি আদর্শের পরিপন্থী। প্রকৃতপৰে মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আলরাহ। তিনিই জগতের সবকিছু পরিচালনা করে থাকেন। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নৰত্র, ছায়াপথ, নীহারিকাপুঞ্জ, নদীনালা, সাগর–মহাসাগর, পাহাড়–পর্বত তাঁরই নির্দেশে সুন্দর ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। আলরাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ, প্রভু ও পরিচালক থাকলে বিশ্ব পরিচালনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হতো এবং এ নিয়ে বিবাদের কারণে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেত। সুতরাং মহাবিশ্বের পরিচালক একমাত্র আলরাহই। তিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে অদ্বিতীয়। উদ্দীপকে পাঠ্যবিষয়ের এ বিশেষ দিকটিই ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে উলিরখিত আয়াতটি পবিত্র কুরআনের সূরা আল–আম্বিয়ার ২২নং আয়াত। এ আয়াতটি মহান আলরাহপাকের একত্ববাদের প্রমাণ সম্পর্কিত। মহান আলরাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে অংশীদার সাব্যস্ত করা কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলে। উদ্দীপকের আকাশ না বুঝে মহাবিশ্বের একাধিক স্রষ্টা ও প্রভু আছে বলে ভাবত। তার এ ধরনের ভাবনা তাওহিদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং প্রকাশ্য শিরক। প্রকৃতপৰে একমাত্র মহাশক্তিমান আলরাহ তায়ালা এ গোটাবিশ্ব পরিচালনা করছেন। তিনিই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও নিয়ন্ত্রণকারী। মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা যদি একের অধিক হতেন তাহলে বিশ্বের চিরন্তন নিয়ম–শৃঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটত। আসমান ও জমিনে একাধিক ইলাহ বা প্রভু থাকলে উভয়ের মাঝে ৰমতার লড়াই হতো। ফলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। মানুষসহ যাবতীয় মাখলুকাত আলরাহ তায়ালা নিজেই সৃষ্টি করেছেন। এৰেত্রে কোনো অংশীদার থাকলে সৃষ্টির অবয়ব,

গঠন প্রণালি, ধরন ইত্যাদি বিষয়ে মতানৈক্যের সম্ভাবনা থাকত। এ বিষয়টি বোঝাতে আকাশের স্কুলের ধর্মীয় শিৰক আলৱাহর একত্ববাদ সম্পর্কে আল–কুরআনের উক্ত আয়াতটি পাঠ করেন। উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আকাশের কথাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

প্রশ্ন– ২৫ ▸▸ আলৱাহ তায়ালার পরিচয়

জুম্মান সাহেব একদিন ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, সব ধর্মের অনুসারীমাত্রই আলৱাহকে স্বীকার করে। তবে কেউ বলে আলৱাহ, কেউ বলে ঈশ্বর। আবার কেউ বলে গড। মূলত কোনো পার্থক্য নেই। তখন রহমান সাহেব বললেন, মহান আলৱাহ তাঁর সত্তায় যেমন এক ও অদ্বিতীয়, তেমনি তিনি তাঁর আলৱাহ নামের শব্দটিতে একক, অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয়।

ক. কুফর সমাজের মধ্যে কীসের প্রসার ঘটায়? ১
খ. ইমান ও ইসলাম একটি অপরটির পরিপূরক কেন? ২
গ. জুম্মান সাহেবের বক্তব্যটি শরিয়তের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রহমান সাহেবের বক্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কুফর মানবসমাজে অনৈতিকতার প্রসার ঘটায়।

খ ইমান ও ইসলামের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। এর একটি ব্যতীত অন্যটি কল্পনাও করা যায় না। ইমান মানুষের অন্তরে আলৱাহর প্রতি বিশ্বাস, অনুরাগ ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের বাসনা সৃষ্টি করে। আর তাতে ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে সজীব ও সতেজ হয়ে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে বিকশিত হয় ইসলাম। তাই বলা যায়, ইমান ও ইসলাম একটি অপরটির পরিপূরক।

গ জুম্মান সাহেবের বক্তব্যটি অগ্রহণযোগ্য। কারণ আলৱাহ, ঈশ্বর ও গড শব্দের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আলৱাহ তায়ালা একক ও অদ্বিতীয় সত্তা। 'আলৱাহ' শব্দের মধ্যেই তাঁর তুলনাহীন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। 'আলৱাহু' শব্দটি আরবি। পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই এ শব্দের কোনো প্রতিশব্দ নেই। এর কোনো একবচন, বহুবচন নেই। এ শব্দের কোনো স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ নেই। এ শব্দটি একক ও অতুলনীয়। কিন্তু উদ্দীপকের জুম্মান সাহেবের মতে আলৱাহ, ঈশ্বর ও গড শব্দের মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য নেই। তিনি বলেন, 'সব ধর্মের অনুসারীমাত্রই আলৱাহকে স্বীকার করে। তবে কেউ বলে আলৱাহ, কেউ বলে ঈশ্বর, আবার কেউ বলে গড। মূলত কোনো পার্থক্য নেই।' তার এ বক্তব্যটি সঠিক নয়। সুতরাং বলা যায়, জুম্মান সাহেবের বক্তব্যটি সঠিক নয়, বরং ভ্রান্ত ও অগ্রহণযোগ্য।

ঘ রহমান সাহেবের বক্তব্য সঠিক ও যুক্তিযুক্ত। এ বিশ্বজগতের অধিপতি মহান আলৱাহ একক ও অদ্বিতীয় সত্তা। 'আলৱাহ' শব্দের মধ্যেই তাঁর তুলনাহীন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। 'আলৱাহ' আরবি শব্দ। পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই এ শব্দের কোনো প্রতিশব্দ নেই। এর কোনো একবচন, বহুবচন নেই। এ শব্দের কোনো স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ নেই। এ শব্দটি একক ও অতুলনীয়। যেমন– আলৱাহ তায়ালা তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে একক ও অদ্বিতীয়। তাঁর সমতুল্য বা সমকৰ কিছুই নেই। পবিত্র কুরআনের সূরা আল–ইখলাসেও আলৱাহ তায়ালার পরিচয় সম্পর্কে এ ধরনের বর্ণনা রয়েছে। তা থেকে শিৰা নিয়ে উদ্দীপকের রহমান সাহেব জুম্মান সাহেবের বক্তব্যের জবাবে বলেন, 'মহান আলৱাহ তাঁর সত্তায় যেমন এক ও অদ্বিতীয়, তেমনি তিনি তাঁর 'আলৱাহ' নামের শব্দটিতে একক, অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয়।' কেননা 'আলৱাহ' শব্দের কোনো প্রতিশব্দ নেই। অথচ ঈশ্বর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ ঈশ্বরী এবং God শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ goddess, যা আলৱাহ তায়ালার ৰেত্রে কোনোক্রমেই প্রযোজ্য নয়। উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, রহমান সাহেবের বক্তব্য সঠিক, যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন– ২৬ ▸▸ তাওহিদ ও কুফর

জনাব রায়হান একজন আত্মসচেতন ও আত্মমর্যাদাবান ব্যক্তি। তিনি সবসময় ইবাদত ও সৎকর্মের পাশাপাশি আলৱাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা আদায় করেন। অন্যদিকে তার সহকর্মী ইসলামের মৌলিক ইবাদতগুলো অস্বীকার করার পাশাপাশি আলৱাহর প্রতি অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হিসেবে পরিচিত।

ক. ইসলামের ব্যবহারিক অর্থ কী? ১
খ. ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রায়হান সাহেবের মধ্যে আকাইদের কোনটির প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রায়হান সাহেবের সহকর্মীর কাজের কুফল ইসলামের আলোকে বিশেৱষণ কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের ব্যবহারিক অর্থ আলৱাহ তায়ালা ও রাসুল (স)–এর আনুগত্য করা।

খ ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক গাছের মূল ও শাখাপ্রশাখার মতো। ইমান হলো গাছের শিকড় বা মূল। আর ইসলাম তার শাখাপ্রশাখা। মূল না থাকলে শাখাপ্রশাখা হয় না। আর শাখাপ্রশাখা না থাকলে মূল বা শিকড় মূল্যহীন। তদ্রূপ ইমান ও ইসলাম একটি অন্যটি ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ হয় না। যেমন : আলৱাহ, রাসুল, ফেরেশতা ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বাস করা হলো ইমান। আর এর ওপর ভিত্তি করে সালাত, যাকাত, হজ ইত্যাদি বিষয় পালন করা হলো ইসলাম। সুতরাং বোঝা যায়, ইমান ও ইসলামের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য।

গ রায়হান সাহেবের মধ্যে যে বিষয়টির প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে তাহলো তাওহিদ। তাওহিদ হলো আলৱাহ তায়ালার একত্ববাদে বিশ্বাস। মানবজীবনে এ বিশ্বাসের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। কেননা আলৱাহ তায়ালাই একমাত্র আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তাওহিদে বিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষ এ সত্যকে স্বীকার করে নেয়। মানুষ এর দ্বারা আলৱাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা আদায় করে। তাছাড়া তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে আত্মসচেতন ও আত্মমর্যাদাবান করে এবং মানুষকে আলৱাহর ইবাদত ও সৎকর্মে উৎসাহিত করে। যেমনটি আমরা দেখি উদ্দীপকের রায়হান সাহেবের চরিত্রে। রায়হান সাহেব একজন আত্মসচেতন ও আত্মমর্যাদাবান ব্যক্তি। তিনি সবসময় ইবাদত ও সৎ কাজের পাশাপাশি আলৱাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা আদায় করেন। আর এসব কিছুর মূলে রয়েছে তাওহিদের প্রভাব। তাওহিদে বিশ্বাস মুক্তি ও সফলতার দ্বার উন্মুক্ত করে।

ঘ রায়হান সাহেবের সহকর্মীর কাজের কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ। ইসলামের মৌলিক ইবাদত যেমন : নামায, যাকাত, রোযা, হজ ইত্যাদি ইবাদতগুলো অস্বীকার করা কুফরের অন্তর্ভুক্ত। কুফর মানুষের মধ্যে অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতা জন্ম দেয়। যেমনটি আমরা দেখি উদ্দীপকের রায়হানের সহকর্মীর চরিত্রে। তিনি ইসলামের মৌলিক ইবাদতগুলো অস্বীকার করার পাশাপাশি আলৱাহর প্রতি অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হিসেবে পরিচিত। আর এসব কিছুই হয়েছে কুফরের কারণে। কুফরের ফলে শুধু

দুনিয়াতেই নয় বরং আখিরাতেও তাকে শোচনীয় পরিণতি বরণ করতে হবে।কুফরের কুফল হলো– কাফির আলৱাহ তায়ালার বিধি–নিষেধ অমান্য করে। ফলে সমাজে সে অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হিসেবে পরিচিত হয়। কুফরের ফলে সমাজে পাপাচার বৃদ্ধি পায়। তাকদিরে বিশ্বাস না থাকায় যেকোনো ব্যর্থতায় কাফির চরম হতাশ হয়ে পড়ে। পরকালে কাফিররা জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। পরিশেষে বলা যায়, রায়হান সাহেবের সহকর্মীর কাজে প্রকাশ পেয়েছে কুফর, যার কুফল অত্যন্ত মারাত্মক।

প্রশ্ন– ২৭ ▸▸ শিরক

বাবুল সাহেব তার বাড়ির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের সময় সিমেন্ট, বালি ও সুরকির মিশ্রণের সাথে সোনা, রূ পা ও তাবিজে ভর্তি একটি পোটলা রেখে বললেন, এটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাড়িটিকে রৰা করবে।

ক. তিলাওয়াত শব্দের অর্থ কী? ১
খ. 'শিরক ৰমার অযোগ্য অপরাধ' বুঝিয়ে দাও। ২
গ. বাবুল সাহেবের কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাবুল সাহেবের কর্মকাণ্ডের পরিণতি কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশেৱষণ কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তিলাওয়াত শব্দের অর্থ পাঠ করা, আবৃত্তি করা, পড়া, অনুসরণ করা ইত্যাদি।

খ পৃথিবীতে যত রকমের জুলুম আছে তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় জুলুম হলো শিরক করা। শিরক হলো মহান আলৱাহ তায়ালার একত্ববাদের সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে তাঁর সাথে অংশীদার বা সমকৰ সাব্যস্ত করা। এটি হচ্ছে জঘন্য গুনাহ। মহান আলৱাহ শিরককারীকে কখনই ৰমা করবেন না।

গ মহান আলৱাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তার কোনো শরিক নেই। মানুষ মহান আলৱাহর সৃষ্টি যারা আলৱাহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। মহান আলৱাহ তায়ালা পৃথিবীর যেকোনো কিছু যেকোনো সময় ধ্বংস করে দিতে পারেন আবার তিনি চাইলে সংৱরণ করতে পারেন। উদ্দীপকের বাবুল সাহেব যে কাজটি করেছেন সেটি সম্পূর্ণ ইসলামবিরোধী কাজ। ইসলামের দৃষ্টিতে এ কাজটি শিরক এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ বাড়িটি রৰা ও দীর্ঘস্থায়ী একমাত্র আলৱাহ তায়ালাই করতে পারেন। সোনা–রূপার তাবিজ কখনো কোনো কিছু রৰা করতে পারে না। বাবুল সাহেব এখানে আলৱাহর সাথে তাবিজকে অংশীদার করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে তিনি শিরক করে মহা জুলুম করেছেন যা ৰমার অযোগ্য।

ঘ কুরআন–হাদিসের দৃষ্টিতে বাবুল সাহেবের কর্মের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আলৱাহ বলেন– 'নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম।' (সূরা লুকমান : ১৩) বাবুল সাহেব এ কাজ করার মাধ্যমে মুশরিকে পরিণত হয়েছেন। আলৱাহ মুশরিকের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট। তিনি অপার ৰমাশীল ও অসীম দয়ালু হওয়া সত্ত্বেও শিরকের অপরাধ ৰমা করেন না। আলৱাহ তায়ালা বলেন– 'নিশ্চয়ই আলৱাহ তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধ ৰমা করেন না। এতদ্ব্যতীত যেকোনো পাপ যাকে ইচ্ছা ৰমা করেন।' (সূরা আন–নিসা : ৪৮) বাবুল সাহেবের কর্মকাণ্ডের পরিণতিতে পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে যা আল–কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আলৱাহ তায়ালা বলেন– "যে ব্যক্তি আলৱাহর সাথে শিরক করবে আলৱাহ তায়ালা তার জন্য নিশ্চয়ই জান্নাত হারাম করে দেবেন। বস্তুত তার আবাসস্থলতো জাহান্নাম।" (সূরা আল–মায়িদা : ৭৫) সুতরাং এ কথা প্রণিধানযোগ্য যে বাবুল সাহেব শিরক করেছেন, যে কর্মকাণ্ডের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

প্রশ্ন– ২৮ ▸▸ নিফাক

আনোয়ারা ও মনোয়ারা দুই বান্ধবী। ঢাকা শহরে তারা পাশাপাশি বাসায় বসবাস করে। ঈদের ছুটিতে আনোয়ারা গ্রামের বাড়ি যাবে বলে বান্ধবী মনোয়ারার নিকট তার কিছু অলংকার আমানত রেখে যায়। ঈদের ছুটির পর আনোয়ারা গ্রামের বাড়ি থেকে ঢাকায় এসে আমানত হিসেবে তার রেখে যাওয়া অলংকারগুলো ফেরত চায়। কিন্তু মনোয়ারা অলংকার আমানত রাখার বিষয়টি অস্বীকার করে। এতে উভয়ের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া হয়। বিষয়টি একজন বিজ্ঞ আলেমকে জানালে তিনি রাসুল (স)–এর এ হাদিসটি পাঠ করে শোনালেন।

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ- إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ-

[পাঠ–৮]

ক. নিফাক শব্দের অর্থ কী? ১
খ. আমানতের খিয়ানত বলতে কী বোঝ? ২
গ. মনোয়ারার কর্মকাণ্ড ইসলামের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সমাজজীবনে বিজ্ঞ আলেমের উলিৱখিত হাদিসটির গুরুত্ব বিশেৱষণ কর। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিফাক শব্দের অর্থ–ভণ্ডামি, কপটতা,দ্বিমুখীভাব, ধোঁকাবাজি ইত্যাদি।

খ কারও নিকট কোনো সম্পদ গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলে। আমানতের বিপরীত শব্দ খিয়ানত। অর্থাৎ যে সম্পদ গচ্ছিত রাখা হয় তা যথাযথভাবে মালিকের কাছে প্রত্যর্পণ না করে আত্মসাৎ বা ৰতিসাধন করাকে আমানতের খিয়ানত বলে।

গ মনোয়ারার কর্মকাণ্ডে ফুটে উঠেছে আমানতের খিয়ানত, যা মুনাফিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, আর যখন তার নিকট কোনোকিছু আমানত রাখা হয় তার খিয়ানত করে। উদ্দীপকে দেখা যায়, আনোয়ারা তার বান্ধবী মনোয়ারার নিকট কিছু অলংকার আমানত রাখে। কিন্তু মনোয়ারা পরবর্তীতে অলংকার আমানত রাখার বিষয়টি অস্বীকার করে তা ফেরত দিতে চায় না। মনোয়ারার এ ধরনের কর্মকাণ্ড আমানতের খিয়ানতের পর্যায়ে পড়ে। কারণ সে লোভের বশবর্তী হয়ে তারই বান্ধবীর অলংকার আমানত রাখার বিষয়টি অস্বীকার করেছে। এৰেত্রে সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে, যা কোনো মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। সুতরাং মনোয়ারার কর্মকাণ্ডে নিফাক প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ সমাজজীবনে উদ্দীপকে বিজ্ঞ আলেমের উলিৱখিত হাদিসটির গুরুত্ব অপরিসীম। আলোচ্য হাদিসে মুনাফিকের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কথা উলেৱখ করা হয়েছে, যা সমাজে সব ধরনের অপকর্মের উৎস। মিথ্যা বলা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা ও আমানতের খিয়ানত করা মুনাফিকের এ তিনটি বৈশিষ্ট্য বিশেৱষণের মধ্য দিয়ে হাদিসটির সামাজিক গুরুত্ব তুলে ধরা হলো মুনাফিকরা মিথ্যা বলার মাধ্যমে সমাজে শান্তি–শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে। ফলে তারা সমাজে ঘৃণার পাত্র হয়। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের মাধ্যমে সমাজে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ফিতনা–ফাসাদ। মুনাফিকরা আমানতের খিয়ানত করে এবং এর ফলে সমাজে শান্তি–শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয় ও ফিতনা–ফাসাদ সৃষ্টি হয়। বস্তুত, সততা, প্রতিশ্রুতি পালন করা ও আমানত রক্ষা করা একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও স্থিতিশীল সমাজব্যবস্থার পূর্বশর্ত। এ তিনটি বিষয় বাস্তবায়নের

মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য, সংহতি, শান্তি–শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা সম্ভব। অতএব বলা যায়, হাদিসটির সামাজিক গুরুত্ব অত্যধিক।

প্রশ্ন– ২৯ ▸▸ রিসালাত

মানবজাতির হিদায়াতের জন্য মহান আলরাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবি–রাসুল প্রেরণ করেছেন। তাদের মধ্যে হযরত আদম (আ) প্রথম নবি আর মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বশেষ রাসুল।

ক. হযরত দাউদ (আ)–এর ওপর কোন কিতাব নাজিল হয়েছে। ১

খ. আসমানি কিতাব ও রিসালাতের সম্পর্ক বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে কোন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত বিষয়ের গুরবত্ব বিশেরষণ কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত দাউদ (আ)–এর ওপর যাবুর কিতাব নাজিল হয়েছে।

খ আসমানি কিতাব ও রিসালাতের মধ্যে সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে সমস্ত কিতাব মহান আলরাহ তায়ালার পৰ হতে মানব জাতির হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করা হয় সেগুলোই আসমানি কিতাব। আর আলরাহর এই কিতাবসমূহের পবিত্র বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বই হলো রিসালাত।

গ উদ্দীপকে রিসালাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা জানি, রিসালাত শব্দের আভিধানিক অর্থ বার্তা, চিঠি পৌঁছানো, পয়গাম, সংবাদ বা কোনো ভালো কাজের দায়িত্ব বহন করা। ইসলামি পরিভাষায়, মহান আলরাহ তায়ালার পবিত্র বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বকে রিসালাত বলা হয়। উদ্দীপকেও এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানবজাতির হিদায়তের জন্য মহান আলরাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবি–রাসুল প্রেরণ করেছেন। মূলত হযরত আদম (আ) থেকে হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত সকল নবি–রাসুল আগমনের ধারাই রিসালাত। সুতরাং উদ্দীপকে রিসালাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ঘ রিসালাতে বিশ্বাসের গুরবত্ব অপরিসীম। ইসলামি জীবনদর্শনে রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। তাওহিদে বিশ্বাসের সাথে সাথে প্রত্যেক মুমিন ও মুসলিমকেই রিসালাতে বিশ্বাস করতে হবে। বস্তুত রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন না করলে কেউ মুমিন থাকতে পারে না। কেননা মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। এই অল্প জ্ঞান দ্বারা অনন্ত অসীম আলরাহ তায়ালার পূর্ণ পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়। মহান আলরাহ তায়ালা তাঁর নিজের পরিচয় নবি–রাসুলগণের মাধ্যমে মানবজাতির নিকটে তুলে ধরেছেন। তাঁর পূর্ণাঙ্গ ৰমতা ও গুণাবলির বর্ণনা প্রদান করেছেন। একমাত্র নবি–রাসুলগণই রিসালাতের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাঁরা ইহ ও পরকালীন কল্যাণের জন্য আলরাহ তায়ালা প্রদত্ত জীবনবিধান ও দিক নির্দেশনা নিয়ে এসেছেন। পৃথিবীর সর্বশেষ নবি ও রাসুল (স) যদি রিসালাত নিয়ে না আসতেন তাহলে আমরা কিছুই জানতে পারতাম না। এমনকি আলরাহ তায়ালার সত্তা ও পরিচয় সম্পর্কেও জানতে পারতাম না। সুতরাং নবি–রাসুলগণের এ সমস্ত সংবাদ বা রিসালাতকে বিশ্বাস করা অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন– ৩০ ▸▸ রিসালাত

ইউনুস সাহেব একজন পরহেজগার ব্যক্তি। তিনি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাআতের সাথে আদায় করেন, ফরজ ও নফল রোযা রাখেন। এভাবে ইসলামের প্রতিটি বিধিবিধান তিনি সঠিকভাবে পালন করেন। কিন্তু তার চারপাশের লোকেরা বিভিন্ন অন্যায়, অশরীল ও অনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকলেও এ বিষয়ে তার কোনো তৎপরতা লৰ করা যায় না। তার বন্ধু জনাব আবুল খায়ের একদিন তাকে বললেন, 'মহানবি (স) এর উম্মত হিসেবে তুমি নবুয়ত ও রিসালাতের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছ। পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার জন্য নবুয়ত ও রিসালাতের শিৰা প্রয়োজন।'

ক. রিসালাত শব্দের অর্থ কী? ১

খ. রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে কেন? ২

গ. নবুয়ত ও রিসালাতের উদ্দেশ্য বলতে জনাব খায়ের কোন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার উক্ত বিষয়টি কি শিৰা করা প্রয়োজন? তোমার মতামত দাও। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রিসালাত শব্দের অর্থ বার্তা, চিঠি পৌঁছানো, সংবাদ বা কোনো ভালো কাজের দায়িত্ব বহন করা।

খ ইসলামি জীবনদর্শনে রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। রিসালাতে বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন হতে পারে না। রিসালাতকে অস্বীকার করলে মহান আলরাহকেই প্রকারান্তরে অস্বীকার করা হয়। তাই তাওহিদে বিশ্বাস স্থাপনের ন্যায় রিসালাতেও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

গ নবুয়ত ও রিসালাতের উদ্দেশ্য বলতে জনাব খায়ের যে বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা হলো মানুষকে আলরাহ তায়ালার অস্তিত্ব, পরিচয় ও গুণাবলি সম্পর্কে জানানো বা জ্ঞান দান করা। মানুষকে সত্য ও সুন্দরের দিকে পরিচালনা করা। সর্বোপরি ইহ–পরকালীন কল্যাণ ও সফলতার দিক–নির্দেশনা প্রদান করা। আলরাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবি–রাসুল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্যহীনভাবে দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়নি বরং তাঁরা নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা মানুষের নিকট আলরাহ তায়ালার পরিচয় তুলে ধরতেন। সত্য ও সুন্দর জীবনের দিকে আহবান জানাতেন। পৃথিবীতে আলরাহ তায়ালার আদেশ–নিষেধ ও বিধিবিধান বাস্তবায়নের জন্য হাতে–কলমে শিৰা দিতেন। কিন্তু উদ্দীপকের ইউনুস সাহেবের কর্মকাণ্ডে রিসালাতের এ উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটেনি। তিনি তার চারপাশের লোকদের সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করেননি এবং অন্যায়, অনৈতিক কাজ করতে নিষেধ করেননি; যা ছিল রিসালাতের অন্যতম উদ্দেশ্য। উদ্দীপকে জনাব খায়ের এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করেন। প্রকৃতপৰে রিসালাতের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন না হলে কোনো ইবাদতেরই মূল্য নেই।

ঘ আমি মনে করি পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার জন্য উক্ত বিষয় তথা নবুয়ত ও রিসালাত শিৰা করা প্রয়োজন। আলরাহ তায়ালার বাণী ও শিৰা মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়াকে নবুয়ত ও রিসালাত বলা হয়। নবুয়ত ও রিসালাতের শিৰা মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল কাজকর্ম আলরাহ তায়ালার নির্দেশিত পথে পরিচালনা করতে সাহায্য করে। তাই যে ব্যক্তি নবুয়ত ও রিসালাতের শিৰানুসারে জীবনযাপন করে সেই সফল। নবি–রাসুলগণ ছিলেন পরিপূর্ণ মানুষ। কারণ তারা ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। কোনো রকম অন্যায়–অত্যাচার, অশরীলতা এবং অনৈতিকতাকে তারা প্রশ্রয় দিতেন না। তারা মানুষকে সৎপথে পরিচালনা করতেন এবং অসৎকাজে বাধা দিতেন। নবির উম্মতদের মধ্যে যারা রিসালাতের এ শিৰার পূর্ণ অনুসরণ করবেন তারাই সফল ও শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হবেন। উদ্দীপকের ইউনুস সাহেবের চরিত্রে আমরা ভিন্ন চিত্র দেখতে পাই। তিনি আলরাহর ইবাদত

করেন ঠিকই, কিন্তু মানুষকে সত্য ও সুন্দরের দিকে পরিচালনা করেন না। অর্থাৎ তিনি নবি–রাসুলদের আংশিক অনুসরণ করেছেন। আর নবি–রাসুলদের পূর্ণ অনুসরণ না করার ফলে তিনি পরিপূর্ণ মানুষ হতে পারেননি। এভাবে দেখা যায়, যে ব্যক্তি নবুয়ত ও রিসালাতের শিৰানুসারে জীবনযাপন করেন তিনিই পরিপূর্ণ মানুষ। সুতরাং পরিপূর্ণ মুমিন হতে হলে ইউনুস সাহেবকে নবুয়ত ও রিসালাত শিৰা করে তদনুযায়ী আমল করতে হবে।

প্রশ্ন– ৩১ ▸▸ আসমানি কিতাব

পবিত্র কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। এটি বিশ্বমানবতার মুক্তির সনদ। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সকল দিক এতে উলেৱখ করা হয়েছে। এর পূর্বে আরও কিতাব এসেছে। সেই সাথে এসেছে অসংখ্য ছোট কিতাব। এসব পবিত্র কিতাব বিশিষ্ট নবি–রাসুলগণের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে।

ক. আসমানি কিতাব কী? ১
খ. আসমানি কিতাব বিশ্বাস করা গুরবত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. উদ্দীপকে ছোট কিতাব বলতে কী বুঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব সম্পর্কে উদ্দীপকের কথাটি বিশেৱষণ কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আসমানি কিতাব হলো এমন গ্রন্থ যা আলৱাহ তায়ালা থেকে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

খ আসমানি কিতাবসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করা ইমানের অন্যতম গুরবত্বপূর্ণ বিষয়। আসমানি কিতাবসমূহে বিশ্বাস স্থাপন না করলে ইমানের মূল বিশ্বাসই নড়বড়ে হয়ে যায়। কেননা আসমানি কিতাবগুলোর মাধ্যমেই মানুষ আলৱাহ তায়ালা, নবি–রাসুল, ফেরেশতা, পরকাল ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পেরেছে। কেউ যদি আসমানি কিতাবসমূহে বর্ণিত কোনো বিষয়ে অবিশ্বাস করে সে ইমানের অন্যান্য বিষয়ে অস্বীকার করে। ইমানের পরিপূর্ণতার জন্য আসমানি কিতাবসমূহে বিশ্বাস করা গুরবত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে ছোট কিতাব বলতে সহিফাকে বুঝানো হয়েছে। আলৱাহ তায়ালা সর্বমোট ১০৪ খানা আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন। এর মধ্যে ৪ খানা বড় ও প্রসিদ্ধ এবং ১০০ খানা ছোট কিতাব। ছোট কিতাবগুলোকে সহিফা বলে। এ সহিফাগুলো মোট চারজন নবির ওপর নাজিল হয়। কোন নবির ওপর কয়খানা সহিফা নাজিল হয় তা নিচে উপস্থাপন করা হলো :

নবির নাম	অবতীর্ণ সহিফার সংখ্যা
হযরত আদম (আ)	১০ খানা
হযরত শিষ (আ)	৫০ খানা
হযরত ইবরাহিম (আ)	১০ খানা
হযরত ইদরিস (আ)	৩০ খানা

উদ্দীপকের মধ্যে পবিত্র কুরআনকে সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব বলা হয়েছে যা বিশ্বমানবতার মুক্তির সনদ। এর পূর্বে তাওরাত, যাবুর, ইনজিলসহ অসংখ্য সহিফা বা ছোট কিতাব নাজিল হয়েছে। সুতরাং উদ্দীপকে ছোট কিতাব বলতে সহিফাকে বুঝানো হয়েছে।

ঘ সর্বশেষ আসমানি কিতাব পবিত্র কুরআন সম্পর্কে উদ্দীপকের কথাটি হলো, এটি বিশ্বমানবতার মুক্তির সনদ। প্রকৃতপৰে কুরআন শরিফের শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য অতুলনীয়। এটি সমগ্র জাতির জন্য শাশ্বত ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এটি বিশ্বমানবতার মুক্তির সনদ। কেননা মানবজীবনের সকল বিষয়ের যথাযথ নির্দেশনা এ কিতাবে বিদ্যমান। মহান আলৱাহ তায়ালা বলেন– আমি এই কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দিইনি। (সূরা আন–আম : ৩৮) পবিত্র কুরআনে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক ও ধর্মীয়, শিৰা ও সাংস্কৃতিক, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রয়োজনীয় বিধিবিধান প্রদান করা হয়েছে। এসব বিধিবিধান যথাযথভাবে মেনে চললে তাঁর মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। তাই পবিত্র কুরআনকে বিশ্বমানবতার মুক্তির সনদ বলা হয়েছে। উদ্দীপকে এই বিষয়টিরই বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল–কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে মর্যাদাবান গ্রন্থ। এটি পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের সার–নির্যাস। আল–কুরআন সর্বজনীন কিতাব। নাজিলের পর থেকে আজ পর্যন্ত এটি অবিকৃত ও অপরিবর্তিত রয়েছে। এতে কোনোরূ প সংযোজন, সংশোধন, পরিমার্জন ও বিয়োজন হয়নি, আর ভবিষ্যতে হবেও না। এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব; চিরায়ত বিশ্বমানবতার মুক্তির সনদ।

প্রশ্ন– ৩২ ▸▸ নৈতিক জীবন গঠনে আসমানি কিতাবের ভূমিকা

মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ একটি ইসলামি সম্মেলনে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। একপর্যায়ে তিনি বলেন, পথভ্রষ্ট মানুষের হিদায়াতের জন্য আলৱাহ তায়ালা যুগে যুগে নবি–রাসুলের ওপর আসমানি কিতাব নাজিল করেন। আর সর্বশেষ আসমানি কিতাবই আমাদের সামগ্রিক কল্যাণের ধারক ও বাহক। মানবজীবনকে নৈতিক ও আদর্শিক পথে পরিচালনা করতে আসমানি কিতাব অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ক. হযরত আদম (আ)–এর ওপর কয়টি সহিফা অবতীর্ণ হয়? ১
খ. আমরা আসমানি কিতাব অনুসরণ করব কেন? ২
গ. উদ্দীপকের মাওলানা সাহেবের বর্ণিত সামগ্রিক কল্যাণের ধারক ও বাহক বিষয়টি কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নৈতিক জীবন গঠনে মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফের বক্তব্য মূল্যায়ন কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত আদম (আ)–এর ওপর দশটি সহিফা অবতীর্ণ হয়।

খ আসমানি কিতাব মানুষকে সব ধরনের কল্যাণের পথ নির্দেশ করে। এ কিতাব অনুসরণে জীবন পরিচালনা করলে মানবজীবন নীতি–নৈতিকতামণ্ডিত, সুন্দর ও শান্তিময় হয়। এজন্য আমরা আসমানি কিতাব অনুসরণ করব।

গ উদ্দীপকের মাওলানা সাহেবের বর্ণিত সামগ্রিক কল্যাণের ধারক ও বাহক বিষয়টি হলো আল–কুরআন। আল–কুরআনই সর্বশেষ আসমানি কিতাব। আলৱাহ তায়ালা মহানবি (স)–এর মাধ্যমে ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। মানবজীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের যথাযথ নির্দেশনা এ কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে বলে কুরআনই আমাদের জীবন চলার পাথেয়। এ কিতাব অনুসরণে জীবন পরিচালনা করলে মানবজীবন নীতি–নৈতিকতামণ্ডিত সুন্দর ও শান্তিময় হয়। এ কারণে উদ্দীপকের মাওলানা সাহেব বলেছেন, সর্বশেষ আসমানি কিতাবই

আমাদের সামগ্রিক কল্যাণের ধারক ও বাহক। সুতরাং আল–কুরআনকেই সামগ্রিম কল্যাণের ধারক ও বাহক বলা হয়েছে।

ঘ নৈতিক জীবন গঠনে মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফের বক্তব্য যথার্থ। কারণ তার বক্তব্যে পাওয়া যায় মানবজীবনকে নৈতিক ও আদর্শিক পথে পরিচালনা করতে আসমানি কিতাব অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদ্দীপকেও মাওলানা ইউসুফ সাহেব এ ধারণা দিয়েছেন যে, মানবজীবনকে নৈতিক ও আদর্শিক পথে পরিচালিত করতে আসমানি কিতাব গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন : আসমানি কিতাব মানুষকে আলরাহ তায়ালার সত্তা, গুণাবলি, ৰমতা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। তাছাড়া মানুষ আসমানি কিতাবের বর্ণনা দ্বারা পরকাল, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান ও পরিচয় জানতে পারে। এসব বিষয়ের জ্ঞান মানুষকে সত্য ও সুন্দর জীবন গঠনে অনুপ্রাণিত করে। আলরাহ তায়ালা আসমানি কিতাবসমূহে বহু নবি–রাসুলের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আসমানি কিতাবের মাধ্যমে এসব কাহিনী ও ঘটনা জেনে মানুষ নৈতিকজীবন গঠনে উৎসাহিত হয়। আসমানি কিতাবসমূহে কাফির, মুশরিক ও পাপাচারীদের ঘটনাও বর্ণনা করা হয়েছে। এসব ঘটনা আমাদের অনৈতিক ও অন্যায় কার্যাবলি থেকে বিরত থাকতে এবং সৎ ও মানবিক জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত করে।এভাবে আল–কুরআনের শিৰা মানুষকে সুশিৰিত করে তোলে ও নৈতিকতা বিকাশে সহায়তা করে।

প্রশ্ন– ৩৩ ▸▸ আখিরাত, সৎকর্মশীল ও নৈতিকজীবন গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা

ইয়াসিন সাহেব একটি সরকারি অফিসের কর্মকর্তা। তাঁর অফিসে অবৈধ টাকার ছড়াছড়ি থাকলেও সাত সদস্যের পরিবার নিয়ে তাকে কষ্ট করে চলতে হয়। অনেক সময় তার মনে হয় অবৈধ টাকা উপার্জন করে কিছু আর্থিক কষ্ট দূর করে নেন। কিন্তু পরৰণেই মৃত্যুর পর জবাবদিহিতার ভয়ে তিনি তা থেকে দূরে থাকেন।

ক. পুলসিরাত স্থাপিত হবে কোথায়? ১
খ. কোথায় সব মানুষের হিসাব নেয়া হবে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ইয়াসিন সাহেবের কাজে কোন বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত বিশ্বাস ইয়াসিন সাহেবের নৈতিক চরিত্র গঠনে কতটুকু সহায়ক হয়েছে বলে তুমি মনে কর? যুক্তি দাও। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পুলসিরাত স্থাপিত হবে জাহান্নামের ওপর।

খ হাশরের ময়দানে সকল মানুষের সমস্ত কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। আলরাহ তায়ালার নির্দেশে সকল মানুষ ও প্রাণিকুল মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবে। পৃথিবীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষই সেদিন একজন আহ্বানকারী ফেরেশতার ডাকে বিশাল ও সুবিন্যস্ত ময়দানে সমবেত হবে। মানুষের এ মহাসমাবেশকেই হাশর বলা হয়।

গ ইয়াসিন সাহেবের কাজে আখিরাতে বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে। আমরা জানি, মানবজীবনের দুটি পর্যায় রয়েছে। ইহকাল ও পরকাল। ইহকাল হলো দুনিয়ার জীবন। আর মৃত্যুর পরে মানুষের যে নতুন জীবন শুরব হয় তার নাম পরকাল বা আখিরাত। আখিরাতে মানুষের দুনিয়ার কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। অতঃপর ভালো কাজের পুরস্কারস্বরূ প জান্নাত এবং মন্দ কাজের জন্য জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া হবে। এরূ প বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকের ইয়াসিন সাহেবের চরিত্রে। তাই তার অফিসে অবৈধ টাকার ছড়াছড়ি থাকলেও মৃত্যুর পরে আলরাহর নিকট জবাবদিহিতার ভয়ে তা থেকে দূরে থাকেন। অথচ সাত সদস্যের পরিবার নিয়ে তাকে কষ্টে চলতে হয়। আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকার কারণে ইয়াসিন সাহেব অবৈধ টাকা উপার্জন থেকে বিরত থাকেন। কেননা তিনি জানেন, পরকালে তাকে আলরাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। দুনিয়ার সব কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। সুতরাং ইয়াসিন সাহেবের কাজে আখিরাতে বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ আখিরাতে বিশ্বাস ইয়াসিন সাহেবের নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়ক হয়েছে বলে আমি মনে করি। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে জীবন পরিচালনায় নীতি ও আদর্শের অনুসরণ করতে বাধ্য করে। যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করে সে প্রত্যহ তার প্রতিটি কাজের হিসাব নিজেই নিয়ে থাকে। এভাবে দৈনন্দিন আত্মসমালোচনার মাধ্যমে ইয়াসিন সাহেবও তার ভুলভ্রান্তি শুধরিয়ে নিয়ে সচ্চরিত্রবান হিসেবে গড়ে উঠেন। আখিরাতে মানুষের দুনিয়ার কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। তখন আলরাহ তায়ালা মানুষের সামান্যতম ভালো বা মন্দ কাজ সবই প্রদর্শন করেন। ইয়াসিন সাহেব আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি। তাই তিনি আলরাহ তায়ালার সামনে দাঁড়িয়ে জাবাবদিহিতার ভয়ে যাবতীয় অন্যায় ও পাপকাজ থেকে বিরত থাকেন। দুনিয়ার কষ্ট করেন কিন্তু অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করেন না। উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে ছোট–বড়, প্রকাশ্য–অপ্রকাশ্য সব ধরনের অন্যায় থেকে বিরত রাখে এবং পাপমুক্ত, সৎকর্মশীল ও নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং বলা যায়, আখিরাতে বিশ্বাস ইয়াসিন সাহেবের নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়ক হয়েছে।

প্রশ্ন– ৩৪ ▸▸ আখিরাত

রাজিন মাদরাসায় পড়ালেখা করে। গ্রীষ্মের ছুটিতে মাদরাসা বন্ধ হলে সে গ্রামের বাড়িতে যায়। সে দেখল আসরের নামাযের আযান হলে তার বাবা নামায না পড়ে কাজ করছে। সে তার বাবাকে বলল বাবা তুমি নামায সম্পর্কে এত উদাসীন কেন। তার বাবা বলল, এখন বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। কাজ গুছিয়ে নেওয়ার পর ভালো করে নামায পড়ব। রাজিন বলল, কত বছর তুমি বেঁচে থাকবে তার নিশ্চয়তা দিতে পার? তুমি জান! হাদিসে আছে, 'দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যৰেত্র।'

ক. আখিরাত শব্দের অর্থ কী? ১
খ. আখিরাতে বিশ্বাস করা গুরবত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. আখিরাতের প্রতি রাজিনের পিতার বিশ্বাস কতটুকু? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ঘটনার আলোকে প্রদত্ত হাদিসটির তাৎপর্য বিশেরষণ কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আখিরাত শব্দের অর্থ পরকাল।

খ তাওহিদ ও রিসালাতে বিশ্বাস করা যেমন ইমানের অঙ্গ আখিরাতে বিশ্বাস করাও তেমনি ইমানের অঙ্গ। মুমিন হওয়ার জন্য আখিরাতে বিশ্বাস অপরিহার্য। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে দায়িত্বশীল ও সৎকর্মশীল করে তোলে। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে জবাবদিহিতার ভয়ে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে। উপরিউক্ত কারণে আখিরাতে বিশ্বাস করা গুরবত্বপূর্ণ।

গ আখিরাতের প্রতি রাজিনের পিতার বিশ্বাস খুবই কম। কারণ যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করে সে কখনো ঐরূ প উক্তি করতে পারে না। আখিরাতে বিশ্বাসী মানুষ বিশ্বাস করে যে, মানুষ মরণশীল এবং মানুষ কতৰণ বা কত দিন বেঁচে থাকবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। ফলে আখিরাতে বিশ্বাসী মানুষ কখনো নামাযে ফাঁকি

দেয় না বা ইচ্ছা করে নামায আদায় করা থেকে বিরত থাকে না। কারণ সে জানে প্রতি ওয়াক্ত নামায কাযা করলে বা বাদ দিলে তাকে হাজার হাজার বছর জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। আখিরাতে বিশ্বাসী মানুষ কর্মব্যস্ততার অজুহাত দিয়ে নামায থেকে বিরত থাকতে পারে না।

উদ্দীপকটি পাঠ করে আমরা জানতে পারি যে, রাজিনের পিতা নামাযে খুবই উদাসীন। রাজিনের পিতা বলে, এখন বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। কাজ গুছিয়ে নেবার পর ভালো করে নামায পড়ব। রাজিনের পিতার এ উক্তি প্রমাণ করে যে, আখিরাতের প্রতি তার পিতার বিশ্বাস খুবই ৰীণ। সুতরাং বলা যায় আখিরাতের প্রতি রাজিনের পিতার বিশ্বাস খুবই ৰীণ বা নেই বললেই চলে যা তাকে নামাযে উদাসীন করেছে।

ঘ মৃত্যুর পর থেকেই আখিরাতের জীবন শুরব হয়। সে জীবনের শুরব আছে, শেষ নেই। সে জীবন অনন্তকালের। মানুষ ইহজীবনে যে যেমন কাজ করবে, পরকালে সে তেমন ফল ভোগ করবে। মহানবি (স) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'দুনিয়া আখিরাতের শস্যৰেত্র।' উদ্দীপকে এ হাদিসটিই উলিৱখিত হয়েছে। রাজিনের পিতা নামায আদায়ে উদাসীনতা দেখালে সে তার পিতাকে উলিৱখিত হাদিসটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আলোচ্য ৰেত্রে এ হাদিসটির তাৎপর্য অপরিসীম। হাদিসটি আমাদের ইহজীবনের আমল সম্বন্ধে সতর্ক করে তোলে। কারণ হাদিসটি আমাদের বুঝতে শেখায় যে, আমাদের মন্দ কাজের জন্য আখিরাতে আলৱাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে এবং ভালো কাজ পুরস্কৃত হবে। তাই আলৱাহর নৈকট্য লাভের আশায় নিয়মিত নামায–রোযা ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় ইবাদত–বন্দেগি আমরা পালন করি। মূলত আমাদের দুনিয়ার কাজের পরিণতিই আখিরাতে ভোগ করতে হবে। সুতরাং উলিৱখিত হাদিসটি রাজিনের পিতাকে আখিরাতের গুরবত্ব স্মরণ করিয়ে দেবে এবং নিয়মিত নামায আদায়ে উৎসাহী করে তুলবে। এ উপলব্ধি থেকে রাজিনের পিতা নামাযে নিয়মিত হবে বলে আশা করা যায়। অতএব, আমাদের ব্যবহারিক জীবনে 'দুনিয়া আখিরাতের শস্যৰেত্র' হাদিসটির তাৎপর্য অপরিসীম।

প্রশ্ন– ৩৫ ▸▸ আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস

আবদুল হামিদ একটি কোম্পানির প্রকল্প ম্যানেজার। ঘুষের পথ খোলা থাকলেও তিনি ঘুষ খাননি। তিনি মনে করেন দুনিয়ার জীবন ৰণস্থায়ী। অপরদিকে আবদুর রশিদ অবৈধ পন্থায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করে বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন।

ক. কুরআনের সংগ্রৰক কে? ১
খ. হাশর বলতে কী বোঝায়? ২
গ. আবদুর রশিদের কর্মকাণ্ডে কোন বিশ্বাসের অভাব রয়েছে? ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আবদুর হামিদ সাহেব দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য না দেওয়ার কারণ বিশেৱষণ কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কুরআনের সংগ্রৰক মহান আলৱাহ।

খ হাশর হলো মহাসমাবেশ। আলৱাহ তায়ালার নির্দেশে পৃথিবীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও প্রাণিকুল জীবিত হবে। সকল মানুষকে একটি বিশাল মাঠে একত্রিত হতে হবে। আর এই মহাসমাবেশকেই হাশর বলা হয়।

গ আবদুর রশিদের কর্মকাণ্ডে আখিরাতে বিশ্বাসের অভাব রয়েছে। ইসলামি জীবন দর্শনে আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন অপরিহার্য। আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া মুমিন ও মুত্তাকি হওয়া যায় না। আলৱাহ তায়ালা বলেন, "আর তারা (মুত্তাকিগণ) আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস করে।" আবদুর রশিদ যদি আখিরাতে বিশ্বাস করত তাহলে সে অবৈধ পন্থায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারত না। তাই সে ইসলামের দৃষ্টিতে মুমিন বা মুত্তাকি নয়। সে আখিরাতে বিশ্বাস করলে এরকম অনৈতিক কাজ মোটেও করতে পারত না। কারণ আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখে এবং পুণ্যকাজ করতে উৎসাহ জোগায়।

অতএব আবদুর রশিদ আখিরাতে বিশ্বাসের অভাবে অবৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জন করেছে যা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম।

ঘ আবদুল হামিদ সাহেবের দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য না দেওয়ার কারণ আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস।

আবদুল হামিদ একটি কোম্পানিতে প্রকল্প ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। ঘুসের পথ খোলা থাকলেও তিনি ঘুস খাননি কারণ তিনি দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেন না। তার দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য না দেওয়ার কারণ হচ্ছে তিনি মনে করেন দুনিয়ার জীবন ৰণস্থায়ী। এ জীবনের পরে আরেকটি জীবন রয়েছে। যার নাম আখিরাত বা পরকাল। আখিরাতে অনন্তকালের জীবন।মানুষের দুনিয়ার জীবনের কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে আখিরাতে। দুনিয়ায় ভালো ও সৎকাজের পুরস্কারস্বরূ প আখিরাতে লাভ করা যাবে জান্নাত। এ জন্য আবদুল হামিদ সাহেব দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য না দিয়ে আখিরাতের জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

প্রশ্ন– ৩৬ ▸▸ আখিরাতের জীবনের কয়েকটি স্তর

আরমান সাহেব অফিসের একজন কর্মকর্তা। তিনি ঘুষ না পেলে ফাইলে সই করেন না। তার সহকর্মী আকিল সাহেব তাকে বলেন, 'যারা ঘুষ প্রদান করে এবং গ্রহণ করে তারা উভয়েই জাহান্নামে যাবে। জাহান্নাম চির অশান্তির এক স্থান। আপনি ভালো কাজ করেন তাহলে চিরস্থায়ী সুখের স্থান জান্নাত লাভ করতে পারবেন।'

ক. জাহান্নাম কী? ১
খ. কারা জাহান্নামী ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আরমান সাহেব কীভাবে ঘুষ গ্রহণের মন্দ অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "জাহান্নাম চির অশান্তির এক স্থান" –বিশেৱষণ কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাহান্নাম হলো শাস্তির স্থান।

খ যারা সীমালঙ্ঘন করে এবং আলৱাহর বিধান অমান্য করে তারাই হবে জাহান্নামি। কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকরা জাহান্নামে চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে। আলৱাহ বলেন, 'অনন্তর যে সীমালঙ্ঘন করে এবং দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়, জাহান্নামই হবে তার আবাসস্থল।' (সূরা–আন–নাযিআ–৩৭–৩৯)

গ মহান আলৱাহর প্রতি সঠিকভাবে ইমান এনে আরমান সাহেব ঘুষ গ্রহণের মন্দ অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেন। কারণ আলৱাহর প্রতি ইমান থাকলে ঘুষ গ্রহণ সম্ভব নয়। মহান আলৱাহ ঘুষ গ্রহণ হারাম করেছেন। মুমিন হারাম গ্রহণ করতে পারে না। আলৱাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে আরমান সাহেব আখিরাতেও বিশ্বাসী হবেন। দুনিয়ার জীবনের ৰণস্থায়িত্ব এবং আখিরাতের জীবনের চিরস্থায়ীত্বে বিশ্বাসী হবেন। জান্নাতের চিরসুখ আর জাহান্নামের চিরশাস্তির ওপরও তিনি ইমান আনবেন। ঘুষ গ্রহণ করলে আখিরাতের স্থায়ী জীবনে ব্যর্থ হবেন। জান্নাতের

পরিবর্তে চির দুঃখের জাহান্নাম হবে ঠিকানা। আলৱাহর প্রতি ইমান এনে এভাবে ইমানের দাবি অনুসারে অনিবার্য বিষয়গুলোতে বিশ্বাস এবং সে অনুসারে কাজ করতে পারলে আরমান সাহেব ঘুষ গ্রহণের মন্দ অভ্যাস ত্যাগ করতে পারবেন।

ঘ "জাহান্নাম চির অশান্তির এক স্থান।"– উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জাহান্নামে কেবল দুঃখ আর দুঃখ। সেখানে আছে ভয়াবহ শাস্তি। পাপীরা জাহান্নামে ক্রমাগত অগ্নিদগ্ধ হবে। শরীরের চামড়া আর গোশত ঝলসে খসে পড়বে। আবার তাদের শরীরে নতুন চামড়া ও গোশত দেয়া হবে যাতে দহন যন্ত্রণা শেষ না হয়। জাহান্নামিরা সেখানে মরবেও না, জীবিতও থাকবে না। তারা উষ্ণ রক্ত ও পুঁজের সাগরে হাবুডুবু খাবে। যাক্কুম নামের কাঁটাদার দুর্গন্ধযুক্ত উদ্ভিদ হবে তাদের খাদ্য। তীব্র পিপাসায় তারা পুঁজরক্ত মিশ্রিত উত্তপ্ত পানি পান করবে। জাহান্নামের আগুনের দহন ৰমতা হবে অনেক বেশি। আকিল সাহেব তার ঘুষ গ্রহণকারী সহকর্মীকে সতর্ক করার জন্য জাহান্নামকে চির অশান্তির এক স্থান বলেছেন। পৃথিবীতে যারা আলৱাহর হুকুম–আহকাম মেনে চলে না, রাসুল (স)–এর আদর্শ অনুসরণ করে না, বিভিন্ন খারাপ কাজ করে, আখিরাতে তাদের স্থান হবে জাহান্নাম। মহানবি (স) বলেছেন– 'তোমাদের এ পৃথিবীর আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র।' এজন্য আকিল সাহেব জাহান্নামকে চির অশান্তির এক স্থান বলেছেন। কুরআন–হাদিসের বর্ণনার প্রেৰিতেই আকিল সাহেব তার বন্ধুকে ঘুষ গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে ঐ কথা বলেছেন।

প্রশ্ন– ৩৭ ▸▸ সৎকর্মশীল ও নৈতিকজীবন গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা

জনাব হানিফ একজন মুত্তাকি ব্যক্তি। তিনি আলৱাহর ইবাদত করার পাশাপাশি মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির সেবা করেন। তিনি ছোট বড়, প্রকাশ্য–অপ্রকাশ্য সব ধরনের অন্যায় ও অত্যাচার থেকে বিরত থাকেন এবং পাপমুক্ত, সৎকর্মশীল ও নৈতিক জীবনযাপন করেন। এ কারণে তিনি মানুষের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। ইমাম সাহেব শুনে বললেন, 'আখিরাতে বিশ্বাস জনাব হানিফকে পুণ্যবান মানুষে পরিণত করেছে। আর পুণ্যবানদের জন্য রয়েছে জান্নাত।'

ক. জান্নাত শব্দের অর্থ কী? ১
খ. আখিরাতে বিশ্বাসের গুরৰত্ব কতটুকু ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আখিরাতে বিশ্বাস কীভাবে জনাব হানিফকে পুণ্যবান মানুষে পরিণত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'পুণ্যবানদের জন্য রয়েছে জান্নাত'– ইমাম সাহেবের এ উক্তিটি উদ্দীপকের প্রেৰাপটে বিশেৱষণ কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জান্নাত শব্দের অর্থ উদ্যান, বাগান, সুশোভিত কানন ইত্যাদি।

খ আখিরাতে বিশ্বাসের গুরৰত্ব অপরিসীম। আখিরাতে বিশ্বাস করা ইমানের অঙ্গ। আখিরাতে বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন বা মুসলিম হতে পারে না। পরকালীন জীবনের সফলতা ও জান্নাত লাভ করার জন্য আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

গ আখিরাতে বিশ্বাস জনাব হানিফকে পুণ্যবান মানুষে পরিণত করেছে। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখে এবং পুণ্য কাজ করতে উৎসাহ জোগায়। কেননা আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি জানে যে, পরকালে তাকে আলৱাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, দুনিয়ার সব কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। ফলে সে দুনিয়াতে সৎকাজে উৎসাহিত হয় এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকে। এভাবে মানুষ অসচ্চরিত্র বর্জন করে সচ্চরিত্রবান ও পুণ্যবান হয়ে ওঠে। যেমনটি আমরা দেখি উদ্দীপকের হানিফের চরিত্রে। তিনি ছোট–বড়, প্রকাশ্য–অপ্রকাশ্য সব ধরনের অন্যায় থেকে বিরত থাকেন এবং পাপমুক্ত, সৎকর্মশীল ও নৈতিক জীবনযাপন করেন। সুতরাং বলা যায়, আখিরাতে বিশ্বাস জনাব হানিফকে একজন পুণ্যবান মানুষে পরিণত করেছে।

ঘ 'পুণ্যবানদের জন্য রয়েছে জান্নাত'–ইমাম সাহেবের এ উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আখিরাতে মানুষের কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। অতঃপর ভালো কাজের পুরস্কারস্বরূ প জান্নাত। আখিরাতের প্রতি এ বিশ্বাস মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখে এবং পুণ্য কাজ করতে উৎসাহ জোগায়। জনাব হানিফ যাবতীয় অন্যায় ও কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত থাকেন এবং পাপমুক্ত, সৎকর্মশীল ও নৈতিক জীবনযাপন করেন। আলৱাহর ইবাদতের পাশাপাশি মানুষ ও অন্য সৃষ্টির সেবা করে তিনি পুণ্য অর্জন করেছেন। এ কারণে ইমাম সাহেব জনাব হানিফকে পুণ্যবান আখ্যা দিয়ে বলেন, 'পুণ্যবানদের জন্য রয়েছে জান্নাত।' ইমাম সাহেবের এ উক্তিটির সত্যতা মিলে পবিত্র কুরআনের সূরা আল–বুরবজের ১১নং আয়াতে। সেখানে আলৱাহ তায়ালা বলেছেন, 'নিশ্চয়ই যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। এটাই মহাসাফল্য। পরিশেষে বলা যায়, আলৱাহ তায়ালা পরকালে পুণ্যবানদের জান্নাত দান করবেন। তাই জান্নাত লাভের জন্য আমাদের আলৱাহর আদেশ–নিষেধ মেনে চলতে হবে এবং পুণ্য অর্জন করতে হবে।

প্রশ্ন– ৩৮ ▸▸ আখিরাত

জোহরা ও রাবেয়া দুই বোন। জোহরা প্রতিদিন সকালে নামায আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করেন। অন্যদিকে রাবেয়া প্রতিদিন সকালে দেরি করে ঘুম থেকে ওঠেন। একদিন জোহরা রাবেয়াকে সকালে ঘুম থেকে ওঠে নামায আদায় ও কুরআন পাঠ করতে বলেন। সেই সাথে এও বলেন, দুনিয়ার জীবন চিরস্থায়ী নয়, এ জীবনের পর আখিরাতের অনন্ত জীবন আছে। জেনে রাখবে, 'দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যৰেত্র।'

ক. আখিরাত শব্দটি কোন ভাষার শব্দ? ১
খ. আখিরাতে বিশ্বাস করতে হবে কেন? ২
গ. রাবেয়ার কাজটি ইসলামের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জোহরার বক্তব্যের তাৎপর্য বিশেৱষণ কর। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আখিরাত শব্দটি আরবি ভাষার শব্দ।

খ আখিরাতে বিশ্বাস করা ইমানের অপরিহার্য অঙ্গ। মুমিন ও মুত্তাকিদের পরিচয় দিয়ে আলৱাহ বলেন, "তারা আখিরাতেও দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।" (সূরা আল–বাকারা : ৪) প্রকৃতপৰে আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া মুমিন হওয়া যায় না। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে দায়িত্বশীল ও সৎকর্মশীল করে তোলে। সুতরাং আখিরাতে বিশ্বাসের গুরৰত্ব অপরিসীম।

গ রাবেয়ার কর্মকান্ড আখিরাতে বিশ্বাসের পরিপন্থী। মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলা হয়। আখিরাতের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস বান্দাকে আলৱাহর ইবাদত তথা সালাত, রোযা, হজ, যাকাত ও অন্যান্য আমলের প্রতি উৎসাহিত ও যত্নবান করে। উদ্দীপকে দেখা যায়, রাবেয়া নামায ও অন্যান্য আমলের প্রতি

উদাসীন থাকায় প্রতিদিন বিলম্বে ঘুম থেকে ওঠে। প্রকৃতপৰে আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের অভাবেই রাবেয়া এমনটি করে থাকে। সুতরাং বলা যায়, রাবেয়ার কর্মকাণ্ড আখিরাতে বিশ্বাসের পরিপন্থী যা ইসলামের দৃষ্টিতে মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়।

ঘ উদ্দীপকের জোহরার বক্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।মানবজীবনের দুটি পর্যায় রয়েছে। ইহকাল ও পরকাল। ইহকাল হলো দুনিয়ার জীবন। আর মৃত্যুর পরে মানুষের যে নতুন জীবন শুরব হয় তার নাম পরকাল বা আখিরাত। দুনিয়ার জীবন ৰণস্থায়ী হলেও গুরবত্বহীন নয়। কেননা আখিরাতের অনন্ত জীবনের সুখ বা দুঃখ নির্ভর করে এ অস্থায়ী দুনিয়াবি জীবনের ওপর। পার্থিব জীবনে যে যত বেশি আখিরাতকে গুরবত্ব দিবে, সে ব্যক্তি তত বেশি সফলকাম হবে। উদ্দীপকের জোহরা আখিরাতের এ গুরবত্ব উপলব্ধি করলেও তার বোন রাবেয়া আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাসী। এ কারণে সে প্রতিদিন দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে। এতে তার ফজর নামায কাযা হয়। এমতাবস্থায় বোন রাবেয়াকে আখিরাতের গুরবত্ব বোঝানোর জন্যই জোহরা বলেন– 'দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যৰেত্র'। প্রকৃতপৰে এটি একটি হাদিস। বস্তুত আখিরাতে সফলতা লাভের জন্য দুনিয়াতে খুবই সতর্কতার সাথে চাষাবাদ করতে হবে। অর্থাৎ সৎ পথে চলে প্রতিটি কাজ আলৱাহর হুকুম ও রাসুল (স)–এর তরিকা অনুযায়ী করতে হবে। তবেই দুনিয়ায় লাগানো নেক আমল বা ভালো কাজ তথা কৃষির উত্তম ফল আখিরাতে ভোগ করা যাবে।

প্রশ্ন– ৩৯ ▸▸ আখিরাত

জনাব আকমল সমাজে একজন ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত। তাকওয়া, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, পরোপকারিতা, বিশ্বস্ততা, নৈতিকতা ইত্যাদি সৎগুণের কারণে তিনি মানুষের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। আলৱাহর ইবাদতে যেমন তিনি একনিষ্ঠ তেমনি সৃষ্টি ও মানুষের সেবায়ও আন্তরিক। তাঁর সমাজে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ। ইমাম সাহেব শুনে বললেন, আখিরাতে বিশ্বাস জনাব আকমলকে শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত করেছে। আর শ্রেষ্ঠ মানুষের জন্য রয়েছে জান্নাত।

ক. ইমানের মূল বিষয় কয়টি? ১

খ. রাসুলুলৱাহ (স) কে মানবতার মহান শিৰক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় কেন? ২

গ. আখিরাতে বিশ্বাস কীভাবে জনাব আকমলকে একজন শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত করেছে? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. শ্রেষ্ঠ মানুষদের জন্য কী রয়েছে? ইমাম সাহেবের বক্তব্যের আলোকে বিশেৱষণ কর। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইমানের মূল বিষয় সাতটি।

খ রাসুলৱাহ (স) মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, সাহায্য– সহযোগিতা ইত্যাদির নির্দেশনা প্রদান করেছেন। অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম অবিচার ও অনৈতিকতার বদলে সত্য, ন্যায় ও মানবিকতার কথা বলেছেন। তাই তাঁকে মানবতার মহান শিৰক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

গ আখিরাতে বিশ্বাস জনাব আকমলকে শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত করেছে। মৃত্যুর পরবর্তী জীবন হলো আখিরাত। আখিরাত অনন্তহীন জীবন উদ্দীপকের জনাব আকমল আখিরাতে বিশ্বাস করেন। তাই তিনি সকল পাপাচার পরিত্যাগ করে তাকওয়া, ন্যায়পরায়ণতা, সততা, পরোপকারিতা, নৈতিকতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি গুণ অর্জন করেন। মহান আলৱাহর খাঁটি বান্দা ও সমাজের কাছে প্রিয় মানুষে পরিণত হয়েছেন। পরকালে আলৱাহর সামনে জবাবদিহি করার পূর্বে তিনি নিজেই প্রত্যহ তার নিজের প্রতিটি কাজের হিসাব নিয়ে থাকেন। এভাবে দৈনন্দিন জবাবদিহিতার মাধ্যমে তিনি নিজের ভুলত্রবটি শুধরিয়ে একজন সচ্চরিত্রবান মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠেন।

কাজেই বলা যায় যে, আখিরাতে বিশ্বাস জনাব আকমলকে শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত করেছে।

ঘ শ্রেষ্ঠ মানুষদের জন্য রয়েছে জান্নাত। উদ্দীপকে ইমাম সাহেবের বক্তব্যের আলোকে তা বিশেৱষণ করা হয়েছে। মহান আলৱাহর নিকট তিনিই শ্রেষ্ঠ মানুষ যিনি আলৱাহর প্রতি ইমান এনে তাঁর নির্দেশিত সকল বিষয়কে বিশ্বাস করেন এবং তদনুযায়ী আমল করেন। সেই নির্দেশিত সকল বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলো আখিরাতে বিশ্বাস। আখিরাতে বিশ্বাস করা ইমানের একটি অঙ্গ। আখিরাতে বিশ্বাস না করলে কোনো ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না। কারণ আখিরাতে বিশ্বাসই মানুষকে যাবতীয় পাপাচার থেকে বিরত রেখে সৎকর্মে উৎসাহিত করে তোলে। ফলে সে যেমন আলৱাহর প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ বান্দাতে পরিণত হয় তেমনি সমাজ ও দেশের মানুষের নিকটও শ্রেষ্ঠ ও প্রিয় মানুষরূ পে বিবেচিত হয়। যেমনটি উদ্দীপকে উলিৱখিত জনাব আকমলের ৰেত্রে ঘটেছিল। আর এরূ প সৎকর্মশীল তথা প্রিয় বান্দাদের জন্য রয়েছে মহান আলৱাহর চিরসুখের স্থান জান্নাত।

■ অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ৪০ ▸▸ ইমান ও ইসলাম

ইসলাম শিৰার শিৰক মো. আবু তাহের নবম শ্রেণির শিৰার্থীদের ইমান ও ইসলামের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে বললেন। তারপর তিনি শিৰার্থীদের শ্রেণিকৰে বসে নিজ খাতায় ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক বিষয়ে পাঁচটি বাক্য লিখতে বললেন। বাক্য পাঁচটি হলো :

i. ইমান ও ইসলাম একটি অন্যটি ছাড়া পূর্ণাঙ্গ হয় না।
ii. ইসলাম হলো ইমানের বহিঃপ্রকাশ।
iii. ইমান অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত।
iv. ইসলাম বাহ্যিক আচার–আচরণ ও কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত।
v. ইমান ও ইসলাম অবিচ্ছেদ্য

ক. মানব জীবন কয়ভাগে বিভক্ত? ১

খ. ইমানদারদের জন্য সাওমকে কী বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ইমানের সাতটি বিষয়ে বিশ্বাস ছাড়া কেউ মুমিন বা মুসলিম হতে পারে না।'– শিৰক কর্তৃক প্রদত্ত কাজের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানবজীবন দু'ভাগে বিভক্ত।

খ ইমানদারদের জন্য সাওমকে ঢালস্বরূ প বলা হয়েছে। রাসুল (স) বলেছেন, "সাওম ইমানদারদের জন্য ঢালস্বরূ প।" এরূ প বলা হয়েছে এ জন্য যে, রোযাদার ব্যক্তি সকল প্রকার কুরিপুকে নিয়ন্ত্রণ করতে সৰম হয়।

গ ইমান ও ইসলাম এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। এদের একটি ছাড়া অন্যটি কল্পনা করা যায় না। ইসলাম হলো আলৱাহ তায়ালার প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা, তাঁর বিধান অনুযায়ী চলা ও হযরত মুহাম্মদ (স)–এর দেখানো পথ অনুযায়ী জীবনযাপন করা। ইমান হলো ইসলামের মূল বিষয়গুলোতে পূর্ণ বিশ্বাস। অর্থাৎ ইসলাম হলো ইমানের বহিঃপ্রকাশ। ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক গাছের মূল ও শাখা–প্রশাখার মতো। মূল না থাকলে শাখা–প্রশাখা হয় না। শাখা–প্রশাখা না থাকলে মূল বা শিকড় মূল্যহীন। তেমনি ইমান ও ইসলাম একটি অন্যটি ছাড়া পূর্ণাঙ্গ হয় না। দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে হলে ইমান ও ইসলাম উভয়টিকেই পরিপূর্ণভাবে আমাদের নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। কারণ ইমান ও ইসলাম একটি অপরটির পরিপূরক।

ঘ একজন মুসলিমকে ইমানের কতগুলো মৌলিক বিষয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হয়, যা কুরআন ও হাদিস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। ইমান অর্থ বিশ্বাস। ইসলামি পরিভাষায়, শরিয়তের যাবতীয় বিধিবিধান অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং সে অনুযায়ী আমল করাকে ইমান বলে। ইমানের সর্বপ্রথম ও প্রধান বিষয় হলো আলৱাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস। আলৱাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ বা মাবুদ নেই। তিনি সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রৰাকর্তা। আলৱাহ তায়ালার প্রতি এ বিশ্বাস স্থাপন ইমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আলৱাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাসের সাথে সাথে ইমানের অন্য ছয়টি মৌলিক বিষয়ের ওপর বিশ্বাস আনতে হবে। ইমানে মুফাসসালে ইমানের মৌলিক বিষয়গুলো একত্রে বর্ণিত হয়েছে। যেমন : আমি ইমান আনলাম আলৱাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবগুলোর প্রতি, তাঁর রাসুলগণের প্রতি, আখিরাতের প্রতি, তাকদিরের প্রতি যার ভালো–মন্দ আলৱাহ তায়ালার কাছ থেকেই হয় এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি। বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি সুদৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস ছাড়া ইমানদার হওয়া যায় না। আর যিনি এগুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করে তদনুযায়ী কাজ করেন তিনি হলেন মুমিন ও মুসলিম। সুতরাং মুমিন ও মুসলিম হতে হলে ইমানের সাতটি বিষয়ে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করতে হবে। এ প্রেৰিতেই উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন– ৪১ ▸▸ সৎকর্মশীল ও নৈতিক জীবন গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা

জনাব মামুন অনৈতিক কার্যকলাপের দরুন চরম অধঃপতনে রয়েছেন। পরিবার, সমাজ কোথাও তার ন্যূনতম সম্মান নেই। সবাই তাকে একজন চরিত্রহীন মানুষ হিসেবে জানে। ইবাদত বন্দেগির তিনি ধার ধারে না। ইহকাল ও পরকাল তার কাছে সমান। কিন্তু ইদানিং মানুষের অবহেলা ও উপেৰা তার ভেতর পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এখন তিনি সঠিক পথে আসতে চান। কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। জনাব ইউনুস শুনে বললেন, চরিত্রবান হতে হলে আখিরাতে বিশ্বাসী হও। আখিরাতে অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের চরম শাস্তি।

ক. জান্নাত শব্দের অর্থ কী? ১
খ. মহানবি (স) কে 'খাতামুন নাবিয়্যিন' বলা হয় কেন? ২
গ. চরিত্রবান হওয়ার জন্য জনাব মামুনের আখিরাতে বিশ্বাসী হওয়া প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব ইউনুসের সর্বশেষ উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'জান্নাত' শব্দের অর্থ উদ্যান, বাগান, সুশোভিত কানন প্রভৃতি।

খ আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স) কে 'খাতামুন নাবিয়্যিন' বলা হয়। কারণ খাতামুন নাবিয়্যিন অর্থ সর্বশেষ নবি। যেহেতু মহানবি (স) সর্বশেষ নবি এবং তাঁর পরে আর কোনো নবি নেই এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত কোনো নবি–রাসুলও আসবেন না এ জন্য তাকে খাতামুন নাবিয়্যিন বা সর্বশেষ নবি বলা হয়।

গ চরিত্রবান হওয়ার জন্য জনাব মামুনের আখিরাতে বিশ্বাসী হওয়া প্রয়োজন। মানুষের মাঝে যখন আখিরাতে বিশ্বাস থাকে না তখন সে সত্য পথ থেকে দূরে সরে যায়। সে বিশ্বাস করে না যে তার প্রতিটি কাজের জন্য তাকে আলৱাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। আর এভাবে আখিরাতে অবিশ্বাস মানবসমাজে অত্যাচার ও পাপাচার বৃদ্ধি করে। উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব মামুনের ৰেত্রেও হয়েছে তাই। আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসের অভাবের কারণে তার নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে। তিনি যদি আখিরাতে বিশ্বাসী হতেন তাহলে তিনি অবশ্যই জানতেন এসব কাজের জন্য তাকে একদিন আলৱাহর দরবারে হিসাব দিতে হবে। তাহলে তিনি এসব কিছুই করতেন না। কাজেই জনাব মামুনের অবশ্যই চরিত্রবান হওয়ার জন্য আখিরাতে বিশ্বাস প্রয়োজন।

ঘ জনাব ইউনুস বলেছেন, আখিরাতে অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের চরম শাস্তি। উক্তিটি যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত। জাহান্নাম হলো শাস্তির স্থান। এর শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। মানুষের পাপের পরিমাণ অনুসারে তাদের সেথায় শাস্তি দেওয়া হবে। আখিরাতে অবিশ্বাসীদের জাহান্নামেই শাস্তি ভোগ করতে হবে। কারণ মানুষ তখনই পাপাচার ও অশ্লীলতায় নিমজ্জিত হয় যখন সে আখিরাতে অবিশ্বাসী হয়। সে সুযোগ পেলেই পাপাচার ও অশ্লীল কাজে জড়িয়ে অবিশ্বাসী হয়। অথচ সে যদি আখিরাতে বিশ্বাস করত তাহলে কবর, হাশর, কিয়ামত, পুলসিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি সব কিছুতেই বিশ্বাস করত। আর এসবের প্রতি বিশ্বাসের ফলে সৎকর্মে আগ্রহী হয়ে পাপাচার বর্জন করত। জান্নাত লাভের আশায় নিজেকে সৎকর্মশীল করে তুলত। নেক কাজ ও ভালো কাজে উৎসাহী হয়ে উঠত। অন্যদিকে জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে অন্যায় ও পাপাচার থেকে বিরত থাকত। কিন্তু সে যখন আখিরাতকে বিশ্বাস করেনি কাজেই তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে জাহান্নাম। আর জাহান্নাম হচ্ছে চরম শাস্তির স্থান। সতরাং উপরোক্ত আলোচনার প্রেৰিতে এককথা বলা যায় যে, জনাব ইউনুসের সর্বশেষ উক্তি "আখিরাতে অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের চরম শাস্তি।" উক্তিটি যথার্থ।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ৪২ ▸▸ ইসলাম

আলি ইসলামি বিধিবিধান সম্পর্কে জানে, কিন্তু মেনে চলে না। তার বড় ভাই তাকে বলল, "ইসলামি বিধিবিধান শুধু জানলে হবে না, মেনে চলতে হবে।" আরও বলল, "ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।" এটি বিশ্বাস করতে আলি সংশয় প্রকাশ করে।

ক. ইসলাম কার মনোনীত দীন? ১
খ. শাফাআত বলতে কী বোঝায়? ২
গ. আলির দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আলির বড় ভাইয়ের উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলাম মহান আলৱাহর মনোনীত দ্বীন।

খ শাফাআত বলতে কল্যাণ ও ৰমার জন্য আলৱাহ তায়ালার নিকট নবি–রাসুল ও নেক বান্দাগণের সুপারিশ করাকে বোঝায়। কিয়ামতের মাঠে আলৱাহ মানুষের পাপ–পুণ্যের হিসাব নিবেন। তারপর আমল অনুযায়ী প্রত্যেকের জান্নাত–জাহান্নাম নির্ধারণ করবেন এবং পাপীদের জাহান্নামে ও পুণ্যবানদের জান্নাতে যেতে বলবেন। এ সময় নবি–রাসুল ও নেক বান্দাগণ অনেকের জন্য আলৱাহর নিকট সুপারিশ করবেন। একেই শাফাআত বলা হয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ ইসলামি বিধান মেনে চলার গুরৱত্ব ব্যাখ্যা কর।

ঘ ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ৪৩ ইমান ও কুফর

বজলুল হক নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করেন অথচ সালাত আদায় করেন না। তিনি বলেন, সালাত আদায় করতে সময় নষ্ট হয়। তার সহকর্মী বলেন, এটি অকৃতজ্ঞতার শামিল এবং এর পরিণতি ভয়াবহ।

[নরসিংদী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নরসিংদী]

ক. 'আমাকে শাফাআত করার অধিকার দেওয়া হয়েছে'–এটি কার কথা? ১

খ. ইমান ও ইসলাম এর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বজলুল হকের কর্মকাণ্ড কীসের পরিপন্থি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "এটি অকৃতজ্ঞতার শামিল এবং এর পরিণতি ভয়াবহ" ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'আমাকে শাফাআত করার অধিকার দেওয়া হয়েছে'– এটি রাসুল (স)–এর কথা।

খ ইমান ও ইসলামের মাঝে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। ইমান ও ইসলামের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। ইমান অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের মূল বিষয়ের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন হলো ইসলাম। ইসলাম অর্থ আনুগত্য। আলৱাহর সকল বিধি–নিষেধের প্রতি আনুগত্য করাই হলো ইসলাম। ইমান হলো মূল আর ইসলাম হলো শাখা–প্রশাখা।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ ইমানের স্বরূ প ব্যাখ্যা কর।

ঘ কুফরের পরিণতি বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ৪৪ নিফাক

আরাফাতের নিকট সানি পাঁচ হাজার টাকা আমানত রাখে। কয়েক মাস পরে সানি এ টাকা আনতে গেলে আরাফাত বলে, সে টাকাগুলো খরচ করে ফেলেছে। সাতদিন পরে টাকা ফেরত দিবে বলে অঙ্গীকার করে। নির্ধারিত তারিখে আরাফাত আবার টাকা দিতে ব্যর্থ হলে দুজনের মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। বিষয়টি একজন আলেমের কাছে বললে, তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি শোনান।

[ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

ক. কোনো কিছু তার সদৃশ নয়, কোন সূরায় বলা হয়েছে? ১

খ. মুনাফিকদের চরিত্র কেমন হয়ে থাকে? ২

গ. আরাফাতের কাজে কার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলিৱখিত আয়াতের আলোকে উক্ত ব্যক্তির পরিণতি বিশেৱষণ কর। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো কিছু তার সদৃশ নয় কথাটি সূরা আশ–শূরায় বলা হয়েছে; আয়াত–১১।

খ মুনাফিকদের চরিত্র ভণ্ডামি, কপটতায় পরিপূর্ণ থাকে। তারা অন্তরে বিরোধিতা গোপন করে বাইরে আনুগত্য প্রদর্শন করে। মুনাফিকরা অন্তরে কুফর ও অবাধ্যতা গোপন রেখে মুখে ইমানদারসুলভ বাক্য উচ্চারণ এবং লোক দেখানো অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে থাকে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য উলেৱখ কর।

ঘ মুনাফিকের পরিণতি বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ৪৫ শিরক

কামাল মিয়া নিয়মিত নামায আদায় করেন। একদিন তিনি তার এক প্রতিবেশীকে বললেন, আমি পীর–মুর্শিদের দয়া ও উছিলায় ব্যবসায় উন্নতি লাভ করেছি। আমার পীর বাবা রাজি থাকলে আর কোনো চিন্তা নাই। [শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

ক. মুমিন অর্থ কী? ১

খ. নৈতিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. কামাল মিয়ার বক্তব্য ও মনোভাবে কী প্রকাশ পেয়েছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. যে বিশ্বাসের অভাবে কামাল মিয়ার উলিৱখিত মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে তার গরৱত্ব ও তাৎপর্য বিশেৱষণ কর। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুমিন অর্থ বিশ্বাসী।

খ নৈতিক মূল্যবোধ বিচারের মানদণ্ড তথা ভালো–মন্দ উপলব্ধিকে বোঝায়। নৈতিকতা সুসম্পন্ন হওয়ার জন্য আগে ব্যক্তির মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ থাকতে হবে। তবেই তিনি বুঝতে পারবেন কোনটি ভালো কাজ কোনটি মন্দ কাজ। আর এটা বুঝতে পারার বোধকে নৈতিক মূল্যবোধ বলে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ শিরকের ধারণা ব্যাখ্যা কর।

ঘ তাওহিদে বিশ্বাসের গুরৱত্ব ও তাৎপর্য বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ৪৬ আসমানি কিতাব ও আখিরাত

সাজিদ সাহেব একজন সৎ জেলা প্রশাসক। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের শাস্তির ভয়ে তিনি কোনো অনৈতিক কাজ করেন না। একদা একটি ইফতার মাহফিলে তাকে বক্তৃতা প্রদানের অনুরোধ করলে তিনি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন, নৈতিক জীবনযাপনে আসমানি কিতাবের ভূমিকা অপরিসীম। নবি–রাসুলগণ আসমানি কিতাবের মাধ্যমে মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। ফলে সাহাবিরা (রা) এবং অন্যান্য খাঁটি মুসলমানরা নৈতিকতায় বলীয়ান হয়েছেন। [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

ক. আল হুদা অর্থ কী? ১

খ. 'আল–কুরআন এমন কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই'–ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সাজিদ সাহেবের বক্তব্যটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সাজিদ সাহেবের জীবনে কোন বিশ্বাসের প্রভাব সর্বাধিক? বিশেৱষণ কর। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল হুদা অর্থ পথনির্দেশক।

খ মহান আলৱাহর নাজিলকৃত মহাগ্রন্থ বলে আল–কুরআনে কোনো সন্দেহ নেই।

বস্তুত, দুনিয়ার কোনো গ্রন্থই নির্ভুল বা অকাট্য নয়। কিন্তু কুরআন নির্ভুল এবং এটি সকল সন্দেহের উর্ধ্বে। সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে এমন কোনো বিষয় এতে নেই। মানবজীবনের প্রয়োজনীয় সবকিছু এ গ্রন্থে নির্ভুলভাবে বর্ণিত হয়েছে। আলৱাহ বলেন, এটি সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। (সূরা বাকারা–২)

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ নৈতিক জীবনযাপনে আসমানি কিতাবের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

ঘ আখিরাতে বিশ্বাসের গুরবত্ব বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ৪৭ নিফাক

আবরার ও নাঈম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তারা দুজনে জাফলং ভ্রমণে গেলেন। সেখানকার নির্মল পরিবেশ তাদের মুগ্ধ করল। রাতে বিশ্রামের জন্য হোটেলে গিয়ে তারা অন্য রকম দৃশ্য দেখতে পান। হোটেল ম্যানেজার রিপন কোনো কথা রাখেন নি। এ ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি সবকিছু অস্বীকার করেন। এমনকি তাকে দেওয়া অগ্রিম টাকার ব্যাপারটিও অস্বীকার করেন। তখন আবরার তাকে সতর্ক করে দেন আর নাঈম তাকে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করে শোনান।

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

ক. কাদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে? ১

খ. 'কাকদির বা ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণকারী মহান আলৱাহ'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রিপনের কর্মকাণ্ড কীসের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আবরার ও নাঈমের বক্তব্যের আলোকে রিপনের পরিণাম বর্ণনা কর। ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে।

খ তাকদির বা ভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারী আলৱাহ তায়ালা। মানুষ চেষ্টা করবে, কাজ করবে এবং ভালো ফলের জন্য আলৱাহর ওপর নির্ভর করবে। সফল হলে শোকর করবে এবং বিফল হলে সবর বা ধৈর্য ধারণ করবে। আলৱাহ তায়ালার নিয়ন্ত্রণের ওপর ইমান না থাকলে মানুষ হতাশ হয়ে পড়ে। কাজেই তাকদিরের নিয়ন্ত্রণের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ নিফাকের পরিচয় দাও।

ঘ নিশ্চয় মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে।" আয়াতটির তাৎপর্য বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ৪৮ নিফাক

আরিফ একজন গোশত বিক্রেতা। সে গোশতের ত্রবটি গোপন করে তা বিক্রি করে এবং মিথ্যা কথা বলে। এমনকি মহিষের গোশতকে গরবর গোশত বলেও চালিয়ে দেয়। তাছাড়া সে ওজনেও কম দেয়। তার এলাকার প্রখ্যাত আলেম আশেকে এলাহীর বয়ান শুনে সে জানতে পারল যে, এ ধরনের কাজের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

[মীরপুর বাংলা স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. ৰমার অযোগ্য অপরাধ কোনটি? ১

খ. কুফর কীভাবে অনৈতিকতার প্রসার ঘটায়? ২

গ. উদ্দীপকে আরিফের কাজটি তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আরিফের কাজের পরিণাম কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশেৱষণ কর। ৪

৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিরক ৰমার অযোগ্য অপরাধ।

খ কাফির ব্যক্তি নৈতিকতার গুরবত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। তাই দুনিয়ার স্বার্থে সে মিথ্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার প্রভৃতি যেকোনো পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে। ফলে সমাজে অনৈতিকতা বৃদ্ধি পায়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ নিফাকের ধারণা ব্যাখ্যা কর।

ঘ নিফাকের পরিণতি বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ৪৯ নিফাক

কামরান বিদেশ যাওয়ার সময় তার প্রতিবেশী জাফরের নিকট কিছু টাকা আমানত রেখে যায়। তিন মাস পর কামরান দেশে ফিরে জাফরের নিকট টাকা ফেরত চাইলে, সে বলে টাকাগুলো খরচ করে ফেলেছি। জাফর ৭দিন পর টাকা ফেরত দিবে অঙ্গীকার করে। নির্ধারিত সময়ে জাফর টাকা ফেরত দিতে ব্যর্থ হলে দুজনের মধ্যে ঝগড়া হয়। বিষয়টি জাফরের বাবা জানতে পেরে নিচের হাদীসটি পাঠ করে শোনান।

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ- إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ-

ক. সর্বপ্রথম নবির নাম কী? ১

খ. মুনাফিক ইসলাম ও সুশাসনের জন্য ৰতিকর কেন? ২

গ. জাফর কীভাবে নিফাক থেকে দূরে থাকতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. অর্থসহ উলিৱখিত হাদিসটির সামাজিক গুরবত্ব বিশেৱষণ কর। ৪

৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সর্বপ্রথম নবির নাম হযরত আদম (আ)।

খ মুনাফিকরা দ্বিমুখী নীতিবিশিষ্ট হওয়ায় তারা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য ৰতিকর। মুনাফিকরা অন্তরে অবাধ্যতা লুকিয়ে রাখে। তাই তাদেরকে সহজে চেনা যায় না। তারা মুসলমানদের সাথে মিশে ইসলামের শত্রবদের সাহায্য করে। মুসলমানদের গোপন তথ্য ও দুর্বলতার কথা শত্রবদের জানিয়ে দেয়। ফলে ইসলাম ও মুসলমানগণ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েন।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ কীভাবে নিফাক থেকে বেঁচে থাকা যায় লেখ।

ঘ মুনাফিকদের পরিণতি বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ৫০ মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের গুরবত্ব

বিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র নানা অপরাধমূলক কাজ যেমন– গাড়িতে ভাড়া না দেয়া, কয়েকজন মিলে অন্যদের মারধর করা, না বলে অন্যের গাছের ফল খাওয়া ইত্যাদি। বিষয়টি প্রতিকারের জন্য প্রতিষ্ঠানের অধ্যৰ শিৰকদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন। তিনি মতামত চাইলে নানা মতামত আসল। ইসলাম শিৰা বিষয়ের শিৰক হাসান আলী বললেন, ছাত্রদেরকে ইমানি চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। কেননা ইমান ও মানবিক মূল্যবোধ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ক. জান্নাত অর্থ কী? ১

খ. মানবিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝ? ২

গ. কীভাবে ইমানি চেতনা ছাত্রদেরকে মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে উদ্বুদ্ধ করতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'যে মূল্যবোধের অভাবে ছাত্রদের নৈতিক অবৰয় ঘটেছে সেটি ব্যক্তি ও সমাজ পরিবর্তনের মূলমন্ত্র'– বিশেৱষণ কর। ৪

৫০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জান্নাত অর্থ উদ্যান, বাগান, সুশোভিত কানন।

খ যেসব বিষয় একমাত্র মানুষের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি হওয়ার যোগ্য তাকে মানবিক মূল্যবোধ বলে। অন্যভাবে বলা যায় যেসব কর্মকাণ্ড, চিন্তা–চেতনা মানুষ ও মানবসভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাই মানবিক মূল্যবোধ। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। আর এ শ্রেষ্ঠত্বকে সমুন্নত রাখার জন্য উত্তম গুণাবলি ও আদর্শ অনুশীলন করতে হবে। তবেই মানবিক মুল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

ঘ সমাজ গঠনে নৈতিক মূল্যবোধের ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

প্রশ্ন– ৫১ ইসলাম

আরিফ ও মারবফ খুব ভালো বন্ধু। আরিফ ইসলামের বিধিবিধানমতো চলে কিন্তু মারবফ চলে না। একদিন আরিফ মারবফকে আখিরাতের জীবন, সেখানকার শান্তি আর শাস্তির ব্যাপারে বুঝাল।

[ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আন্তঃবিদ্যালয়; ঢাকা]

ক. আখিরাতের জবাবদিহিতার স্থান কোনটি? ১

খ. কিয়ামত বলতে কী বোঝ? ২

গ. আরিফ ও মারবফের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলনা কর। ৩

ঘ. জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ দাও। ৪

৫১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আখিরাতে জবাবদিহিতার স্থান হলো হাশরের ময়দান।

খ কিয়ামত বলতে মহাপ্রলয়কে বোঝায়। আলরাহ তায়ালা গোটা বিশ্ব মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষকে তার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এমন একদিন আসবে যখন গোটা বিশ্বে মহান আলরাহর ইবাদত করার মতো কেউ থাকবে না। সে সময় আলরাহ তায়ালা এ পৃথিবী ধ্বংস করে দিবেন। পৃথিবী ধ্বংসের এ মহাপ্রলয়ের নাম কিয়ামত।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ মুত্তাকি ও ফাসিকের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ ইসলামের বিধান অনুসরণের ফলাফল বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ৫২ আখিরাত

মি. রাজন একজন ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি দরিদ্র কিন্তু সৎ। তিনি একজন সরকারি চাকরিজীবী। তিনি কখনও ঘুষ গ্রহণ করেন না। তিনি পরকালে পুরস্কারের আশা করেন। তিনি নিজেও ভালো কাজ করেন এবং আশপাশের অন্যদেরকেও ভালো কাজে উৎসাহিত করেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে–[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ]

اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ

ক. আত্মশুদ্ধির আরবি পরিভাষা কী? ১

খ. ইমান কীভাবে মানুষকে নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে? ২

গ. মি. রাজন কেন ঘুষ গ্রহণ করেন না? ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষ বক্তব্যটি বিশেৱষণ কর। ৪

৫২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আত্মশুদ্ধির আরবি পরিভাষা হলো 'তাযকিয়াতুন নাফস'।

খ ইমান মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথে পরিচালনা করার মাধ্যমে মানুষকে নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে। মন্দ অভ্যাস ও অশৱীল কার্যাবলি থেকে বিরত রাখে। ইমান মানুষকে দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহির ব্যাপারে সতর্ক করে। মুমিন ব্যক্তি সবসময় মনে রাখেন যে, তাঁকে একদিন আলরাহ তায়ালার সামনে হাজির হতে হবে। সেদিন আলরাহ তায়ালা সব কাজকর্মের হিসাব চাইবেন। অতএব, এ জবাবদিহির ভয়ে মুমিন ব্যক্তি সব ধরনের অমানবিক ও অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকেন।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ আখিরাতে বিশ্বাসের গুরবত্ব ব্যাখ্যা কর।

ঘ দুনিয়া আখিরাতের শস্যৰেত্র– বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ৫৩ আখিরাত

বেলালের প্রবাসী বন্ধু জহির দেশে ফিরে তার বাসায় বেড়াতে আসে। যুহরের আযান হলে বেলাল বলে, চল বন্ধু সালাত আদায় করে আসি। জহির বলে, আমি পরে আসছি। বেলাল সালাত শেষে এসে দেখে জহির শুয়ে আছে। তখন বেলাল তাকে বলল, সালাতের ব্যাপারে তুমি উদাসীন কেন? তখন জহির উত্তর দিল, বুড়ো হলে মসজিদেই পড়ে থাকব। তখন বেলাল বলল, হাদিসে আছে, দুনিয়া আখিরাতের শস্যৰেত্র। [মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. মহান আলরাহর বিশেষ সৃষ্টি কারা? ১

খ. আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে কোন কাজে উদ্বুদ্ধ করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জহিরের মনোভাব ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলিৱখিত হাদিসের তাৎপর্য বিশেৱষণ কর।

৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফেরেশতাগণ মহান আলৱাহর বিশেষ সৃষ্টি।

খ আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ আখিরাতে বিশ্বাসীরা জানে যে তাদের সকল কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব পরকালে দিতে হবে। ভালো কাজের বিনিময়ে আলৱাহ জান্নাত দান করবেন এবং খারাপ কাজের জন্য কঠিন শাস্তি দেবেন। আর এ বিশ্বাসই মানুষকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ সৎকর্মশীল মানুষ গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের গুরৰত্ব ব্যাখ্যা কর।

ঘ দুনিয়া আখিরাতের শস্যৰেত্র– বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ৫৪ আখিরাত

জনাব হাসান সাহেব একজন ব্যবসায়ী। তিনি আখিরাতের ব্যাপারে খুবই উদাসীন। কাজকর্মে ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে নামায রোযাসহ ইসলামের অনেক বিধান পালন করেন না। অন্যদিকে করিম মিয়া একজন পীরের মুরিদ। সে তার পীরকে অনুসরণ করে নামায, রোযা পালন করেন। তার বিশ্বাস যে, তার পীর তাকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিবেন। একদিন মসজিদের ইমাম সাহেব তাদেরকে বোঝালেন যে, তোমরা তোমাদের বিশ্বাস এবং কর্মের সংশোধন করে আখিরাতের ব্যাপারে দায়িত্বশীল হও। কেননা সৎকর্মশীল ও নৈতিক জীবন গঠনে আখিরাতে বিশ্বাস গুরৰত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

[মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা]

ক. জান্নাত মোট কয়টি? ১

খ. মুনাফিকদের চরিত্র কেমন হয়ে থাকে? ২

গ. উদ্দীপকে উলিৱখিত হাসান সাহেব এবং করিম মিয়ার আচরণ ইসলামের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত ইমাম সাহেবের বক্তব্যের গুরৰত্ব পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশেৱষণ কর। ৪

৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জান্নাত মোট আটটি।

খ মুনাফিকদের চরিত্র ভণ্ডামি, কপটতায় পরিপূর্ণ থাকে। তারা অন্তরে বিরোধিতা গোপন করে বাইরে আনুগত্য প্রদর্শন করে।

মুনাফিকরা অন্তরে কুফর ও অবাধ্যতা গোপন রেখে মুখে ইমানদারসুলভ বাক্য উচ্চারণ এবং লোক দেখানো অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে থাকে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ আখিরাত সম্পর্কে যা জান লেখ।

ঘ আখিরাতে বিশ্বাসের তাৎপর্য বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ৫৫ শিরক ও তাওহিদ

শাহনাজ ১০ম শ্রেণির ছাত্রী। তার ধারণা সৃষ্টিকর্তা আলৱাহর মতো সূর্য, চাঁদ, আগুন ইত্যাদিও শক্তিশালী। তার সহপাঠী আরিফা মনে করে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণকর্তা একমাত্র আলৱাহ এবং সকল জীব ও জন্তু তাঁর সৃষ্টি এবং অধীন। [সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা]

ক. খত্‌মে নবুয়ত অর্থ কী? ১

খ. কুরআনকে কেন কুরআন নামকরণ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শাহানাজের উক্ত ধারণা পোষণ করার কারণে তার জীবনে কী প্রভাব পড়বে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. আরিফার ধারণার সাথে তুমি কি একমত? প্রমাণসহ বিশেৱষণ কর। ৪

৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খতমে নবুয়ত অর্থ নবুয়তের সমাপ্তি।

খ কুরআন অর্থ পঠিত। আল–কুরআন পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পঠিত গ্রন্থ। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে বাধ্যতামূলকভাবে কুরআন পাঠ করা হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ মহাগ্রন্থকে কুরআন বলা হয়।

কুরআনের অন্য অর্থ একত্র করা বা জমা করা। আল–কুরআনে পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের শিৰা ও মূলনীতি একত্র করা হয়েছে বিধায় একে কুরআন বলা হয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ শিরকের কুফল ব্যাখ্যা কর।

ঘ তাওহিদে বিশ্বাসের গুরৰত্ব বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ৫৬ কুফর ও শিরক

সাজু ও রাজু দুই বন্ধু। সাজু তাকদিরে বিশ্বাস করে না। সে বলে পরকাল বলতে কিছু নেই। অপরদিকে রাজু পীরের মাজারে গিয়ে চাকরি চেয়ে সিজদা দেয়। মওলানা নজরৰল ইসলাম বলেন উভয়ের কর্মকাণ্ড ইসলাম পরিপন্থী। পরকালে তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি।

[বগুড়া জিলা স্কুল]

ক. কাদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। ১

খ. আলৱাহ আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন কেন? ২

গ. সাজু ও রাজুর কর্মকাণ্ড ইসলামের দৃষ্টিতে কিরূ প? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইসলামের দৃষ্টিতে সাজু ও রাজুর পরিণতি বিশেৱষণ কর। ৪

৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে।

খ আসমানি কিতাবসমূহ আলৱাহ তায়ালার বাণী। এগুলোর মাধ্যমে আলৱাহ তায়ালা নিজ পরিচয় প্রদান করেছেন। আলৱাহ তায়ালা তাঁর রাসুলগণের নিকট এসব কিতাব পাঠিয়েছেন। মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আলৱাহ তায়ালা আসমানি কিতাবসমূহ নাজিল করেছেন।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ কুফর ও শিরকের ধারণা ব্যাখ্যা কর।

ঘ কুফর ও শিরককারীর পরকালীন অবস্থার বর্ণনা দাও।

প্রশ্ন–৫৭ ইমান ও ইসলাম

মাওলানা আবু শামা একটি ইসলামি কনফারেন্সে ইমান ও ইসলাম সম্পর্কে গুরবত্বপূর্ণ আলোচনা করছিলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি বললেন, ইমান মানুষের অন্তরে আলরাহ তায়ালার প্রতি অনুরাগ ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের বাসনা সৃষ্টি করে। আর কার্যত এর বহিঃপ্রকাশই হচ্ছে ইসলাম। মুমিন ব্যক্তি ইমান ও ইসলাম অনুশীলনের মাধ্যমে তার জীবনকে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে বিকশিত করে।

ক. কিয়ামত শব্দের অর্থ কী? ১

খ. কোন দিনকে ইয়াওমুল বা'আছ বলা হয়? ২

গ. ইমানের বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কিত আব্দুস সাত্তার সাহেবের উক্তি– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে জীবনকে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে বিকশিত করতে করণীয় বিশেরষণ কর। ৪

৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কিয়ামত শব্দের অর্থ মহাপ্রলয়।

খ হযরত ইসরাফিল (আ) যখন আলরাহর নির্দেশে দ্বিতীয়বার শিৰায় ফুঁক দিবেন তখন মানুষ পুনরায় জীবিত হয়ে কবর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হিসাব–নিকাশের জন্য হাশরের মাঠে সমবেত হবে। কবর থেকে এরূ প উঠে দাঁড়ানোর নামই ইয়াওমুল বা'আছ অর্থাৎ পুনরূ থান দিবস।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ ইসলামি বিধান মেনে চলার গুরবত্ব ব্যাখ্যা কর।

ঘ নৈতিক জীবনগঠনে ইমান ও ইসলামের প্রয়োজনীয়তার গুরবত্ব বিশেরষণ কর।

প্রশ্ন– ৫৮ কুফর এবং সৎকর্মশীল ও নৈতিকজীবন গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা

হাসিবের বিশ্বাস যে, মানুষের জন্ম ও মৃত্যু একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। তাই সে দায়িত্বশীল জীবনযাপন না করে মনগড়া জীবনযাপন করে। এতে তার পিতা তাকে বললেন, বিশ্বাস ও কর্মের সংশোধন করে ইসলামের অনুশাসন মেনে চল। নইলে আখিরাতের প্রতিটি স্তরে কঠিন পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।[খুলনা জিলা স্কুল; আমতলী এ.কে. পাইলট হাই স্কুল, বরগুনা]

ক. কুফর কীসের বিপরীত? ১

খ. আলরাহ নবি–রাসুলগণকে কোন কাজের জন্য নির্বাচিত করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে হাসিবের বিশ্বাসটি কিরূ প? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. হাসিবের প্রতি তার পিতার উপদেশের গুরবত্ব কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশেরষণ কর। ৪

৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কুফর ইমানের বিপরীত।

খ নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য মহান আলরাহ নবি–রাসুলগণকে নির্বাচিত করেছেন।

নবি–রাসুলগণ ছিলেন আলরাহর মনোনীত বান্দা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য মহান আলরাহ তাঁদেরকে প্রেরণ করেছেন। তাঁদের প্রধান কাজ ছিল মহান আলরাহর আনুগত্য। আর এ আনুগত্য প্রদর্শন করতেই তাঁরা মানুষকে আলরাহর পরিচয় জানিয়েছেন, সত্য ও সুন্দরের পথে আহ্বান করেছেন।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ কুফরের স্বরূ প ব্যাখ্যা কর।

ঘ সৎকর্মশীল ও নৈতিকজীবন গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের গুরবত্ব বিশেরষণ কর।

প্রশ্ন– ৫৯ নিফাক

ফয়সাল দোকান থেকে ৮ কেজি চাল কিনেছিল। সে বাসায় এসে দেখল ৭ কেজি চাল। সে বলল, দোকানদার একজন মুনাফিক। মুনাফিকরা কাফির থেকেও মারাত্মক।

ক. আর–রাহমাহ অর্থ কী? ১

খ. কিয়ামতের দিন শাফাআত করা হবে কেন? ২

গ. ফয়সাল দোকানদারকে মুনাফিক বলেছিলেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষ বক্তব্যটি বিশেরষণ কর। ৪

৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আর–রাহমাহ অর্থ অনুগ্রহ, দয়া প্রভৃতি।

খ কিয়ামতের দিন পাপীদের ৰমা এবং পুণ্যবানদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আলরাহর কাছে শাফাআত বা সুপারিশ করা হবে। নবি–রাসুল, শহিদ, আলিম, হাফিয এ শাফাআতের সুযোগ পাবেন। আল–কুরআন এবং সিয়াম এদিন শাফাআতের সুযোগ পাবে বলে হাদিসে উলেরখ রয়েছে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ মুনাফিকের পরিচয়পূর্বক তার আলামত বর্ণনা কর।

ঘ নিফাকের কুফল বিশেরষণ কর।

প্রশ্ন– ৬০ আসমানি কিতাব

ইবরাহিম স্যার বিশ্বের সকল ধর্ম সম্পর্কে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তিনি কুরআনকে সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ হিসেবে বিশ্বাস করেন না। তার ধারণার বিরোধিতা করে আরমান স্যার বললেন, "কুরআন অবতরণের পর আর কোনো কিতাব নাজিল হবে না। এর মাধ্যমেই আলরাহ ইসলামকে একমাত্র জীবনবিধান হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।"

ক. মানবজাতির পথপ্রদর্শক কারা? ১

খ. আখিরাত বলতে কী বোঝ? ২

গ. ইবরাহিম স্যার কী হিসেবে গণ্য হবেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আরমান স্যারের বক্তব্য কুরআন–হাদিসের আলোকে বিশেরষণ কর। ৪

৬০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানবজাতির পথ প্রদর্শক হলেন নবি–রাসুলগণ।

খ আখিরাত শব্দের অর্থ পরকাল। মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলা হয়। এ জীবনের শুরব আছে কিন্তু শেষ নেই। এটি মানুষের চিরস্থায়ী আবাস। আখিরাতে দুনিয়ার ভালো কাজের পুরস্কার ও মন্দকাজের জন্য জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া হবে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ কুরআনকে সর্বশেষ ঐশিগ্রন্থ হিসেবে অস্বীকারকারী কী? ব্যাখ্যা কর।

ঘ 'কুরআনই সর্বশেষ ঐশিগ্রন্থ।' ইসলামের আলোকে বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ৬১ রিসালাত

জোবায়ের সাহেব তার ছাত্রদের ইসলাম শিৰা পড়াতে গিয়ে বললেন অনেকে মহানবি (স) কে শেষ নবি হিসেবে মানেন না এবং তারাই আবার নিজেদেরকে বড় আলেম বলে প্রচার করে সাধারণ জনগণকে ভুল পথে নিয়ে যায়। আলৱাহই জানেন কবে যে তারা নিজেদের নবি বলে দাবি করে। তিনি মহানবির হাদিস বর্ণনা করে বলেন, "আমিই শেষ নবি, আমার পরে আর কোনো নবি আসবেন না।"

ক. নবি–রাসুলদের আগমনের ধারাবাহিকতার নাম কী? ১

খ. ইমান ও নৈতিকতা কীভাবে সম্পর্কিত? ২

গ. উদ্দীপকে জোবায়ের সাহেব কোন বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মহানবি (স)–এর বাণীটি বিশেৱষণ কর। ৪

৬১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নবি–রাসুলদের আগমনের ধারাবাহিকতার নাম নবুয়তের ক্রমধারা।

খ ইমান ও নৈতিকতা গভীরভাবে সম্পর্কিত। ইমান ছাড়া যেমন নৈতিক চরিত্র সুন্দর হয় না তেমনি নৈতিকতা ছাড়া ইমান পরিপূর্ণতা লাভ করে না। ইমান মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথে পরিচালিত করে, নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। মুমিন ব্যক্তিরা সর্বদাই মানবিকতা ও নৈতিকতার ধারক হয়। পূর্ণাঙ্গ মুমিন ব্যক্তি সবসময় নীতি–নৈতিকতা ও মানবিকতার আদর্শ অনুসরণ করে। ইমান এভাবেই মানুষকে নৈতিকতার পথে পরিচালিত করে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ খতমে নবুয়তের স্বরূ প ব্যাখ্যা কর।

ঘ হাদিসের আলোকে খতমে নবুয়তের গুরবত্ব বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ৬২ রিসালাত

আয়মান তার বাবার কাছে জানতে চাইল, আমরা রিসালাতে বিশ্বাস করব কেন? তার বাবা বললেন, ইমানের মৌলিক বিষয়ের মধ্যে রিসালাতে বিশ্বাস একটি। রিসালাতে বিশ্বাস না করলে ইমান থাকবে না।

ক. সিরাত কী? ১

খ. শাফাআত বলতে কী বোঝায়? ২

গ. আয়মানের বাবার মতামতের গুরবত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আয়মানের বাবার মতামতের সাথে তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

৬২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সিরাত হলো জাহান্নামের উপর স্থাপিত একটি অন্ধকার পুল।

খ শাফাআত বলতে কল্যাণ ও ৰমার জন্য আলৱাহ তায়ালার নিকট নবি–রাসুল ও নেক বান্দাগণের সুপারিশ করাকে বোঝায়।

কিয়ামতের মাঠে আলৱাহ মানুষের পাপ–পুণ্যের হিসাব নেবেন। তারপর আমল অনুযায়ী প্রত্যেকের জান্নাত–জাহান্নাম নির্ধারণ করবেন এবং পাপীদের জাহান্নামে ও পুণ্যবানদের জান্নাতে যেতে বলবেন। এ সময় নবি–রাসুল ও নেক বান্দাগণ অনেকের জন্য আলৱাহর নিকট সুপারিশ করবেন। একেই শাফাআত বলা হয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ রিসালাতে বিশ্বাস ইমানের গুরবত্বপূর্ণ অঙ্গ– ব্যাখ্যা কর।

ঘ মানবজীবনে রিসালাতের সুফল বর্ণনা কর।

প্রশ্ন– ৬৩ রিসালাত

আরিফ ও মামুন বন্ধু। একদিন তারা ইসলাম ও রিসালাত নিয়ে আলোচনা করছিল। আরিফ, বলল, মানুষকে সৎপথ দেখানোর জন্য নবি–রাসুল এসেছেন। তাই আমি মনে করি, যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের আগমন ঘটবে, সেহেতু নবি–রাসুলের প্রয়োজনীয়তা এখনও রয়েছে। এ কথা শুনে মামুন বলল, আমি তোমার সাথে একমত নই। স্বয়ং রাসুল (স) বলেছেন, আমিই শেষ নবি। আমার পরে কোনো নবি নেই।

ক. খাতামুন নাবিয়্যিন কোন নবি? ১

খ. কারা জাহান্নামে যাবে? ২

গ. আরিফের উক্তিটিতে কোনটির প্রতি অস্বীকার করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মামুনের উক্তিটির সাথে তুমি কি একমত? যুক্তিসহ বিচার কর। ৪

৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত মুহাম্মদ (স) হলেন খাতামুন নাবিয়্যিন।

খ যারা সীমালঙ্ঘন করে এবং আলৱাহর বিধান অমান্য করে তারাই হবে জাহান্নামি। কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকরা জাহান্নামে চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে। আলৱাহ বলেন, 'অনন্তর যে সীমালঙ্ঘন করে এবং দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়, জাহান্নামই হবে তার আবাসস্থল।'

(সূরা–আন–নাযিআ–৩৭–৩৯)

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ খতমে নবুয়ত সম্পর্কে বর্ণনা কর।

ঘ মহানবি (স)ই শেষ নবি, তার পরে আর কোনো নবি আসবে না।' ইসলামের আলোকে বর্ণনা কর।

কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ ইসলাম শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : ইসলাম শব্দের অর্থ আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা, শান্তির পথে চলা।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ 'সিলমুন' অর্থ কী?

উত্তর : 'সিলমুন' অর্থ শান্তি।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ বিনাদ্বিধায় আলৱাহর আদেশ মেনে চলাকে কী বলে?

উত্তর : বিনাদ্বিধায় আলৱাহর আদেশ মেনে চলাকে ইসলাম বলে।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ যিনি ইসলাম অনুসারে জীবন পরিচালনা করেন তাকে কী বলা হয়?

উত্তর : যিনি ইসলাম অনুসারে জীবন পরিচালনা করেন তাকে বলা হয় মুসলিম।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ ইমান অর্থ কী?

উত্তর : ইমান অর্থ বিশ্বাস করা, আস্থা স্থাপন, স্বীকার করা, নির্ভর করা, মেনে নেওয়া ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ ইমানের বহিঃপ্রকাশ কী?

উত্তর : ইমানের বহিঃপ্রকাশ ইসলাম।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ কয়টি দিকের সমন্বিত প্রক্রিয়ার নাম ইমান?

উত্তর : তিনটি দিকের সমন্বিত প্রক্রিয়ার নাম ইমান।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ ইমানের মূলকথা কী?

উত্তর : ইমানের মূলকথা হলো– 'লা ইলাহা ইলৱালৱাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুলৱাহ।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ মানবিক মূল্যবোধ রৰা পায় কীভাবে?

উত্তর : উত্তম গুণাবলি ও আদর্শ অনুশীলনের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ রৰা পায়।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ কীসে ইমানের ভূমিকা গুরৰত্বপূর্ণ?

উত্তর : মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের ভূমিকা গুরৰত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ তাওহিদ কী?

উত্তর : আলৱাহ তায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার করে নেওয়াকে তাওহিদ বলে।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ তাওহিদের মূল কথা কী?

উত্তর : তাওহিদের মূলকথা হলো– আলৱাহ এক ও অদ্বিতীয়।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে কী করে?

উত্তর : তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে আত্মসচেতন ও আত্মমর্যাদাবান করে।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ এ বিশ্বজগতের অধিপতি কে?

উত্তর : মহান আলৱাহ তায়ালা এ বিশ্বজগতের অধিপতি।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ কে একক সত্তা হিসেবে অতুলনীয়?

উত্তর : মহান আলৱাহ তায়ালা একক সত্তা হিসেবে অতুলনীয়।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ কে গোপন–প্রকাশ্য সবই জানেন?

উত্তর : মহান আলৱাহ গোপন–প্রকাশ্য সবই জানেন।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ কাফির কে?

উত্তর : যে ব্যক্তি কুফরে লিপ্ত হয় তাকে কাফির বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ হতাশা কীসের পরিণতি?

উত্তর : হতাশা কুফরের পরিণতি।

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ কারা জাহান্নামে অনন্তকালের শাস্তি ভোগ করবে?

উত্তর : কাফিররা জাহান্নামে অনন্তকালের শাস্তি ভোগ করবে।

প্রশ্ন ॥ ২০ ॥ ইসলামের মূল বিষয়গুলো অবিশ্বাস করা কী?

উত্তর : ইসলামের মূল বিষয়গুলো অবিশ্বাস করা কুফর।

প্রশ্ন ॥ ২১ ॥ কারা পার্থিব ব্যর্থতাকে মেনে নিতে পারে না?

উত্তর : কাফিররা পার্থিব ব্যর্থতাকে মেনে নিতে পারে না।

প্রশ্ন ॥ ২২ ॥ পৃথিবীর সকল প্রকার জুলুমের মধ্যে সবচেয়ে বড় জুলুম কোনটি?

উত্তর : পৃথিবীর সকল প্রকার জুলুমের মধ্যে সবচেয়ে বড় জুলুম হলো শিরক।

প্রশ্ন ॥ ২৩ ॥ আলৱাহ কোন অপরাধ ৰমা করেন না?

উত্তর : আলৱাহ তায়ালা শিরকের অপরাধ ৰমা করেন না।

প্রশ্ন ॥ ২৪ ॥ শিরক কাকে বলে?

উত্তর : মহান আলৱাহর সাথে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ২৫ ॥ মুশরিক কে?

উত্তর : যে ব্যক্তি শিরক করে তাকে বলা হয় মুশরিক।

প্রশ্ন ॥ ২৬ ॥ 'শিরক' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : শিরক শব্দের অর্থ অংশীদার সাব্যস্ত করা, একাধিক স্রষ্টা বা উপাস্যে বিশ্বাস করা।

প্রশ্ন ॥ ২৭ ॥ 'নিফাক' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : নিফাক শব্দের অর্থ কপটতা, ভণ্ডামি, ধোঁকাবাজি, দ্বিমুখীভাব পোষণ করা।

প্রশ্ন ॥ ২৮ ॥ নিফাক কী?

উত্তর : অন্তরে কুফর ও অবাধ্যতা গোপন করে মুখে ইসলামকে স্বীকার করার নাম হলো নিফাক।

প্রশ্ন ॥ ২৯ ॥ মুনাফিকের চিহ্ন কয়টি?

উত্তর : মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি।

প্রশ্ন ॥ ৩০ ॥ কারা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে?

উত্তর : মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।

প্রশ্ন ॥ ৩১ ॥ রিসালাত কী?

উত্তর : মহান আলৱাহ তায়ালার পবিত্র বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বকে রিসালাত বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৩২ ॥ রিসালাতের ধারা কী?

উত্তর : নবি–রাসুলদের আগমনের ধারাবাহিকতাকে নবুয়ত ও রিসালাতের ক্রমধারা বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৩৩ ॥ খাতামুন শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : খাতামুন শব্দের অর্থ শেষ, সমাপ্তি, সীলমোহর ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ৩৪ ॥ পরিপূর্ণ মানুষ কে?

উত্তর : যে ব্যক্তি নবুয়ত ও রিসালাতের শিৰানুসারে জীবনযাপন করে সেই পরিপূর্ণ মানুষ।

প্রশ্ন ॥ ৩৫ ॥ নবুয়ত ও রিসালাতের সুফল কী?

উত্তর : মানুষের মধ্যকার সমস্ত খারাপ অভ্যাস, অশ্লীলতা ও মন্দকর্মের চর্চা দূর করে দেয়।

প্রশ্ন ॥ ৩৬ ॥ নবি–রাসুলগণ কেমন ছিলেন?

উত্তর : নবি–রাসুলগণ ছিলেন নিষ্পাপ ও সৎগুণের অধিকারী।

প্রশ্ন ॥ ৩৭ ॥ আসমানি কিতাব কাকে বলে?

উত্তর : আলৱাহ তায়ালার বাণী সংবলিত গ্রন্থাবলিকে আসমানি কিতাব বলে।

প্রশ্ন ॥ ৩৮ ॥ প্রসিদ্ধ আসমানি কিতাব কয়খানা?

উত্তর : প্রসিদ্ধ আসমানি কিতাব চারখানা।

প্রশ্ন ॥ ৩৯ ॥ সহিফার সংখ্যা কত?

উত্তর : সহিফা মোট ১০০ খানা।

প্রশ্ন ॥ ৪০ ॥ যাবুর কার ওপর নাজিল হয়?

উত্তর : যাবুর হযরত দাউদ (স)–এর ওপর নাজিল হয়।

প্রশ্ন ॥ ৪১ ॥ কুরআন অর্থ কী?

উত্তর : কুরআন অর্থ পঠিত।

প্রশ্ন ॥ ৪২ ॥ হযরত আদম (আ)–এর উপর কয় খানা সহিফা নাজিল হয়?

উত্তর : হযরত আদম (আ)–এর ওপর ১০ খানা সহিফা নাজিল হয়।

প্রশ্ন ॥ ৪৩ ॥ ৫০ খানা সহিফা নাজিল হয় কার ওপর?

উত্তর : ৫০ খানা সহিফা নাজিল হয় হযরত শিস (আ)–এর ওপর।

প্রশ্ন ॥ ৪৪ ॥ তাওরাত কার ওপর নাজিল হয়?

উত্তর : তাওরাত হযরত মুসা (আ)–এর ওপর নাজিল হয়।

প্রশ্ন ॥ ৪৫ ॥ আলল্লাহর বাণী সংবলিত ছোট পুস্তিকাকে কী বলে?

উত্তর : আলল্লাহর বাণী সংবলিত ছোট পুস্তিকাকে 'সহিফা' বলে।

প্রশ্ন ॥ ৪৬ ॥ হযরত ঈসা (আ)–এর ওপর কোন কিতাব নাজিল হয়েছিল?

উত্তর : হযরত ঈসা (আ)–এর ওপর নাজিল হয়েছিল ইনজিল।

প্রশ্ন ॥ ৪৭ ॥ আল–কুরআন কী?

উত্তর : আল–কুরআন হলো সর্বশেষ আসমানি কিতাব। এটি সকল জ্ঞান–বিজ্ঞানের উৎস।

প্রশ্ন ॥ ৪৮ ॥ আখিরাত শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : আখিরাত শব্দের অর্থ পরকাল।

প্রশ্ন ॥ ৪৯ ॥ আখিরাত কাকে বলে?

উত্তর : মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৫০ ॥ আখিরাতের গুরুত্ব কতটুকু?

উত্তর : ইসলামি জীবনদর্শনে আখিরাতে বিশ্বাসস্থাপন অপরিহার্য।

প্রশ্ন ॥ ৫১ ॥ আখিরাতে বিশ্বাস না করলে কী হয়?

উত্তর : আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া মুমিন হওয়া যায় না।

প্রশ্ন ॥ ৫২ ॥ অনন্তকালের জীবন কোনটি?

উত্তর : অনন্তকালের জীবন হলো আখিরাত।

প্রশ্ন ॥ ৫৩ ॥ বারযাখের পরিধি কতটুকু?

উত্তর : বারযাখের পরিধি পুনরুত্থান পর্যন্ত।

প্রশ্ন ॥ ৫৪ ॥ আখিরাতের জীবন কখন শুরু হয়?

উত্তর : আখিরাতের জীবন মৃত্যুর সাথে সাথে শুরু হয়।

প্রশ্ন ॥ ৫৫ ॥ মানুষকে সৃষ্টি করার কারণ কী?

উত্তর : মানুষকে সৃষ্টি করার কারণ মহান আলল্লাহর ইবাদত করা।

প্রশ্ন ॥ ৫৬ ॥ আখিরাতের জীবনের শুরু হয় কিসের মাধ্যমে?

উত্তর : আখিরাত বা পরকালের জীবনের শুরু হয় মৃত্যুর মাধ্যমে।

প্রশ্ন ॥ ৫৭ ॥ বারযাখ কাকে বলে?

উত্তর : মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত সময়কে কবরের জীবন বলা হয়। যার অপর নাম বারযাখ।

প্রশ্ন ॥ ৫৮ ॥ কিয়ামত অর্থ কী?

উত্তর : কিয়ামত অর্থ মহাপ্রলয়।

প্রশ্ন ॥ ৫৯ ॥ মিযান কাকে বলে?

উত্তর : হাশরের ময়দানে মানুষের আমলসমূহ ওজন করার জন্য আলল্লাহ তায়ালা যে পালল্লা প্রতিষ্ঠা করবেন তাকে মিযান বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৬০ ॥ কবরে কয়জন ফেরেশতা প্রশ্ন করবেন?

উত্তর : কবরে মুনকার ও নাকির নামক দুজন ফেরেশতা প্রশ্ন করবেন।

প্রশ্ন ॥ ৬১ ॥ কোন ফেরেশতা কিয়ামতের পূর্বে শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন?

উত্তর : হযরত ইসরাফিল (আ) কিয়ামতের পূর্বে শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন।

প্রশ্ন ॥ ৬২ ॥ হাশর কী?

উত্তর : হাশর হলো মহাসমাবেশ।

প্রশ্ন ॥ ৬৩ ॥ আলল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জন্য কয়টি জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন?

উত্তর : আলল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জন্য আটটি জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

▼▼⬇

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ ইসলামের পরিচয় ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ইসলাম (الإسلام) আরবি শব্দ। আভিধানিক অর্থ হলো আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা, শান্তির পথে চলা ইত্যাদি। ব্যবহারিক অর্থে আলল্লাহ তায়ালা ও রাসুল (স)–এর আনুগত্য করাকে ইসলাম বলে।

শরিয়তের পরিভাষায়, আলল্লাহ তায়ালার প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা, বিনা দ্বিধায় তাঁর যাবতীয় আদেশ–নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর দেওয়া বিধান অনুসারে জীবনযাপন করাকে ইসলাম বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ 'ইমান ও ইসলাম একটি অপরটির পরিপূরক'–ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ইমান ও ইসলামের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। ইমান ও ইসলাম একটি অন্যটি ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ হয় না। ইমান মানুষের অন্তরে আলল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, অনুরাগ ও তার সন্তুষ্টি লাভের বাসনা সৃষ্টি করে। আর তাতে ইসলাম ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে সজীব ও সতেজ হয়ে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে বিকশিত হয়। ইসলাম হলো ইমানের বহিঃপ্রকাশ। ইমান হলো অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত।

উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, ইমান ও ইসলাম একটি অপরটির পরিপূরক। এদের একটি ব্যতীত অন্যটি পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ ইমান কীভাবে মানুষের মানবিকতার বিকাশ সাধন করে?

উত্তর : মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইমানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইমান নানাভাবে মানুষের মানবিকতার বিকাশ সাধন করে থাকে। যেমন :

i. ইমানের মূলকথা 'লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'। এ কালিমায় বিশ্বাসী ব্যক্তি আলল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো সৃষ্টির সামনে মাথা নত করে না বা আত্মসমর্পণ করে না। ফলে মানুষের মর্যাদা সমুন্নত হয়, মানবিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়।

ii. ইমান মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথে পরিচালনা করে এবং নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। তাই মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই মানবিকতা ও নৈতিকতার ধারক হয়।

iii. ইমান মানুষকে দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহির ব্যাপারে সতর্ক করে। এজন্য আলল্লাহ তায়ালার নিকট জবাবদিহির ভয়ে মুমিন ব্যক্তি সব ধরনের অমানবিক ও অনৈতিক কার্যকলাপ হতে দূরে থাকে।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ 'মুমিন ব্যক্তি মানবিকতা ও নৈতিকতার ধারক'– ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ইমান মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথে পরিচালনা করে এবং নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই মানবিকতা ও নৈতিকতার ধারক হয়। অন্যায়–অত্যাচার ও অনৈতিক কার্যকলাপ ইমানের সম্পূর্ণ বিপরীত। পূর্ণাঙ্গ মুমিন ব্যক্তি কখনই মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের বিপরীত কাজ করতে পারে না। বরং

মুমিন ব্যক্তি সবসময়ই নীতি–নৈতিকতা ও মানবিকতার আদর্শ অনুসরণ করে। সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি সদ্‌গুণাবলির চর্চা করে।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ তাওহিদের প্রভাব বর্ণনা কর।

উত্তর : তাওহিদ হলো আলৱাহ তায়ালার একত্ববাদে বিশ্বাস। মানব জীবনে এ বিশ্বাসের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। কেননা আলৱাহ তায়ালাই একমাত্র আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তাওহিদে বিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষ এ সত্যকে স্বীকার করে নেয়। মানুষ এর দ্বারা আলৱাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা আদায় করে।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ 'আলৱাহ' শব্দের বিশেৱষণ কর।

উত্তর : 'আলৱাহ' শব্দের মধ্যেই তাঁর তুলনাহীন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। اَللّٰهُ (আলৱাহ) আরবি শব্দ। পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই এ শব্দের কোনো প্রতিশব্দ নেই। এর কোনো একবচন; বহুবচন নেই। এ শব্দের কোনো স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ নেই। এ শব্দটি একক ও অতুলনীয়। আলৱাহ তায়ালা তদ্রূপই। তিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে একক ও অদ্বিতীয়। তাঁর সমতুল্য বা সমকৰ কিছুই নেই।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ কুফর মানবজীবনে কী পরিণতি বয়ে আনে?

উত্তর : মানবজীবনে কুফরের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। কুফরের ফলে শুধু দুনিয়াতেই নয়, বরং আখিরাতেও মানুষকে শোচনীয় পরিণতি বরণ করতে হবে। যেমন :

১. কুফর মানুষের মধ্যে অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতার জন্ম দেয়।
২. সমাজে পাপাচার বৃদ্ধি পায়।
৩. কুফর মানবসমাজে অনৈতিকতার প্রসার ঘটায়।
৪. কাফির আলৱাহর বিধিবিধান ও আদেশ–নিষেধের কোনো পরোয়া না করায় আলৱাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।
৫. কাফিররা জাহান্নামে অনন্তকালের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ আলৱাহ তায়ালার সাথে শিরক কোন কোন ধরনের হতে পারে?

উত্তর : আলৱাহ তায়ালার সাথে চার ধরনের শিরক হতে পারে। যথা :

১. আলৱাহ তায়ালার সত্তা ও অস্তিত্বে শিরক করা। যেমন : ঈসা (আ)–কে আলৱাহর পুত্র মনে করা।
২. আলৱাহ তায়ালার গুণাবলিতে শিরক করা। যেমন : আলৱাহ তায়ালার পাশাপাশি অন্য কাউকে সৃষ্টিকর্তা বা রিযিকদাতা মনে করা।
৩. সৃষ্টি জগতের পরিচালনায় কাউকে আলৱাহর অংশীদার বানানো। যেমন : ফেরেশতাদের জগৎ পরিচালনাকারী হিসেবে মনে করা।
৪. ইবাদতের ৰেত্রে আলৱাহ তায়ালার সাথে কাউকে শরিক করা। যেমন: আলৱাহ ব্যতীত কাউকে সিজদাহ করা, কারও নামে পশু জবাই করা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ মুনাফিকরা সমাজের মানুষের নিকট কীভাবে জীবন কাটায়?

উত্তর : মুনাফিকরা অন্যান্য খারাপ ও অনৈতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। পার্থিব লোভ–লালসা ও স্বার্থ রৰায় তারা মানুষের অকল্যাণ করতেও পিছপা হয় না। তারা পরনিন্দা ও পরচর্চা করে। ফলে সমাজে সন্দেহ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। মুনাফিকরা ভেতরে এক আর বাইরে অন্য রকম হওয়ায় লোকজন তাদের বিশ্বাস করে না। বরং সন্দেহ ও ঘৃণার চোখে দেখে। সমাজের মানুষের নিকট তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে জীবন কাটায়।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ নবি–রাসুলগণের গুণাবলি সংৰেপে লেখ।

উত্তর : নবি–রাসুলগণ ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। সকল সৎ গুণাবলি তাঁরা অনুশীলন করতেন। তাঁরা ছিলেন নিষ্পাপ; অত্যন্ত সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ। দয়া, ৰমা, ধৈর্য ইত্যাদি সবধরনের মানবিক গুণাবলি তাঁদের চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। মিথ্যা, প্রতারণা, পরনিন্দা, হিংসা–বিদ্বেষ ইত্যাদি খারাপ স্বভাবের লেশমাত্র তাঁদের চরিত্রে কখনোই ছিল না। বরং তাঁরা ছিলেন সৎ স্বভাবের জন্য মানবজাতির অনুপম আদর্শ।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ মানবজীবনে নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে রিসালাত কীভাবে ভূমিকা পালন করে?

উত্তর : নবুয়ত ও রিসালাতের শিৰা মানুষকে শান্তি ও শৃঙ্খলার দিকে পরিচালনা করে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের সকল কাজকর্ম আলৱাহ তায়ালার নির্দেশিত পথে পরিচালনা করতে সাহায্য করে। নবুয়ত ও রিসালাতের চেতনা মানুষের মধ্যকার সমস্ত খারাপ অভ্যাস, অশ্লীলতা ও মন্দকর্মের চর্চা দূর করে দেয়। মানুষ সৎ ও সুন্দর জীবনযাপনে উৎসাহিত হয়। মানুষ নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়।

নবুয়ত ও রিসালাত মানুষকে নবি–রাসুলগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে। নবি–রাসুলগণ ছিলেন নিষ্পাপ এবং সকল সৎগুণের অধিকারী। তাঁদের আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে আমাদের জীবন ও চরিত্র উত্তম হয়। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়। মানবসমাজে পশুত্বের পরিবর্তে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ আসমানি কিতাবের বিষয়বস্তু উলেৱখ কর।

উত্তর : আলৱাহ তায়ালা আসমানি কিতাবসমূহে নানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। যেমন :

ক. আলৱাহ তায়ালার সত্তাগত পরিচয়।
খ. আলৱাহ তায়ালার গুণাবলির বর্ণনা।
গ. নবি–রাসুলগণের বর্ণনা।
ঘ. পূর্ববর্তী জাতিসমূহের বিবরণ।
ঙ. অবাধ্য ও কাফিরদের পরিণতির বিবরণ।
চ. হালাল–হারামের বর্ণনা।
ছ. বিধি–বিধান সংক্রান্ত বিবরণ।
জ. শাস্তি ও সতর্কীকরণ বিষয়ে আলোচনা।
ঝ. উপদেশ ও সুসংবাদ সম্পর্কে বিবরণ।
ঞ. আকিদা সংক্রান্ত বিষয়সমূহের বিবরণ।
ট. পরকাল সংক্রান্ত বিষয়সমূহের বিবরণ ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ আমরা আসমানি কিতাব অনুসরণ করব কেন?

উত্তর : আসমানি কিতাবে মানুষকে নীতি–নৈতিকতার আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসব গ্রন্থে উন্নত আদর্শ ও সদগুণাবলির নানা বিষয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। পাশাপাশি যেসব কাজ ও অভ্যাসের দ্বারা নৈতিক জীবনাচরণ লঙ্ঘিত হয় সে সম্পর্কে সতর্ক ও নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। আসমানি কিতাব মানুষকে সব ধরনের কল্যাণের পথ নির্দেশ করে। এ কিতাব অনুসরণে জীবন পরিচালনা করলে মানবজীবন নীতিনৈতিকতামণ্ডিত, সুন্দর ও শান্তিময় হয়। এজন্য আমরা আসমানি কিতাব অনুসরণ করব।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ সৎকর্মশীল ও নৈতিকজীবন গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা আলোচনা কর।

উত্তর : সৎকর্মশীল ও নৈতিকজীবন গঠনে আখিরাতে বিশ্বাসের ভূমিকা অপরিসীম। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে জীবন পরিচালনায় নীতি ও আদর্শের অনুসরণ করতে বাধ্য করে। যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করে সে প্রত্যহ তার প্রতিটি কাজের হিসাব নিজেই নিয়ে থাকে। এভাবে দৈনন্দিন আত্মসমালোচনার মাধ্যমে মানুষ তার ভুলত্রবটি সংশোধন করে সচ্চরিত্রবান হিসেবে গড়ে ওঠে। আখিরাতে পুণ্যবানদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। জান্নাত লাভের আশা মানুষকে দুনিয়ার জীবনে সৎকর্মশীল করে তোলে। মোটকথা, আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে ছোট–বড়, প্রকাশ্য–অপ্রকাশ্য সব ধরনের অন্যায় হতে বিরত রাখে এবং পাপমুক্ত, সৎকর্মশীল ও নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ হাশর কাকে বলে?

উত্তর : হাশর হলো মহাসমাবেশ। আলৱাহ তায়ালার নির্দেশে সকল মানুষ ও প্রাণিকুল মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবে। সকলেই সেদিন একজন আহ্বানকারী ফেরেশতার ডাকে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। এ ময়দান বিশাল ও সুবিন্যস্ত। পৃথিবীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষই সেদিন এ মাঠে একত্রিত হবে। মানুষের এ মহাসমাবেশকেই হাশর বলে।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ 'দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যৰেত্র'– ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : মানুষ শস্যৰেতে যেরূ প চাষাবাদ করে, বীজ বপন করে, যেভাবে পরিচর্যা করে ঠিক সেরূ পই ফল লাভ করে। যদি কোনো ব্যক্তি তার শস্যৰেতের পরিচর্যা না করে তবে সে ভালো ফসল লাভ করে না। তদ্রূ প দুনিয়ার কাজকর্মের প্রতিদান আখিরাতে দেওয়া হবে? দুনিয়াতে ভালো কাজ করলে আখিরাতে মানুষ পুরস্কৃত হবে। আর মন্দ কাজ করলে শাস্তি ভোগ করবে।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ 'জান্নাত লাভের আশা মানুষকে সৎকর্মশীল হতে সাহায্য করে' –ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : জান্নাত হলে চিরশান্তির স্থান। আখিরাতে পুণ্যবানদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করানো হবে। মানুষ জান্নাত ও তার নিয়ামত প্রাপ্তির আশায় নেক আমল করে, ভালো কাজ করতে উৎসাহিত হয়। কেননা আলৱাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস, ভালোবাসা ও সৎকর্ম ব্যতীত জান্নাত লাভ করা যায় না। জান্নাত লাভের আশা এভাবে মানুষকে দুনিয়ার জীবনে সৎকর্মশীল করে তোলে।